বঙ্গের রত্নমালা

বা

বঙ্গীয় সমাজের কতিপয় নীতিগর্ভ ঘটনা ও চরিত্র।

মেট্রপলিটান কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক

পণ্ডিত

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

এজেণ্ট

এডওয়ার্ড লাইব্রেরী

২৫-২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩১৭।

ইয়া পুনরায়

মূল্য দশ ৺

বঙ্গের রত্নমালা।

অনুক্রমণিকা।

শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই কিছুক্ষণ কাঁদিল। তাহার কাঁদিবার অধিকার আছে। তাহাকে যে কতকাল এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, তাহা তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল না। কিরূপ ঘটনা তাহার জীবনে ঘটিবে, তাহার কোনও চিহ্নও তাহাকে প্রদর্শন করা হইল না। অথচ এই বলিয়া দেওয়া হইল, "তোমাকে এই পৃথিবীতে হাসিতে হইবে, কাঁদিতে হইবে ও ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।" শিশু দুর্ব্বল, জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন। সে এই অসহায় অবস্থায় অনন্যগতিক হইয়া পরমেশ্বরের এই বার্ত্তা মস্তক পাতিয়া লইল। তদবধি তাহার আর অন্য কার্য্য নাই। নিদ্রাবস্থায়, অজ্ঞতাবস্থায় তাহাকে নিমজ্জিত রাখা হইলেও, সে হাস্য ক্রন্দন ও ঊর্দ্ধদৃষ্টিপাত সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে থাকিল। শিশু নিদ্রিত হইল বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার শোণাধর বিকসিত হইল। আবার তৎপরক্ষণেই তাহার ওষ্ঠ স্ফুরিত হইল, ক্রন্দনের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। ক্রন্দনের চিহ্ন অন্তর্হিত না হইতে হইতেই তাহার নিমীলিত নয়নকুসুম বিকসিত হইল; সে এক-বার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল, আবার গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ হাসিতে, কাঁদিতে ও ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

এইরূপে সদ্যোজাত শিশু দিবানিশি হাস্য, ক্রন্দন ও ঊর্দ্ধদৃষ্টিপাত করিতে থাকে। চিরকাল যখন তাহাকে হাসিতে কাঁদিতে ও ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, তখন এই সময় হইতেই সে সকল অভ্যস্ত না করিলে দুর্ব্বল শিশু কি সাহসে পৃথিবীতে থাকিবে? বঙ্গীয় জননী বলেন, "শিশুর সহিত ষষ্ঠীদেবী দেয়ালা করিতেছেন। তিনি যখন বলিতেছেন, 'তোর মা মরিয়াছে' অমনি শিশু মায়ের ক্রোড়ে আছি দেখিয়া উপহাসবোধে হাসিতেছে। তিনি যখন বলিতেছেন, 'তোর পিতা মরিয়াছে' তখন সে পিতাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া অসহায় বোধে কাঁদিয়া উঠিতেছে। তিনি যখন বলিতেছেন, 'তোর গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে', তখন সে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া দেখিতেছে।"

বঙ্গীয় জননি, তোমার এ কল্পনাবাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম আছে। মাতৃমরণে শিশুর হাস্যের কারণ আছে। মাতা অমর, তাঁহার বিনাশ নাই। সুতরাং শিশু অজ্ঞান হইয়াও তাঁহার মরণে বিশ্বাস কিরূপে করিবে? উহাতে তাহার হাস্য যে স্বাভাবিক। কারণ, মাতা স্নেহের আধার; মাতৃত্ব হইতে স্নেহ অপসারিত করিলে আর মাতৃত্ব থাকে না। মাতৃত্বপদে বৃত অথচ স্নেহহীন, এরূপ লোক কি জগতের কোনও স্থানে দেখিয়াছ? পৃথিবী যতদিন, স্নেহও ততদিন। সুতরাং মাতৃত্বের বিনাশ হইতে পারে না। তবে পাত্র বিনষ্ট হইতে পারে বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু স্নেহময় মাতৃত্ব চিরদিন সমভাবে বিরাজ করে। মনুষ্যের নিকট হইতে স্নেহ ত অবিরত ধারে প্রবাহিত হইতেছেই, অরণ্যের মধ্যে হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুকের নিকট হইতেও মাতৃস্নেহ লাভ করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। পৃথিবীতে বাস করিতেছি, অথচ স্নেহ দেখিতে পাইতেছি না, ইহা কখনও ঘটিল না, ঘটিবারও যো নাই। এই নিমিত্ত পৃথিবীকে কবিগণ স্বয়ং মাতৃরূপে বর্ণন করিয়াছেন। 'জননী ভূতধরিত্রী' পৃথিবীর আর এক নাম। সুতরাং পৃথিবীতে যত

কাল, মাতাও ততকাল। পরমেশ্বর পৃথিবীতে মনুষ্যগুলিকে গঠন করিয়া, মাতা সর্ব্বদা সজ্জিত না রাখিলে তাঁহার উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হইবে? শিশুর প্রসূতি বহু ঘটনায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন বটে কিন্তু মাতৃত্ব কাড়িয়া লইয়া যান না। তিনি মাতৃত্ব কোন আত্মীয় ব্যক্তির করে সমর্পণ করিয়া, তবে পলায়ন করেন। তিনি বিদায়ের সমকালে নিজ পতির উপর বা নিজ জ্যেষ্ঠা কন্যার উপর বা ভগিনীর উপর, অধিক কি কখন কখন নিঃসম্পর্ক কোন ব্যক্তির উপর মাতৃত্বভার রাখিয়া পশ্চাৎ পলায়ন করেন।

পিতার মরণে শিশুর কাঁদিবার অধিকার আছে। পিতা রক্ষা-কর্ত্তা। সন্তানকে রক্ষা করা ভিন্ন পিতার অন্য কার্য্য আর নাই। কেবল যে অন্ন বস্ত্র দ্বারা শিশুর দেহ রক্ষা করা পিতার কার্য্য তাহা নহে, তাহাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পৃথিবীমধ্যে কত রাক্ষসী পিশাচী ছদ্মবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, তাহাকে যে কখন্ কোন্ বিপাকে লইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? যাহাতে সন্তান ইহাদের হস্তে বিপন্ন না হয় পিতা তাহার উপায় উদ্ভাবনে অহরহঃ নিবিষ্টচিত্ত। পিতা বাল্যকাল হইতেই সন্তানের সাধু মনোবৃত্তিগুলি এমন তেজস্বিনী করেন যে, সন্তান সংসারক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ করিবার সামর্থ্যলাভ করিতে পারে। এরূপ পিতার অভাব স্মরণ হইবামাত্র সদ্যোজাত শিশুও না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্য ষষ্ঠীদেবীর উপহাসবাক্যও তাহাকে কাঁদায়।

গৃহে অগ্নি লাগিলে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত স্বাভাবিক। যখন গৃহে অগ্নি লাগাতে গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসে তখন যদি সে তাহার নিবারণার্থ নিকটে জল দেখিতে না পায় তবে সে আকাশের জলধরের দিকে সতৃষ্ণভাবে বার বার অবলোকন করিতে থাকে। মানবের চক্ষে কত সময়ে যে অগ্নি লাগে, কত সময়ে যে ভয়ঙ্কর তাপপ্রদ পাপরাশি

আসিয়া জ্বালাইতে থাকে, তাহা স্মরণ হইলে ভয়ে অঙ্গ অবশ হয়। এরূপ বিপদে উর্দ্ধে ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত ভিন্ন মনুষ্যের আর অন্য উপায় নয়নগোচর হয় না। সেই জন্যই শিশুকাল হইতেই মানব উর্দ্ধদৃষ্টিপাত শিক্ষা করিতে থাকে।

বঙ্গীয় জননি! তুমি এই তিনটী সত্য জগতে প্রকাশ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলে। বঙ্গীয় পিতঃ! যাহাতে বঙ্গীয় বালক পিতৃত্ব বিহীন হইয়া অনাথভাবে বিপন্ন না হয়, ও উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে বিস্মৃত না হয় সে কাজ তোমারই। তোমার কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্যার্থ এই বঙ্গের রত্নমালা গ্রথিত করিয়া বালকদিগের নিকট উপস্থাপিত করা হইল। যাহাতে তাহারা এই রত্নমালা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বঙ্গের সম্মান আরও বৃদ্ধি করে ও আপনাদিগকে সুখী করে তুমি তাহার সহায়তা কর।

" পিতা মাতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা।"

১। কথিত আছে, বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে এক গণ্ডগ্রামে এক হিন্দু গৃহস্থ বাস করিতেন। সংসারে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র ও কন্যা। গৃহস্থ সামান্য উপার্জ্জনে পরিবার পোষণ করিতেন। মাতৃভক্তি অসামান্য থাকাতে অর্থের অভাবসত্ত্বেও এমন যত্নে মাতার সেবা করিতেন যে মাতা অর্থক্লেশ কখনই অনুভব করিতে পাইতেন না। পূর্ব্বপুরুষদিগের অবস্থা ভাল ছিল। দ্বিতল ইষ্টকালয় ছিল, সেই গৃহ এখন জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; বর্ত্তমান গৃহস্বামীর বাটী সংস্কার করিবারও সম্বল নাই।

একদিন বৃষ্টির সময়ে দেখা গেল ঝটিকার সূত্রপাত হইতেছে। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই বাত্যা এরূপ প্রবল আকার ধারণ করিল যে গৃহস্থ অন্য বাটীতে বৃদ্ধা মাতা ও পরিবারবর্গকে রাখিবার উদোগ করিতে বাধ্য হইলেন। বৃদ্ধা মাতা দ্বিতল গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাকে আনিবার জন্য গৃহস্থ উপরে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময়ে একটী ঘর পড়িয়া গেল ও সিঁড়ির পথ অবরুদ্ধ হইল। সুতরাং গৃহস্থ আর উপরে উঠিতে পারিলেন না। মাতা যে ঘরে ছিলেন ঝটিকায় তাহা দুলিতে লাগিল। মাতা ভাবিতে লাগিলেন "এই বারে ঘর খানি পড়িয়া যাইবে, আমার শেষ দশায় অপঘাতমৃত্যু বা ঘটে।" গৃহস্থ শিশুসন্তানগুলিকে অপরের বাটীতে সত্বর রাখিয়া আসিয়া, যে গৃহে মাতা ছিলেন সেই গৃহে অতিকষ্টে ও নানা কৌশলে উঠিলেন ও মাতাকে দ্বার খুলিতে বলিলেন। মাতা পুত্রকে বিপদের মধ্যে পতিত দেখিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "বৎস, এমন কুকাজ কেন করিলে? আমি মরিলে ক্ষতি নাই, তোমার কিছু হইলে যে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।" পুত্র

সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন "মা, তোমার যে গতি আমারও সেই গতি হইবে। মাতা ও পুত্রের মৃত্যু একে সঙ্গে হইলে কাহারও আক্ষেপ করিবার কিছুই থাকিবে না।"

মাতা এই বাক্যে ক্ষণেক স্থির ভাবে রহিলেন, শেষে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিলেন "আয় বাবা আমার কোলে আয়, দেখি তোরে কে মারে।"

এই কথা বলিয়া মাতা পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। এই সময় জননী এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন মাতা পুত্রের চারি ধারে গণ্ডি দিয়া বসিয়া আছেন; কালান্তকের সাধ্য কি মায়ের সেই অতুল প্রতাপের নিকট অগ্রসর হয়?

পুত্র মায়ের মুখের দিকে যতক্ষণ তাকাইয়াছিলেন ততক্ষণই তাঁহার এই ধারণা হইতেছিল, স্বয়ং ভগবতী জননীমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন।

ঝটিকার শান্তি হইল, মাতার চিত্তের সেই তেজোময়ভাবও অন্তর্হিত হইল। মাতা তখন হাসিতে হাসিতে পুত্রকে বলিলেন "এখন বাঁশের সিঁড়ি আনিয়া নিজে নামিয়া আমাকে নামাইয়া লও।"

গৃহস্থ ঝটিকান্তে দেখিলেন বাটীর সমস্ত গৃহ ঝটিকায় ভূমিসাৎ হইয়াছে, কেবল যে গৃহে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জননী সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন, তাহা পতিত হয় নাই।

২। ৺শম্ভুচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

শিক্ষক ও শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত বাঁ্যাটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাবস্থায় এক সময় কলিকাতায় আসিয়া উৎকট পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় হন। পিতা শম্ভুচন্দ্রন্যায়রত্ন মহাশয় তৎকালে বাঁ্যাটরায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদে ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন ও কাতরভাবে জগজ্জননীর পূজায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। পূজাসমাপনান্তে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "কার সাধ্য গঙ্গাধরকে মারে!" পিতা যখন এই বাক্য উচ্চারণ করেন তখন সমুপাগত ব্যক্তিগণ দেখিয়াছিল তাঁহার দেহে দেবতাসহজ তেজঃ বিরাজ করিতেছে। যে দিন তিনি স্বস্ত্যয়ন সমাপ্ত করিলেন, সেই দিনই জানিতে পারিলেন পুত্র রোগমুক্ত হইয়াছে।

৩। ৺মহেশচন্দ্র চূড়ামণি।

হরিনাভিনিবাসী ৺মহেশচন্দ্র চূড়ামণি দেবপ্রকৃতিক লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত যাহারই একবার আলাপ হইয়াছে, সে তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ সুগঠিত দেহ, অমায়িক সরল ভাব, প্রফুল্ল বদন, উচ্চ হাস্য যে একবার দেখিয়াছে সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তিনি নিজের সন্তানকে যে চক্ষে দেখিতেন, পল্লীস্থ সমস্ত বালককে সেই চক্ষেই দেখিতেন, সুতরাং সকলেই তাঁহাকে আপনার মনে করিত।

একদিন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা প্রসবান্তে ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যস্ত হইয়া দূরস্থ ডাক্তার ডাকিবার জন্য

বদ্ধপরিকর হন। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহাতে বৃষ্টিপাত হইতেছিল। পথ ঘাটও তখন অতি দুর্গম ছিল। সর্পের ভয়ও কম ছিল না। এ অবস্থায় তিনি প্রিয় পুত্রকে ডাক্তারের বাটী যাইতে নিষেধ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্বয়ং অসুস্থ থাকাতে নিজেও যাইতে পারিলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র যখন দেখিলেন অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যেই ভগিনীর দুইবার অঙ্গ বিক্ষোভ হইল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ডাক্তারের বাটী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার পিতা বলিলেন "আর অঙ্গবিক্ষোভ হইবে না, তোমাকে ডাক্তারের বাটী যাইতে হইবে না।" কনিষ্ঠ পুত্র যখন দেখিলেন, পিতৃবাক্য বেদবাক্য হইয়া গেল, তখন একেবারে অবাক্ হইলেন। তাহার পরে আর অঙ্গবিক্ষোভ লক্ষিত হইল না। কন্যা সত্বর আরোগ্যলাভ করিলেন।

সচরাচর দেখা যায়, যে সন্তান পিতা মাতার মনে আঘাত দেয় না, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করেন, পিতামাতার প্রসন্নতা তাহাদিগকে নানা বিপদাপদ্ হইতে রক্ষা করে। তাহাদের মঙ্গল যেন ভগবান্ স্বয়ং হাতে করিয়া বিতরণ করেন।

পিতা মাতা নিরক্ষর, মূর্খ বা নীচ স্বভাবের হইলেও সন্তানের নিকট তাঁহারা দেবতা। সন্তানের প্রতি তাঁহাদের সমস্ত আচরণ দেবসহজবৎ প্রতিভাত হয়। সন্তানের জন্য তাঁহাদের শুভ ইচ্ছাও সম্পন্ন হইতে দেখা যায়।

৪। চব্বিশপরগণানিবাসী এক কায়স্থ বালক একদিন কলিকাতায় এক মহা বিপদে পড়িতে পড়িতে রক্ষা পান। এক ব্যক্তি বলিলেন, "তোমার আজ পুনর্জন্ম।" বালক হাসিয়া বলিল, "সাধ্য কি বিপদ্ আমার কাছে আসে; আমি যাত্রাকালে মায়ের চরণধূলি মস্তকে লইয়া পরে বাহির হইয়াছি।"

সৌভ্রাত্র।

চব্বিশপরগণায় ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত কোনও এক গ্রামে দুই ভাই বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিতেন, কনিষ্ঠ নিমকির দারোগা।

নিমকির দারোগার উপার্জ্জনে উহাঁদের অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল। কনিষ্ঠের পত্নী নিজ স্বামীর উপার্জ্জন হইতেই সমস্ত হইয়াছে দেখিয়া স্বামীকে পৃথক্ হইবার জন্য সর্ব্বদা বিরক্ত করিতেন। স্বামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার পত্নীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, সুতরাং পত্নীর বাক্যে কর্ণপাত করিতেন না।

শেষে পত্নী এমন বিরক্ত করিয়া তুলিলেন যে ভিন্ন না হইলে আর চলিল না।

কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "দাদা, স্ত্রীলোকটা বড় নির্ব্বোধ দেখিতেছি। আচ্ছা, দিন কয়েক ভিন্ন হইয়া দেখুক, ইহাতে কত আরাম।" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠকে বিষয় আশয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মফঃস্বলে পাঠাইলেন, ও নিজে বাগান বাড়ী ঘর দ্বার ভাগ করিবার জন্য নিজপত্নী ও ভ্রাতৃপত্নীকে আহ্বান করিলেন।

তাঁহারা উপস্থিত হইলে কনিষ্ঠ বলিলেন, "দেখ আমি দুইটী ভাগ করিতেছি, একটী ভাগে সমস্ত বিষয়, বাগান, পুষ্করিণী ও ইমারত বাটী, আর একটী ভাগে বাহিরের একখানা পর্ণ কুটীর, একটা পিত্তলের ঘটী ও আমি। এই দুই ভাগের মধ্যে তোমরা দুই জনে যে ভাগ চাহ তাহা গ্রহণ কর।"

কনিষ্ঠের পত্নী স্বামীর উপার্জ্জিত সমস্ত জানিয়া সমস্তই অধিকার

করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন "আমি এই বড় ভাগটা লইব।" জ্যেষ্ঠের পত্নী বলিলেন, "ঠাকুরপো যে ভাগে পড়িয়াছেন আমার সেই ভাগ।"

কনিষ্ঠের পত্নী সমস্ত বাগান পুষ্করিণী, ইমারত বাটি পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন, এবং নূতন হাঁড়ি কাড়িয়া স্বামীর জন্য স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন ও আহারার্থ স্বামীকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

স্বামী বলিলেন "আমিত তাঁর ভাগে পড়ি নাই? আমি যে বৌদি-দীর ভাগে পড়িয়াছি। আমাদের ভাতে ভাত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই ভোজন করিব।"

কনিষ্ঠের পত্নী ভাবিলেন, স্বামী কি আমার পর হইবে? যাক্ দুই দিন পরে আমার স্বামী আবার আমারই হইবে। এই ভাবিয়া তিনি কিয়ৎকাল সুস্থির রহিলেন।

এদিকে বৌদিদীর জন্য নূতন বাগান, পুষ্করিণী, ইমারত বাটী প্রস্তুত হইতে লাগিল। দোল দুর্গোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ চাকরি স্থান হইতে যখন গৃহে আসিতেন, তখন বৌদিদীর বাটীতেই থাকিতেন, তাঁহার প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতেন, নিজের স্ত্রী আসিয়া পায় ধরিয়া কাঁদিলেও বলিতেন, "আমি ত তোমার ভাগে পড়ি নাই. আমি বৌদিদীর ভাগে পড়িয়াছি।"

পত্নী এক বৎসর কাল দেখিলেন, স্বামী আপনার হইলেন না। তখন তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। "যে বাটীতে উৎসব নাই, লোকজন যাতায়াত করে না, তাহা শ্মশান সদৃশ। আমার নীচ প্রকৃতি দেখিয়া গ্রামের সমস্ত লোক আমাকে ঘৃণা করে, কিন্তু আমার ভাশুরের স্ত্রীকে সকলেই খাতির যত্ন করে, আদর করে, বিপদাপদ্ জানায়। তাহারা আমার মুখদর্শনে পাপ মনে করে। হায়! আমি কেন আত্মম্ভরি হইয়া সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিলাম।" এইরূপ আক্ষেপ করিয়া শেষে কনিষ্ঠের পত্নী জ্যেষ্ঠের পত্নীর নিকট কাঁদিয়া পড়িলেন ও চরণ দুইখানি ধরিয়া

বলিলেন, "দিদি! আমি ছেলে মানুষ আমায় ক্ষমা করিবে না? আমি যে মহাপাপ করিয়াছি, তাহার শাস্তি আরও হওয়া উচিত, কিন্তু আমি ত তোমার ছোট বোন, আমাকে দয়া করিবে না? আমার স্বামী যখন আপনাদের দাস তখন আমি ত দাসীই আছি। আমি দাসীবৃত্তি করিলে আমাকে তোমার নিকট একটু স্থান দিবে না?"

এই বাক্যে জ্যেষ্ঠের পত্নী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও শেষে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "আয় বোন কোলে আয়, তোর দুঃখ দেখিয়া আমার দেহ কিরূপ শীর্ণ হইয়াছে দেখ্। সকলই ত তোর, অথচ তোর ভোগে কিছুই আসিতেছে না, ভাবিয়া আমার সমস্ত আমোদ আহ্লাদ বিষবৎ মনে হয়। দুই বোনে যে কাজ করিতে পাইলাম না, তাহাতে দুঃখ ভিন্ন কোনও সুখের সম্ভাবনা নাই। দেখ আমার স্বামীও এক বৎসর হইল, সেই মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি তোমাকে পৃথক্ হইয়া থাকিতে দেখিতে পারিবেন না বলিয়া আর বাটী আসিতে চান না। এখন তোমার ও আমার উভয়েরই দুঃখনিশার অবসান হইল। আমি আজিই দুই ভাইকে পত্র লিখিব, তাঁহারা আসিয়া আমাদের সুখের অংশভাগী হউন।"

এই বলিয়া দুই ভ্রাতাকে সংবাদ দিলেন, তাঁহারা মহা আনন্দে ঘরে আসিলেন ও পরস্পরের সুখে পরম সুখী হইয়া ভ্রাতৃ-সম্মিলনরূপ মহোৎসবে আত্মীয় স্বজন, কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রীতিভোজন দ্বারা উৎসবক্রিয়া সমাপন করিলেন।

সৌভ্রাত্র।

"ভাই বন্ধু হ'লে পর।
তবু তারা আপনার ॥"

আগরা কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক আগরায় অবস্থান কালে তাঁহার এক বন্ধুকে এই ভাবে এক পত্র লিখেন। "ভাই, আগরায় আসিয়া মহাসুখে আছি, এখানে আমরা যতগুলি বাঙ্গালী আছি, সকলগুলিই একপ্রাণ। কিসে পরস্পরকে সুখী করিতে পারি, এই সকলের ব্রত। আমার পুত্রের পীড়াতে দুই জন এম্. ডি, ডাক্তার দেখিতেছেন। একটী পয়সাও লন না। তাঁহারা রাত্রি জাগরণ করিয়া রোগীর পরিচর্য্যা করেন। তাপ নিরূপণার্থ যে পাঁচ সাত টাকা দামের তাপমান যন্ত্র আমাদের নিকট রাখিয়া যান তাহা অসাবধানতাহেতু মট্ মট্ করিয়া ভাঙ্গিতেছি। তথাপি যখনই চিন্তা করি, তখনই মনে হয় ইহাঁরা আমাদের এত হিতৈষী হইলেও পর। কিন্তু আমার খুল্লতাতসুত ভাইগণ আমাদের সঙ্গে দেশে মকদ্দমা করিয়া পাঁচিল ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, পুষ্করিণী লুট্ করিয়া মাছ বিলাইয়া দিতেছেন, আমাদিগকে প্রতি পদে বিধ্বস্ত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছেন, ছোট লোক দ্বারা আমার গুরুজনদিগকে প্রহার করাইতেছেন, তথাপি মনে হয়, উহাঁরা আমার আপনার।"

কথাটী বড়ই সত্য, এক্ষণে সেই খুল্লতাতসুতগণ এমন আত্মীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন যে, তখনকার কলহ স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।

এইরূপ ঘটনা বঙ্গদেশে কতই দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

এক বাটীতে দুই ভ্রাতা একত্র বাস করিতেন। ক্রমে বিষয় সম্বন্ধে মনোমালিন্য হওয়াতে দুই ভাইয়ের ভিতর মহা বিবাদ উপস্থিত হয়।

শেষে উভয়েই নিজের স্বত্ব রক্ষার্থ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাল কাজকর্ম্ম ছিল, সুতরাং মকদ্দমার খরচে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। কনিষ্ঠ অতি শীঘ্রই দরিদ্র হইয়া পড়িলেন।

একদিন কনিষ্ঠ নিজের ক্ষয়িতাবশিষ্ট বিষয় বিক্রয় করিয়া উকিলের নিকট গিয়া করযোড়ে বলিলেন, "মহাশয়, আমার আর কিছুই নাই, যাহা শেষ বিষয় ছিল, বিক্রয় করিয়া এইমাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, ইহা লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া মকদ্দমায় যাহাতে আমার জয় হয় করুন।"

উকিল টাকা কম দেখিয়া ক্রোধভরে পা দিয়া টাকা ছড়াইয়া ফেলিলেন ও অবজ্ঞাসূচক বাক্যে উহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটী একটী করিয়া টাকা কুড়াইয়া লইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, "আমার দাদাকে আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ শত্রুর মত দেখিতেছি বটে, কিন্তু তিনি আপনার; আর এই উকিল, আমি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া যাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, সে পর। যাই আপনার লোকের কাছে যাই।" এই বলিয়া সেই রাত্রিতেই জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া তাঁহার নিকট দ্বার খুলিয়াদিবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ঘুমাইতেছিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার ছোট ভাই দ্বার খুলিতে বলিতেছেন, আমি খুলিয়া দি।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বারণ করিয়া বলিলেন, "সাবধান, দ্বার কিছুতেই খুলিও না, ও বোধ হয়, আমার প্রাণ নষ্ট করিবার জন্ত মনন করিয়া আসিয়াছে।"

ছোট ভাই কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন। "দাদা, আমায় ক্ষমা করুন, আমি আপনার মনে অনেক বাধা দিয়াছি। দ্বার খুলিয়া আমাকে আশ্রয় দেন।"

জ্যেষ্ঠের পত্নী আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, "না হয় তোমার ছোট ভাইয়ের হাতে আমাদের দুই জনের মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া যেমন দ্বার উন্মোচন করিলেন, অমনি ছোট ভাই ছুটিয়া আসিয়া

জ্যেষ্ঠের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "দাদা আমি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পরের উদর পোষণ করিয়াছি, আর আপনার মনে কতই ব্যথা দিয়াছি। দাদা, আমি মহা পাপিষ্ঠ, আপনি আমাকে ক্ষমা না করিলে আমার ইহ-কালও নাই, পরকালও নাই। আমার স্ত্রী পুত্র আপনার কাছে দিয়া আমি বিদেশে যাইব ঠিক করিয়াছি। উকিল যে টাকা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, আপনি এই টাকা লউন, আমি তীর্থে যাইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই অদ্ভুত ব্যাপারে চমকিত হইয়া ছোট ভাইকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আয় ভাই, আমার হারানিধি আয়। ভাই আমি থাকিতে তুই বিদেশে যাবি কেন? বরং আমার পুত্র নাই, এই আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোকে দিলাম, তুই স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে সংসার কর, আমরা স্ত্রী পুরুষে ৺ কাশীধাম যাইয়া ভগবানের সেবায় জীবন সার্থক করি।" এই বলিয়া ছোট ভাইকে জড়াইয়া ধরিয়া বড় ভাই যতই কাঁদেন, ছোট ভাই ততই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাইবার জন্য পাড়ার স্ত্রীপুরুষ সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া সকলের নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন।

পরদিন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা কনিষ্ঠকে সমস্ত বিষয় দানপত্র করিয়া দিলেন ও শুভদিন দেখিয়া নিজে উদারমতি স্ত্রীর সহিত ৺ কাশীধামে ধর্ম্মসাধনার্থ যাত্রা করিলেন।

বারাসাতের নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও কালীকৃষ্ণ মিত্র।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে প্রথমে যে সকল ছাত্র ডাক্তারি পাশ করিয়া বাহির হন, নবীনকৃষ্ণ মিত্র তাঁহাদের অগ্রগণ্য। ইঁহার চিকিৎসা-শাস্ত্রে এরূপ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল যে লোকে তাঁহাকে ধন্বন্তরি বলিয়া মানিত। কালীকৃষ্ণ ইঁহার কনিষ্ঠ। নবীনকৃষ্ণ নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বটে কিন্তু তিনি দেখিলেন "কালীকৃষ্ণ আমা অপেক্ষা বিদ্যাবত্তায় শ্রেষ্ঠ। যদি কালীকৃষ্ণকে কর্ম্মকাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি অভিলাষানুরূপ জ্ঞানোন্নতি করিতে পারিবেন না ও জ্ঞানানুরূপ কার্য্যও করিতে পারিবেন না।" এই ভাবিয়া তিনি কনিষ্ঠকে অর্থোপার্জ্জনের দিক্ হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করিয়া নিজে যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহার সমস্ত ব্যয়ের ভার কনিষ্ঠের উপর অর্পণ করিলেন। কালীকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানোপার্জ্জন ও অর্থের সদ্ব্যয়ে মনোনিবেশ করিলেন। যাঁহার মনের যেরূপ প্রবৃত্তি তদনুরূপ-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকের সহিতই তাঁহার আনুগত্য হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীচরণ সরকার এই দুই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তাঁহার বন্ধু হইলেন।

তাঁহাদের সময়ে সমাজের যে সকল অভাব ছিল, তাহার পূরণের জন্য এই তিন মহাত্মা বদ্ধপরিকর হইলেন। তিন জনেই বিলাসিতা কাহাকে বলে জানিতেন না। আপনারা কষ্টে থাকিয়া পরের কষ্ট কিসে নিবারিত হইবে, এই চেষ্টাতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। নবীনকৃষ্ণ যাহা উপার্জ্জন করিতেন কনিষ্ঠদ্বারা তাহার সদ্ব্যয় হইতেছে দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইতেন। "এমন বিদ্বান্ সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ

পরোপকারী ভাই আর কাহারও নাই” ভাবিয়া নবীনকৃষ্ণ যেমন অশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন, কালীকৃষ্ণও “দাদার মত ব্যক্তি ত্রিদিবদুর্লভ” ভাবিয়া নির্জ্জনে কত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। “সৎকার্য্যে দাদা বড় আনন্দ পান” ভাবিয়া দিবারাত্র, রোগীর শুশ্রূষা, আতুরের সান্ত্বনা দান, ক্ষুধাতুরের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিয়া বেড়াইতেন। কালীকৃষ্ণ নবীনকৃষ্ণের মত দাদা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বিদ্বজ্জনের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন ও স্বদেশে শিক্ষা-বিস্তার ও নানা বিষয়িণী উন্নতি করিয়া আপনাকে ও স্বদেশবাসীদিগকে সুখী করিতে পারিয়াছিলেন। কেবল যে তিনি ভদ্রবংশীয়দিগের শিক্ষা-বিস্তারের চিন্তা করিতেন এমন নহে, নিজে একটি প্রকাণ্ড উদ্যান রচনা করিয়া নানাদেশীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া, এমন কি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ জাত রুটিবৃক্ষ পর্য্যন্ত আনাইয়া তাহা রোপণ করিয়া কৃষকদিগকেও কৃষিকার্য্যে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যে দেশের এত উন্নতির দিকে চিত্তনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, সৌভ্রাত্র ব্যতিরেকে তাহা কিছুতেই ঘটিত না।

চারি ভাই।

এক ব্রাহ্মণের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাজে অর্থাৎ যাজন ক্রিয়ায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন, মধ্যম গাহনা বাজনা করিয়া বেড়াইতেন, তৎকনিষ্ঠ ধনুর্ব্বাণ লইয়া ধনুর্ব্বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, সর্ব্ব কনিষ্ঠ চাষের কাজ করিতেন।

কনিষ্ঠের চাষের আয়েই সংসার স্বচ্ছন্দরূপে চলিতে লাগিল। কনিষ্ঠের পত্নী দেখিলেন আমার স্বামীই শরীরপাত করিয়া সংসার

চালাইতেছেন, অন্যান্য বাবুরা কেবল আমোদ আহ্লাদ করিয়া গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়াইতেছেন। এই চিন্তায় কনিষ্ঠের পত্নীর মনে বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইল। তিনি আপন স্বামীকে পৃথক্ হইবার জন্য প্রতিরাত্রিতেই নিজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইয়া পৃথক্ হইবার অভিলাষ জানাইলেন। জ্যেষ্ঠ বলিলেন "উত্তম কথা, কিন্তু ছয় মাস পরে হইবে। কারণ আমার ইচ্ছা আছে, কয় ভাইয়ে একত্র হইয়া তীর্থ-ভ্রমণ করিব। তীর্থযাত্রার উদ্যোগ কর, ছয় মাস পরে তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পরস্পর ভিন্ন হইব।"

সকলেই জ্যেষ্ঠের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, ও শেষে শুভ দিন দেখিয়া পথের উপযোগী অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়া যাত্রা করিলেন।

তীর্থদর্শনে ও স্বদেশপ্রতিনিবর্ত্তনে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট রহিল। জ্যেষ্ঠ সহোদরগণকে বলিলেন, "বৎসগণ! অর্থ সমস্ত নিঃশেষ হইয়াছে, তবে এখন এই নিয়ম করা যাউক, এক ভাই এক দিন যাহা উপার্জ্জন করিবেন তাহাতেই আমাদের আহারাদি সম্পন্ন হইবে, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা সেই দিনেই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করা হইবে। পরদিন আর এক ভাই যাহা উপার্জ্জন করিবেন তাহা ঐরূপে ব্যয় করা হইবে।"

এই স্থির করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "আজ আমি উপার্জ্জনার্থ বাহির হইলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক ধনবানের বাটি উপস্থিত হইলেন। ধনবান্ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত করিয়াছেন। তাঁহারা ধনবান্‌কে যেরূপ আয়োজনের পরামর্শ দিয়াছিলেন ধনবান্ তদনুরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার্থ আনীত দ্রব্য সকল তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন একটী প্রধান দ্রব্যের অভাব রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও ব্রাহ্মণদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলেন। ইহাতে ধনী মহাসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ব্রতী করিলেন ও কার্য্য-সম্পাদনান্তে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপরাহ্নে ভ্রাতৃগণকে উপার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিলেন, তাঁহারা আহারার্থ উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট অর্থ কাঙালদিগকে বিতরণ করিলেন।

পরদিন মধ্যম ভ্রাতা উপার্জ্জনার্থ বাহির হইলেন। তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া এক ধনীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ধনিপুত্র সেই সময়ে গান অভ্যাস করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাগিণী আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না। মধ্যম ভ্রাতা ধনিপুত্রকে এমন একটী কৌশল শিখাইয়া দিলেন যাহাতে তাঁহার শীঘ্র আয়ত্ত হইয়া গেল। ধনিপুত্র মহাসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন।

মধ্যম ভ্রাতা এইরূপে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভ্রাতৃগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। সে দিনও আপনাদিগের আবশ্যক ব্যয়ান্তে কাঙালদিগকে বহু অর্থ বিতরণ করা হইল।

তৃতীয় দিবস তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর উপার্জ্জনের ভার পড়িল। তৃতীয় ভ্রাতা বাহির হইয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে একটা বাঘ গ্রামের অশেষ উপদ্রব করিতেছিল, তজ্জন্য এই কথা ঘোষিত হয়, "যিনি এই বাঘ মারিতে পারিবেন তাঁহাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

তৃতীয় ভ্রাতা এই সংবাদ পাইয়া বিষদিগ্ধ বাণ লইয়া বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাঘ্রের সন্ধান পাইলেন। ইনি ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ

ব্যুৎপন্ন ছিলেন, সুতরাং ব্যাঘ্র বধ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। ব্যাঘ্র শিকার করিয়া প্রতিশ্রুত পুরস্কার গ্রহণানন্তর ভ্রাতৃগণকে তাহা প্রদান করিলেন। সেদিনও আবশ্যক ব্যয়ান্তে দরিদ্রদিগকে অর্থ বিতরণকরা হইল।

পরদিন কনিষ্ঠের পালা পড়িল। এইদিন তাঁহারা নিজ দেশের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিন নিজগ্রামে পৌঁছিবার সম্ভাবনা রহিল।

কনিষ্ঠ চাষ ভিন্ন অন্য কিছুতেই অভিজ্ঞ নহেন। তিনি এক চাষার বাটী গিয়া মজুরি করিয়া চারি আনা মাত্র উপার্জ্জন করিলেন, তাহাই বাসায় আসিয়া ভ্রাতাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "ভগবান্ যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। এই চারি আনাতে জলযোগ করা যাউক। কল্য ত আমরা নিজ গৃহে পৌঁছিতেছি, এক দিন সামান্য আহারে কি আর কষ্ট হইবে?" এই বলিয়া সেই চারি আনায় যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পরদিন নিজগৃহে পৌঁছিলেন এবং অগ্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ভাই, ভিন্ন হইতে চাহ?"

কনিষ্ঠ দেখিয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন আর সকলেই যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে সমর্থ। তিনি তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "দাদা, আমায় ক্ষমা করুন, আমি আগে নিজের ক্ষমতা বুঝিতে পারি নাই, তাহাতেই আমার এমন দুর্ম্মতি হইয়াছিল। আপনি আমার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন।"

প্রভুপরায়ণতা।

(৪)

১। লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনবান্ রামদুলাল সরকার হাটখোলার দত্ত বাবুদের সরকার ছিলেন। তাঁহার বেতন ৫৲ টাকা ছিল। রামদুলাল সরকার কার্য্যনিপুণতায়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে ও প্রভুভক্তিতে দত্ত বাবুদের অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন।

একদিন একটা ডুবা জাহাজের নিলাম হইতে দেখিয়া রামদুলাল প্রভুর হইয়া নিলাম ডাকিতেছিলেন। শেষে রামদুলালের নামেই বিক্রয় মঞ্জুর হয়। মঞ্জুর হইবার পরেই এক সওদাগর রামদুলালকে লক্ষ টাকা লাভ দিয়া ঐ জাহাজ কিনিয়া লন। রামদুলাল বিনা খরচায় লক্ষ টাকা পাইয়া দত্ত বাবুদের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ টাকা দিলেন ও আনুপূর্ব্ব্য সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। দত্ত বাবুরা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহারা রামদুলালকে বলিলেন, "এ টাকা তোমার নিজের উপার্জ্জিত। ইহা আমরা কিছুতেই লইতে পারি না। ভগবান্ এ লক্ষ টাকা তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া তোমাকেই পুরস্কার দিয়াছেন। তুমি ঘরে লইয়া যাও।"

তখনকার লক্ষ টাকা এক্ষণকার দশ লক্ষ টাকার সমান। রামদুলাল ঐ টাকার কারবারে বড় মানুষ হইলেন বটে কিন্তু আপনাকে দত্ত বাবুদের ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে মাসে মাসে ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া বেতন লইতেন ও তাঁহাদের সম্মুখে ভৃত্যভাবে অবস্থান করিতেন।

রামদুলাল ও তাঁহার পরিবারবর্গ দত্তবাবুদের নিকট এরূপ ভৃত্যভাব

দেখাইতেন যে তাঁহার লোকান্তরে তাঁহার পুত্রবধূও ঐ ৫৲ টাকা বেতন-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থতা জানাইতেন।

২। মেকলে বঙ্গবাসীদিগের প্রতি অনেক দোষ আরোপ করিয়াছেন। তদনুসারে ইংলণ্ডে কোন ইংরাজের নিকট তাঁহার বন্ধু বাঙ্গালীদিগের অনেক নিন্দা করিতেছিলেন কিন্তু উক্ত ইংরাজ তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "বাঙ্গালীর প্রতি এরূপ দোষারোপ অন্যায়। আমি যখন কলিকাতায় রেলওয়ের কাজে নিযুক্ত থাকি তখন আমি দেখিয়াছি বাঙ্গালীরা বড়ই কৃতজ্ঞ।" বন্ধু বলিলেন "ইহা নূতন কথা শুনিলাম, আচ্ছা পরীক্ষা করিয়া আমাকে দেখাইয়া দিতে পার ?" ইংরাজ তাঁহার বন্ধুর বিশ্বাস তিরোহিত করিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা আমি রামগতি মুখোপাধ্যায়ের অনেক উপকার করিয়াছি। যতদিন কলিকাতায় ছিলাম তাহার কৃতজ্ঞতায় আমি মুগ্ধ ছিলাম।" বন্ধু বলিলেন "তখন তোমার নিকট আরও উপকার প্রত্যাশায় তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইত, আচ্ছা যদি এক্ষণে তোমার প্রতি- কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কোন চিহ্ন প্রকাশ করে তবে বুঝিব তাহার স্বভাব কৃতজ্ঞতাপূর্ণ।" ইংরাজ সেই ক্ষণেই রামগতি মুখোপাধ্যায়কে পত্র লিখিলেন, "রামগতি! আমি দৈন্যদশায় পড়িয়াছি, তুমি যদি আমার সাহায্য কর, বড়ই উপকৃত হইব।" রামগতি উপকারীর পত্র পাইয়া অত্যন্ত ভাবিত হইলেন এবং বন্ধুদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন "আপাততঃ এক্ষেত্রে কিছু অধিক মুদ্রা প্রেরণ করা যাউক, পরে মাসে মাসে বেতন হইতে তাঁহার উপযোগী মুদ্রা রীতিমত পাঠাইতে থাকিব।" এই স্থির করিয়া ইংরাজকে পত্র লিখিলেন "আপনি আমাকে যে ঋণপাশে বদ্ধ করিয়াছেন সে ঋণ শুধিবার সামর্থ্য নাই, আপাততঃ এই মুদ্রা পাঠাইতেছি। পরে মাসে মাসে সঙ্গতিরূপ সাহায্য পাঠাইব।" ইংরাজ তাঁহার বন্ধুকে পত্র দেখাইয়া বলিলেন,

"বন্ধো, কৃতঘ্ন বাঙ্গালীর পত্র পাঠ কর।" বন্ধু তাঁহার বাক্যের সত্যতার প্রমাণ পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন এবং এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, যে টাকা রামগতি পাঠাইয়াছিলেন তাহা দ্বিগুণিত করিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

৩। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর রাজবাটীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার বেতন ১০০৲ টাকা মাত্র ছিল। তাঁহার সচ্চরিত্রতায় ও কার্য্যদক্ষতায় রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যদক্ষতা এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিল যে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে ৩০০৲ টাকার একটী কর্ম্ম দিতে চাহিলেন। রায় কার্ত্তিকেয় সামান্য অর্থের খাতিরে রাজাকে ত্যাগ করা পাপ বিবেচনা করিলেন। শেষে ৫০০৲ টাকার একটী কর্ম্ম লইবার জন্য অনুরোধ উপস্থিত হইল। এ প্রলোভনেও তিনি অটল রহিলেন। "যাঁহা দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি অর্থের খাতিরে তাঁহাকে ত্যাগ করা কৃতঘ্নের কার্য্য" মনে করিতে লাগিলেন। রাজা দেওয়ানের সদাচারে মহা সন্তুষ্ট হইলেন এবং যথাসাধ্য যে কেবল বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন তাহা নহে, ধর্ম্মতঃ রাজা নিজে তাঁহার অধীন হইয়া পড়িলেন। দেওয়ানজীর গান বলিলে যাঁহাকে বুঝায়, ইনি সেই দেওয়ানজী।

প্রভুপরায়ণতা।

৪। ঢালি-স্ত্রী

হুগলি জিলায় এক ধনবান্ গৃহস্থের বাটীতে ডাকাইতি হয়। গৃহস্থের নিযুক্ত এক ঢালী সন্নিকটে বাস করিত। সে জানিতে পাইবামাত্র সশস্ত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ ডাকাইত আক্রমণ করিল, কিন্তু একাকী

হওয়াতে বিশেষ আহত হইয়া ছুটিয়া নিজের কুটীরে উপস্থিত হইল। এবং পিপাসায় কাতর হইয়া নিজ বনিতার নিকট জল চাহিল। স্ত্রী স্বামীকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া সক্রোধে বলিল "কি! পুরুষ মানুষ হইয়া প্রাণ থাকিতে ছুটিয়া আসিলে? গৃহস্থ এত দিন যে তোমাকে অন্ন দিয়াছেন তাহার ঋণ শোধ দিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকাইতগণের হস্তে দিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে আসিলে? যাও তোমাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে না। এতদিন যাঁহাদের অন্নে যে প্রাণ রক্ষা করিয়াছি সেই প্রাণ আজ তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিব" এই বলিয়া কটিদেশ বন্ধন করিল এবং খড়্গ মাত্র সম্বল করিয়া ডাকাইতগণের মধ্যে সিংহনাদ সহ অবতীর্ণ হইল। স্বামীও বনিতার অমানুষিক সাহসে চতুর্গুণ সাহসী হইয়া তাহার অনুগামী হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ডাকাইতদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে কেহ ভয়ে, কেহ কুসংস্কার বশতঃ কেহবা প্রহার যাতনায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গৃহ বিপদ্‌মুক্ত হইল। এক্ষণে গৃহস্থ ঢালীর স্ত্রী ও ঢালী নীচ বংশজ হইলে কি হইবে তাহাদিগকে কোথায় রাখিয়া যে তৃপ্ত হইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের সহিত তাহাদের চরণপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাদিগকে তাহাদের নিকট চির ঋণপাশে আবদ্ধ করিলেন।

কৰ্ত্তব্যপরায়ণতা।

(৫)

মহানগরীর মিউনিসিপালিটিতে এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তিনি অনাদায় টেক্স আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হন। একদিন তিনি টাকা আদায়ের বিলগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিতে

পাইলেন উক্ত মিউনিসিপালিটীর এক মাননীয় কমিশনরের অনেক দিনের ট্যাক্স অনাদায় রহিয়াছে। আপিসের পুরাতন কর্ম্মচারী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন কেহই উক্ত কমিশনরের কোপে পড়িবার ভয়ে ট্যাক্স আদায় করিবার যে সমস্ত উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিতে সাহস করেন না।

নূতন কর্ম্মচারী চেয়ারম্যান্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একটী হুকুমনামা বাহির করিয়া দুইজন অনুচর সহ সেই মাননীয় কমিশনরের বাটী উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও অনাদায় ট্যাক্স তিনি কিরূপে আয়াস ব্যতিরেকে দিতে পারিবেন তাহা জিজ্ঞাস করিলেন। কমিশনর বাবু ট্যাক্স দিতে একেবারেই অনভ্যস্ত সুতরাং হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কর্ম্মচারী বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার এক প্রকার মনিব, আপনি আমার প্রতি বিরূপ হইলে আমার কর্ম্ম যাইবার সম্ভাবনা বুঝিতেছি কিন্তু কিরূপে নিজ কর্ত্তব্যপালনে ঔদাস্য প্রকাশ করিব? আপনি যেমন সুবিধা মনে করেন মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু দিয়া আপনার দেয় ট্যাক্স চুকাইয়া দিবেন।"

এই বাক্যে কমিশনর বাবু ক্রোধে অধীর হইয়া দ্বারবান্‌কে আজ্ঞা করিলেন "এই বিট্‌লে বামনকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দেও।"

এই বাক্যে কর্ম্মচারী চেয়ারম্যানের হুকুমনামা বাহির করিলেন ও দুই অনুচরকে আজ্ঞা করিলেন "বাবুর আস্তাবল হইতে গাড়ি টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া চল্।" অনুচরদ্বয় এই আদেশ শুনিয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া কর্ম্মচারীকে বলিতে লাগিল, "বাবু, কাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন? উনি যে আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা। উহাঁর রোষে পড়িলে আমাদিগকে কি আর চাকরী করিতে হইবে? আমরা সপরিবারে

অনাহারে মরিব।” কর্ম্মচারী ভীরু অনুচরদ্বয়কে উপেক্ষা করিয়া নিজে আস্তাবলে প্রবেশ করিলেন ও গাড়ি ধরিয়া টানিয়া রাস্তায় বাহির করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “মহাশয় আপনি জানেন, কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে গিয়া এক দ্বার বন্ধ হইলে ভগবান্ শত দ্বার খুলিয়া দেন? আপনি কি ভাবিতেছেন আপনি আমার চাকুরি নষ্ট করিয়া আমাকে ভীত করিবেন? এই দেখুন আমি স্বয়ং আপনার গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইতেছি, কে আমার গতি রোধ করিতে পারে করুক, আমি অনুচরদিগের সাহায্যের অপেক্ষা করিতে চাহি না।”

কমিশনর বাবু ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, যেন শত মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্য পালনার্থ যে উদ্যম তাহাতে বিঘ্ন দিতে পারে এমন কেহই নাই।

কমিশনর বাবু পরশুরামের ন্যায় ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর তেজস্বিতা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ বিনয় অবলম্বন করিয়া ভ্রাতৃসম্বোধনে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মাননা করিলেন, ও অনাদায় ট্যাক্স দিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী বিদায় গ্রহণ করিয়া উহাঁর ভয়ে মিউনিসিপালিটীর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, হটাৎ একদিন শুনিলেন উক্ত কমিশনার বাবু মিউনিসিপালিটীর সভাস্থলে উহাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণতার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া উহাঁর বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

কর্ত্তব্য পালনে অনুরাগ।

(৫)

২। কলিকাতার এক কাঠের দোকানে এক যুবক বিল-সরকারের কাজ করিতেন। তিনি অনাদায় বিলগুলি লইয়া দেনদারদিগের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া চুক্তিমত টাকা আদায় করিতেন।

একদিন এক ধনবানের বাটীতে বিলের টাকা আদায় করিতে যান। ধনবান্ বিল সরকারকে দেখিয়া বিরক্ত ভাবে তাঁহাকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। বিলসরকার বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়, কোন্ তারিখে আসিলে টাকা পাইবার সম্ভাবনা ?" ধনবান এই বাক্যে আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া, "কি ? তাগাদা আরম্ভ করিয়াছ ?" এই বলিয়া তাঁহার গলে হস্ত দিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিলেন ও উপানহে তাঁহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। বিল সরকার পড়িয়া পড়িয়া প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন ও শেষে প্রহারাবসানে গাত্রোত্থান করিয়া, নিজের অঙ্গের ও বস্ত্রের ধূলি ঝাড়িলেন ও হাত দুই খানি জোড় করিয়া ধনবানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হুজুর ! প্রহার ত যথেষ্ট দিয়াছেন, কিন্তু টাকাটা কবে দিবেন বলিয়া দিন।"

ধনবান্ এবারে ক্রোধের পরিবর্ত্তে বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার উচ্চ অহংকৃত মস্তক একেবারে নত হইয়া গেল। তিনি লজ্জায় মুখ কোথায় যে লুকাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি অনুশোচনায় কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন "সাধো, বিশেষ পুণ্য না থাকিলে তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী মিলে না। আর তোমাকে বিল সরকারী কাজ করিতে হইবে না।

আমার আপিসে তোমাকে আপাততঃ যে কাজের জনাই লইনা কেন, যতদিন তোমাকে উচ্চ পদে না বসাইতে পারিব ততদিন আমার আহার নিদ্রা সুখে হইবে না। তোমার মত কর্ম্মচারী যেখানেই থাকিবে সেখানকার হাওয়া পর্য্যন্ত বদলাইয়া যাইবে।"

বলা বাহুলা, বিল-সরকার আর এক্ষণে বিল-সরকার নাই, তিনি এক্ষণে একজন মাননীয় ব্যক্তি।

পতি-দেবতা।

প্রসন্না।

(৬)

কলিকাতার সীমার নারিকেল ডাঙ্গায় ভোলানাথ নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। ভোলানাথ কলিকাতায় চিনাবাজারে কোন দোকানে ৫০৲ টাকা বেতনে চাকুরি করিত। সংসারে তাহার যোড়শ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী, নাম প্রসন্না; আর একটী ভগিনী ও ভাগিনেয় ছিল।

ভোলানাথ কুসংসর্গে পড়িয়া পল্লীস্থ কোন একটী রমণী লইয়া কলিকাতায় চিৎপুরে বাসা করিয়া বাস করিতে লাগিল। স্ত্রীর ও ভগিনীর কোনও সংবাদ লইত না। বেতন যে ৫০৲ টাকা পাইত তাহার এক পয়সাও বাটীতে দিত না।

কুচরিত্র লোকের সকল দিকেই অসুবিধা ঘটে। কর্ম্মস্থলে অনবরত অনুপস্থিত থাকাতে শেষে চাকুরীতে জবাব হইল। যখন নিজের চলা ভার হইল তখন ভোলানাথ একদিন বাটী আসিয়া উপস্থিত। বাটী উপস্থিত হইলে পত্নী আসিয়া অশেষ যত্ন করিয়া পদধৌত করিয়া দিল ও "অনেক দিন পরে নিজ হস্তে পাক করিয়া স্বামীকে আহার করাইব" ভাবিয়া পাকের ব্যবস্থা করিতে চাহিল।

ভোলানাথ বলিল "আমি কখনই কিছুই খাইব না, তবে যদি তোর হাতের বালা আমাকে খুলিয়া দিস তাহা হইলে আহার করিতে পারি।"

পত্নী তৎক্ষণাৎ হাতের বালা খুলিয়া দিল, ভোলানাথ আহার করিয়াই পূর্ব্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ভোলানাথের ভগিনী প্রসন্নাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তুই যদি এইরূপে সমস্ত গহনা খুলিয়া দিবি তবে তোর উপায় কি হইবে?" প্রসন্না চুপ করিয়া থাকিত, কোনও উত্তর দিত না।

আর এক দিন ভোলানাথ আসিয়া চাহিবামাত্র প্রসন্না হাতের তাগা খুলিয়া দিল। ভোলানাথ পত্নীর অশেষ যত্ন অগ্রাহ্য করিয়া তাগা লইয়া পলায়ন করিল।

এই দিন উহাদের ঠাকুরপুত্র আগমন করেন। ভোলানাথের ভগিনী ভোলানাথের স্ত্রীর নির্ব্বুদ্ধিতার অভিযোগ করিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়, বৌকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, ভোলানাথ চাহিবামাত্র আপন গহনাগুলি খুলিয়া দেয় কেন?"

ঠাকুরপুত্র বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! তুমি কেন এমন কাজ কর?"

প্রসন্না হাত দুইখানি যোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়, আপনিও এই কথা বলিবেন? আমি কার জিনিস কারে দি? পিতা আমাকে আমার স্বামীর হাতে দান করিয়াছেন, আমার গহনা ও আমি সমস্তইত আমার স্বামীর। তাঁর জিনিস তাঁকে দিব না?"

ঠাকুর মহাশয় প্রসন্নার বাক্যে লজ্জিত হইলেন, তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন "আমি ধন্য, যে আমি প্রসন্নার ঠাকুর মহাশয় বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে পারিব।"

ভোলানাথের ভগিনী প্রসন্নার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ক্রোধভরে সন্তান

লইয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন, প্রসন্না একাকিনীই সেই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল।

ক্রমে যখন প্রসন্নার গহনা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইল, তখন একদিন ভোলানাথ আসিয়া বলিল, "বাটীর পাট্টাখানা দে ?" প্রসন্না পাট্টা বাহির করিয়া দিল, ভোলানাথ জলের দামে বাটী, ভদ্রাসন সমস্ত বিক্রয় করিয়া গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিল। যাহাকে বিক্রয় করিল, সে বাটী দখল করিল ও প্রসন্নাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

প্রসন্নার বাপের বাটীর কেহ ছিল না, সুতরাং একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িল। ভোলানাথের ভগিনী উহাকে ফেলিয়া যাওয়াতে, প্রসন্না এতদিন তৈজস পত্র, খাট পালঙ্গ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া চালাইতেছিল, এক্ষণে অনাহারেও যে ঘরে পড়িয়া থাকিবে সে উপায়ও রহিল না। প্রসন্না পথের ভিখারিণী হইল।

"ঘরের বাহির হইয়া কোথায় যাই" ভাবিয়া প্রসন্না আকুল হইল। সন্ধ্যার সময় কলিকাতা অভিমুখে চলিতে চলিতে শেষে সাতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে আসিয়া উপনীত। "অমুক সেন আমার এক প্রকার মামা হন, সুতরাং তাঁহার বাটীতেই যাই," বলিয়া সাতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে উহাঁর বাটীতে গমন করিল।

বাটীর কর্ত্রী "অন্ধকারে একটী বালিকা কোথা হইতে আসিল" জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেগো বাছা! কারে অন্বেষণ কর ?" প্রসন্না নিজের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল, "মামি! আমি আসিয়াছি ?" "প্রসন্ন! তোর কষ্ট শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত, তা বাছা তুই এখানে থাক্।"

প্রসন্না আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল। পরদিন মাতুলানীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মামি, তুমি ঝা ও রাঁধুনী দুই রাখিতেছ কেন ? আমি সমস্ত কাজ করিব, তোমার চাকরাণীর জন্য খরচ করিতে হইবে না।"

মাতুলানী সম্মত না হইলেও প্রসন্না প্রতিবেশীর গৃহে চাকরাণীর চাকুরী স্থির করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল ও নিজে চাকরাণীর কাজ করিতে লাগিল।

এদিকে ভোলানাথ যেখানে থাকিত সে স্থান হইতে তাড়িত হইয়া শীর্ণদেহে মলিন বস্ত্রে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া প্রাণধারণ করিতে বাধ্য হইল। একদিন তাহার মনে হইল, "আমার পত্নী কোথায় আছে অন্বেষণ করি। সেও বোধ হয় আমার ন্যায় পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে!"

ভোলানাথ সন্ধান পাইল, তাহার স্ত্রী সেন মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিতেছে। জানিতে পারিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে তাঁহার বাটীর ধারে যে পুষ্করিণী ছিল (যাহা এক্ষণে বুজান হইয়াছে) তাহার নিকটে গিয়া দেখে, শীর্ণদেহা পত্নী বাসন মাজিতেছে। দেখিয়া ভোলানাথের প্রাণ ফাটিয়া গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু পত্নী তাহাকে দেখিতে পাইল না, কারণ সে মুখ হেঁট করিয়া বাসন মাজিতেছিল এবং নিজের ও স্বামীর বিষয়ই ভাবিতেছিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখে, শীর্ণ মলিনবসনধারী স্বামী সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়াই বাসনগুলি তাড়াতাড়ি ধুইয়া লইল ও স্বামীকে আগ্রহের সহিত আহ্বান করিয়া সেন মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেল। সকলেরই আহারাদি হইয়াছিল, কেবল প্রসন্নার আহার হয় নাই। অন্ন বাড়িয়া রাখা হইয়াছিল। সেন মহাশয় আপিসে বাহির হইয়াছিলেন, কর্ত্রী নিদ্রা যাইবার জন্য উপরে গিয়াছিলেন।

প্রসন্না নীচের একটা ঘরে, যেখানে ঘুঁটে কাঠ ইত্যাদি রাখা হইত, তাহা পরিষ্কার করিল ও তথায় আসন দিয়া, পদধৌত করিয়া পাখার বাতাসে স্বামীকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিল, শেষে নিজের আহারার্থ সজ্জিত অন্নের থালা স্বামীর সম্মুখে দিল।

ভোলানাথ আহার করিলে, প্রসন্না তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল, ভোলানাথ অনেক কষ্টের পর এই পরিচর্য্যা পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

রাঁধুনী প্রসন্নাকে বলিল, "কাহাকে নিজের অন্নথালা ধরিয়া দিলি? তুই এখন নিজে কি খাবি?" প্রসন্না বলিল "আমি রাত্রিতে আহার করিব।"

রাঁধুনী গৃহের কর্ত্রীর নিকট গিয়া সমুদয় নিবেদন করিল। কর্ত্রী প্রসন্নাকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে নিজের ভাত গুলি খাওয়াইলি?" প্রসন্না মুখ হেঁট করিয়া রহিল। কর্ত্রী বলিলেন, "ভুলু বুঝি আসিয়াছে? আচ্ছা ভুলুকে যত্ন ক'রে এইখানেই রাখ্।"

পরদিন প্রসন্না বলিল, "মামি! আমাদের দুইজনের ভার নিতে পারিবে কেন? রাঁধুনী রাখিবার প্রয়োজন নাই, আমি রাঁধুনী ও. চাকরাণী উভয়েরই সমস্ত কাজ করিব।" কর্ত্রী স্বীকার না করিলেও প্রসন্না রাঁধুনীকে সরাইয়া দিল ও নিজে সমস্ত কাজ করিতে লাগিল।

একদিন প্রসন্না ভোলানাথকে বলিল, "দেখ, ঠাকুর মহাশয়কে সংবাদ দেও। তিনি আসিয়া আমাদিগকে দীক্ষা দিয়া আমাদের দেহশুদ্ধি করুন।" ঠাকুর মহাশয় আসিলেন, প্রসন্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব! আমাদিগকে মন্ত্র দিতে কি খরচ পড়িবে?" ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "তোমার কিছুই খরচ হইবে না, অপারকের পক্ষে খরচ নাই, কেবল তুলসী ও পুষ্প সংগ্রহ করিয়া রাখিও আমি নারায়ণ পূজা করিয়া মন্ত্র দিয়া যাইব।" প্রসন্নার মামী শুনিতে পাইয়া যথারীতি খরচ পত্র করিয়া মন্ত্র দেওয়াইলেন।

মন্ত্র-গ্রহণানন্তর একদিন প্রসন্না ভোলানাথকে বলিল, "এখন ত জাতের ভাবনা রহিল না, টাকা যতই কম হউক, একটা চাকুরি যোগাড় করিয়া লও।" ভোলানাথ আহারান্তে চীনাবাজারে ঘুরিতে লাগিল ও শেষে উপস্থিত ৮৲ টাকা বেতনের এক চাকুরি যোগাড় করিল।

ক্রমে উহাদের শুভদিন আসিতে লাগিল, ভোলানাথের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া তাহার প্রভু তাহার বেতন ২০৲ টাকা করিয়া দিলেন। ভোলানাথ এক্ষণে সেন মহাশয়ের বাটীর ধারে একটু স্থান ভাড়া করিয়া তাহাতে গোলপাতার ঘর একখানি তুলিল। তৎকালে কলিকাতার মধ্যে গোলপাতার ঘর বাঁধিবার নিয়ম ছিল।

দুই এক বৎসরের মধ্যেই উহাদের অবস্থা আরও একটু ভাল হইল, তখন ভোলানাথ নারিকেলডাঙ্গায় নিজের ভিটার ধারে বাটীর পত্তন করিল ও সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইল। প্রসন্নার একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মিল। প্রসন্না সময়ে কন্যা ও পুত্রদিগের বিবাহ দিল, কন্যার একটী কন্যা হইল তাহা দেখিল ও শেষে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী পুত্র কন্যাদি রাখিয়া, স্বামীর চরণের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া শুভক্ষণে মানবলীলা সংবরণ করিল। ভোলানাথ এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্ত্রীরত্ন হারাইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িল। অশ্রুতে সর্ব্বদাই গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভোলানাথকে অধিক দিন কাঁদিতে হইল না, ভগবান্ যে রাজ্যে প্রসন্না গিয়াছে, সেই রাজ্যে টানিয়া লইলেন।

(৬)

বিধুমুখী ভদ্রবংশের কন্যা। দ্বাদশবর্ষ বয়সে বিধুমুখীর পিতা তাহার বিবাহ দেন। বিধুমুখী শ্বশুরালয়ে শ্বশুরঘর করিতে লাগিল, কিন্তু স্বামী মাতাল হওয়াতে অনেক সময়ে অনেক কষ্ট পাইতে হইত। বিধুমুখীর চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে একদিন স্বামী এমন প্রহার করেন, যে সে সহ্য করিতে না পারিয়া কলিকাতায় ঝামাপুকুরে পিত্রালয়ে পলাইয়া আসিল। পিত্রালয়ে বিধুমুখীর পিতা ভিন্ন অন্য আপনার কেহ ছিলেন না। পিতার স্বভাব মন্দ হইয়া গিয়াছিল, অবস্থাও অতি হীন হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের স্বভাবও ভাল বোধ হইল না। তাঁহার বাটীর বাহিরের একটা ঘরে যে একটা প্রৌঢ়া রমণী ভাড়াটিয়া ছিল তাহারও স্বভাব ভাল বলিয়া মনে হইল না।

বিধুমুখী অপার চিন্তায় পড়িল। "তাইত কোথায় আসিয়াছি!" [illegible]

[illegible] উঠিতেছে না?" দরজা খুলিয়া দেখা গেল শয্যা পড়িয়া আছে, বিধুমুখী ঘরে নাই।

"কোথায় গেল কোথায় গেল, খোঁজ খোঁজ," মাসীর বাড়ী, পিসীর বাড়ী খুঁজিয়া আসা হইল, কোন স্থানেই বিধুকে দেখিতে পাওয়া গেল না। একজন বলিল, "উহার শ্বশুরবাড়ীতে খবর দেওয়া উচিত, কারণ তাহাদের বধূ, তাহারা শেষে কি বলিবে?"

এই কথায় একজন বৌবাজারে বিধুর শ্বশুরালয়ে ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া দেখে বিধু রাঁধিতেছে। ঐ ব্যক্তি বিধুকে

দেখিতে পাইয়া "আরে বিধু, তুই এখানে আসিয়াছিস্, আমরা চারি দিকে খুঁজিয়া মরিতেছি!" এই বলিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। বিধুমুখী সাশ্রুনয়নে বলিল, "আমার স্বামী এখানে প্রহার করিয়া প্রাণসংহার করিলেও আমি এইখানেই মার খাইয়া পড়িয়া থাকিব। স্বামীর প্রহারে আমার মৃত্যু হইতে পারে বটে, কিন্তু আমাকে ত নরকে যাইতে হইবে না! স্বামী নারীর পরম দেবতা। তাঁহার স্থানই নারীর স্বর্গস্থান। মারিয়া ফেলিবার সময় সেই স্বর্গে থাকিয়া পরম দেবতার চরণ ত দেখিতে পাইব! ইহা অপেক্ষা নারীর ভাগ্য আর কি হইতে পারে? আমি ছেলে মানুষ তাই মারের ভয়ে স্বর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম।"

গৃহলক্ষ্মী।

(৭)

কলিকাতা নগরে এক সুশিক্ষিত যুবক বাস করিতেন। তাঁহার মনোরম মূর্ত্তি, সাধু প্রকৃতি, বংশমর্য্যাদা ও বিদ্যাবত্তা থাকাতে এক ধনবান্ নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। যুবক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এক আপিসে ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরী গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় এক বাসা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে যখন ছুটি পাইতেন, শ্বশুরালয়ে গিয়া পত্নীকে দেখিয়া আসিতেন।

একদিন পত্নী স্বামীর নিকট নিবেদন করিলেন, "আমার আর পিত্রালয়ে থাকা ভাল দেখায় না। আমাকে তোমার বাসায় লইয়া রাখ।"

ধনবানের কন্যা হইয়া স্বামার সুখ-দুঃখের ভাগ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে স্বামী প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না, অবিলম্বে এক

গৃহস্থের বাটীর একটি ঘর ভাড়া করিয়া একটি চাকরাণী ও একটি পাচিকা নিযুক্ত করিয়া পত্নীকে আনয়ন করিলেন।

পত্নী আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, "চাকরাণী ও পাচিকার প্রয়োজন নাই। আমি রন্ধনাদি সমস্ত কাজ করিব, তুমি বাজারটা করিয়া আনিতে পারিবে না?" স্বামী দেখিলেন "ধনবানের কন্যা হইয়া যদি রাঁধিতে পারেন ও বাসার সমস্ত কাজ করিতে পারেন, আমি নির্ধনের সন্তান হইয়া বাজারটা আর করিতে পারিব না?" অগত্যা বাজার করিতে সম্মত হইলেন। পত্নী চাকরাণী ও পাচিকা ছাড়াইয়া দিলেন।

যে গৃহস্থের বাটীতে একটি ঘর ভাড়া লইলেন, সেই গৃহস্থের বৃহৎ পরিবার থাকাতে অনেক ভাত ফেলা যাইত। পত্নী দেখিলেন পিত্রালয় হইতে যদি একটি নবপ্রসূতা গবী আনাইতে পারি তাহা হইলে তাহার খোরাকের খরচ অধিক হইবে না। গৃহস্থের যে ভাত ফেলা যায় তাহাতেই গরুর প্রতিপালন সহজেই হইবে। এই ভাবিয়া পিত্রালয় হইতে একটি নবপ্রসূতা দুগ্ধবতী গবী আনাইলেন। খড় ও খৈলের ব্যয় অতি যৎসামান্য হইতে লাগিল।

গাভীটীর দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে হওয়াতে তাহাতে দধি, ছানা, মাখন, ঘৃত ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ও অল্পব্যয়ে ধনবানের মত সংসার চালাইতে লাগিলেন। সংসারে বাজে খরচ একেবারেই ছিল না। রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালাইবার প্রয়োজন হইত না। সন্ধ্যার মধ্যেই সমস্ত আহারীয় প্রস্তুত করিয়া লইতেন। স্বামী আপিস হইতে আসিলে তাঁহার আহারাদি সম্পাদন করিবার জন্য যতক্ষণ প্রদীপের প্রয়োজন হইত তদ্ভিন্ন আর অন্য সময়ে প্রদীপ জ্বলিত না।

স্বামী প্রতি মাসে যে ত্রিশটি টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিতেন তাহার সমস্ত খরচ হইত না, অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

একদিন পত্নী শুনিলেন বাসার পার্শ্বে একখণ্ড ভূমি বিক্রীত হইবে। জমির মূল্য সস্তা বলিয়া মনে হওয়াতে তিনি নিজের অঙ্গে যে গহনা ছিল, তাহা বলয় বাদে সমুদয় স্বামীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই গহনা বিক্রয় করিয়া আন, এই টাকায় ও আমি যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি তাহাতে এই ভূমি ক্রয় করা হইবে ও একটি একতলা ঘর প্রস্তুত হইতে পারিবে। সময়ে ইহাকে ক্রমে ক্রমে দ্বিতল করা যাইবে।"

স্বামী বলিলেন, "আমি একে ত কিছুই গহনা গড়াইয়া দিতে পারিতেছি না, তোমার যাহা আছে তাহা নষ্ট করিব?" পত্নী বলিলেন "আমার গহনা পরে হইবে এমন সুবিধা ছাড়িতে নাই।"

স্বামী অগত্যা বনিতার বাক্যে সম্মত হইয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিলেন ও তাহার মূল্য পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পত্নী অর্থ লইয়া স্বামী দ্বারা দর করাইয়া জমি কিনিলেন ও তাহাতে গৃহের ভিত্তি স্থাপন করাইলেন। অল্প দিন মধ্যেই বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মিত হইল ও গৃহপ্রবেশ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ক্রমে দুই একটী সন্তানমুখ দেখিলেন। স্বামীর বেতন বৃদ্ধির সহিত গৃহ দ্বিতল আকার

ধারণ করিল। সকল কার্য্যই [illegible] অভাব নামমাত্রও ছিল না বলিয়া, কখনও অভাবজনিত কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।

এক্ষণে তিনি যে কেবল ধনবানের কন্যা তাহা নহেন, ধনবানের পত্নী ও ধনবানের জননী।

লব্ধধনে বিরাগ।

(৮)

পদ্মা নদীর নিকট এক বৰ্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণের ইষ্টকের গৃহ ছিল। এক দিন পাড় ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণের গৃহ জলসাৎ হয়। ব্রাহ্মণ তদবধি নিরাশ্রয় হইয়া বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করেন। একদিন এক মোদকের দোকানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিয়া দেখিতে পাইলেন তাঁহার ভগ্ন-গৃহের সমস্ত কড়িকাঠ মোদকের দোকানের নিকট পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণ মোদককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, তোমার দোকানে এ সব কাষ্ঠ কোথা হইতে আসিল?" মোদক বলিল, "পদ্মায় ভাসিয়া যাইতে-ছিল, আমি অনেক যত্নে এই কাঠগুলি উদ্ধার করিয়াছি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই কড়ি কয়খানি আমার ছিল, এক্ষণে তুমি যখন পাইয়াছ তখন তোমারই। ইহা যে আমার তাহার প্রমাণ দিতেছি," এই বলিয়া একটা কড়ির মাথা একটু কাটিতে বলিলেন। মোদক যেমন কড়ির মাথাটী কাটিল অমনি তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি মোহর বাহির হইল। মোদক দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিল, "ঠাকুর, আপনার মোহর আপনি গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ কিছুতেই সম্মত না হইয়া বলিলেন, "ভদ্র এ ধন তোমারই। আমি তোমার গচ্ছিত ধন এতদিন রক্ষা করিয়াছি।" ময়রা বলিল, "তবে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ স্বীকার পাইলে, মোদক বড় বড় সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকের মধ্যে ৩।৪ টা মোহর পুরিয়া সেই মিষ্টান্নগুলি ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিল। ব্রাহ্মণও তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

সন্দেশ হস্তে ব্রাহ্মণ যখন নদী পার হন, তখন নৌকার মাঝী ব্রাহ্মণকে বলিল, "ঠাকুর, তুমি অনেক দিন আমাকে পারাণির পয়সা দেও নাই, অদ্য দিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আজিও পয়সা নাই,

তবে এই সন্দেশগুলি পয়সার পরিবর্ত্তে গ্রহণ কর।" মাঝী মিষ্টান্ন লইয়া ভাবিল "এতগুলি মিষ্টান্ন লইয়া কি হইবে? যাই ময়রার দোকানে বিক্রয় করিয়া পয়সা লই।" এই বলিয়া সেই সমস্ত মিষ্টান্ন সেই পূর্ব্ব মোদকের দোকানে আনয়ন করিল। মোদক দেখিয়া চিনিতে পারিল, 'সেই ব্রাহ্মণের মিষ্টান্ন।' তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এত সন্দেশ কোথায় পাইলে?" মাঝী বলিল, "এক ব্রাহ্মণ পারাণির পয়সা পাওনা থাকাতে এই সন্দেশ দিয়াছেন।"

মোদক অবাক্ হইয়া রহিল। "ব্রাহ্মণ যে বলিয়া গিয়াছেন এ ধন তোমারই, ইহা সপ্রমাণ হইল" মনে করিয়া সাদরে সেই মোহরগুলি গ্রহণ করিল ও সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইল।

গচ্ছিত রক্ষা।

সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়।

(৯)

মহোদয় সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এক ধনশালী জমিদারের কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও বিশ্বাস করিতেন। একদিন জমিদারের হঠাৎ মৃত্যু হয়। নাবালক পুত্রদের বিষয় রক্ষার ভার গভর্ণমেণ্ট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের উপর অর্পণ করেন। তদনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও অপর আমলাদের নিকট হইতে সমুদায় হিসাব পত্র ও বিষয় বুঝিয়া লন। যখন সমস্ত হিসাব পত্র শেষ হইয়া গেল তখন সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় তাঁহার নিকট গচ্ছিত পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা ও মহামূল্য ঘড়ি ও চেন ম্যাজিষ্ট্রেটের করে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এ টাকা লেখা পড়ার ভিতরে নাই। প্রভু মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার নিকট অন্যের অজ্ঞাতসারে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন, অতএব ইহাও গ্রহণ করুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব "একজন সামান্য বেতনভোগী বাঙ্গালী এরূপ নির্লোভ হইতে পারেন" ভাবিয়া অনেকক্ষণ নিষ্পন্দভাবে সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের মুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। উচ্চবিচারক জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ যেমনি উক্ত বিষয়ে অধ্যক্ষতা হইতে অবসর লইলেন অমনি তিনি সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়কে বিষয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া আপনার গুণগ্রাহিতার সবিশেষ পরিচয় দিতে বিলম্ব করিলেন না।

গচ্ছিত রক্ষা।

রহিম্ বক্স্

(১)

কলিকাতায় বড়বাজারে একটী তাঁতী একটী ক্ষুদ্র স্থান ভাড়া করিয়া দোকানদারদিগের নিকট হইতে কাপড় লইয়া খুচরা বিক্রয় করিত। সন্ধ্যার সময় যে সকল বস্ত্র অবিক্রীত থাকিত তাহা দোকানদারদিগের নিকট প্রত্যর্পণ করিত ও বিক্রীত বস্ত্রের মূল্য চুকাইয়া দিত। এইরূপে যাহা সামান্য লাভ করিত তাহাতেই সংসার চালাইত।

এক দিন উক্ত তাঁতী দোকানদারদিগের নিকট হইতে বস্ত্র লইয়া নিজ স্থানে বসিয়া বিক্রয় করিতেছে এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল তুমি বাসায় সত্বর যাও, বাটী হইতে কি এক পত্র আসিয়াছে। তাঁতী পত্রের কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া দেখে রহিম্ বক্স্ নামে এক মুসলমান দালাল বালক তাহার দোকানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া তাঁতী বলিল, "রহিম্, তুমি একবার দোকানে বস, আমি বাসায় যাই। আমার সম্ভবতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইবে।" রহিম্ ক্ষুদ্র দোকানের ভার লইল, তাঁতী চলিয়া গেল।

রহিম বস্ত্রের দাম জানিত সুতরাং চুপ করিয়া না বসিয়া বস্ত্র বিক্রয় করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইল তাঁতী ফিরিল না। রহিম্ তাঁতীর বাসা জানিত না, কোন্ কোন্ দোকান হইতে তাঁতী বস্ত্র ধার করিয়া আনিয়াছিল তাহাও জানিতনা, সুতরাং অবিক্রীত বস্ত্র ও টাকা কড়ি নিকটস্থিত এক দোকানে গচ্ছিত রাখিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন রহিম্ আসিয়া অবশিষ্ট বস্ত্র বিক্রয় করিল ও অনুসন্ধান লইয়া, তাঁতী যে দোকান হইতে যে বস্ত্র লইয়াছিল তাহার মূল্য চুকাইয়া দিয়া আবার তাহাদের নিকট হইতে বস্ত্র লইয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। সেদিনও তাঁতী আসিল না। রহিম বিক্রীত বস্ত্রের মূল্য দোকানে দোকানে দিয়া যাহা লাভ হইল তাহা নিজের নিকট রাখিল। এইরূপে এক মাস দুই মাস যায়, তাঁতীর দর্শন নাই। রহিম লাভের একটী পয়সাও অপব্যয় করিত না, সুতরাং লাভের এত অংশ বাঁচিতে লাগিল যে রহিমের একটী প্রশস্ত গৃহ ভাড়া লইবার সামর্থ্য হইল।

বৎসর চলিয়া গেল তাঁতীর কোন সংবাদ নাই। রহিমের এক্ষণে হৌসওয়ালাদিগের নিকট হইতে কাপড়ের গাঁইট কিনিবার ও কাপড় বিক্রয় করিবার জন্য ভৃত্য রাখিবার সামর্থ্য হইল। ক্রমে রহিমের এত প্রতিপত্তি হইল যে সে ক্রমে তিনখানি দোকান খুলিল। এক্ষণে রহিম আর নিজে কাপড় বিক্রয় করে না, গদিয়ান হইয়া ভৃত্যদিগকে ব্যবসায়ে পরিচালিত করিতে লাগিল।

এইরূপে পঞ্চদশ বর্ষ কাটিয়া গেল, তাঁতীর দেখা নাই। একদিন রহিম গদিতে বসিয়া ব্যবসায়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে এমন সময় দেখিতে পাইল একটী কৃশ বৃদ্ধ, এ দোকানে ও দোকানে এই জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেছে, "রহিম বলিয়া যে এক মুসলমান বালক বড় বাজারে দালালি করিত সে এক্ষণে কোথায়?"

রহিম বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিল, "হয় ত ইনিই সেই

তাঁতী হইবেন", কিন্তু এমন কৃশ দেখিল যে তাঁহাকে সেই তাঁতী বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। রহিম গদি ছাড়িয়া বৃদ্ধের নিকট করযোড়ে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি রহিমকে কেন অন্বেষণ করিতেছেন?"

বৃদ্ধ বলিল "আমি রহিমের নিকট আমার দোকানের ভার দিয়া বাসায় গিয়াছিলাম। বাসায় গিয়া পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম আমার একমাত্র পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া, সুতরাং রহিমকে কিছু বলিবার অবসর না পাইয়া তৎক্ষণাৎ দেশে চলিয়া যাই। সেখানে গিয়া আমি বিপদের উপর বিপৎপাতের ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার সংসারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেরই সাংঘাতিক পীড়ায় মৃত্যু হইল, আমিও পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া এতদিন ভুগিতেছিলাম। এক্ষণে আমি নিরন্ন, তাই বড় বাজারের দিকে আসিলাম, দেখি যদি আমার এক্ষণে কোনও একটা উপায় হয়।"

রহিম শুনিবামাত্র গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিল, "আপনিই কি তিনি? আসুন, আসুন, আপনি গদিতে বসুন, আপনার এক্ষণে তিনখানি দোকান হইয়াছে। যাঁহার অন্নে এতগুলি লোক প্রতিপালিত তিনিই কিনা আজ নিরন্ন?"

তাঁতী, রহিমের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিল, বাবা! আমারত আর কেহই নাই, তবে তুমিই আজ আমার পুত্র হইলে, তুমি তোমার এই সমস্ত দোকানের উপস্বত্ব ভোগ কর, আমাকে তুমি দুটি দুটি খেতে দিও। আমি এ বয়সে নিরন্ন হইয়া কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইব?"

রহিম করযোড়ে বলিল "এ সমস্ত আপনারই। তবে আপনি পিতার ন্যায় কর্তৃত্ব করুন, আপনার যখন যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে গ্রহণ করুন ও দেশে যাইয়া শিব-প্রতিষ্ঠা পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাহা কিছু

হিন্দুদিগের কীর্ত্তি করিতে ইচ্ছা হয়, করুন। আমাকে সংসার করিবার অনুমতি দেন। আমি এতদিন বিবাহ পর্য্যন্ত করি নাই, পাছে আপনার বিনা অনুমতিতে খরচ করিতে হয়।”

রহিম বিবাহ করিবার অনুমতি পাইল। বাসার্থ গৃহ করিবারও অনুমতি পাইয়া চটা বাঁশতলায় এক পুরাতন মুসলমান ভদ্রাসন ক্রয় করিল ও পরম সুখে সংসার ধর্ম্ম করিতে লাগিল। তাঁতীও শিবপ্রতিষ্ঠা পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, সমাজ-ভোজ প্রভৃতি হিন্দুর প্রার্থনীয় কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল।

রহিম্, তোমার মত বঙ্গীয় সন্তান সংখ্যায় যত বাড়িবে ততই সমস্ত ভূমণ্ডলকে বাঙ্গলা দেশের নিকট নতশির হইয়া থাকিতে হইবে।

নষ্টধনের উদ্ধার।

(১০)

১। বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ উকিল অম্বিকাচরণ মজুমদার ও ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য যখন কলিকাতায় পঠদ্দশায় সান্‌কিভাঙ্গাতে অবস্থান করেন সেই সময়ে একদিন একটী সামান্য ব্যক্তি একটী ব্যাগ হাতে করিয়া উহাঁদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহাশয়গণ, আমি একটী টাকার ব্যাগ কুড়াইয়া পাইয়াছি। ইহা বাটী লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না। কাহার মনে কি আছে কে জানে? আপনারা এই ব্যাগটী রাখিয়া দেন এবং যাহার টাকা তাহাকে যাহাতে পাওয়া যায় তাহার উপায় করুন।” অম্বিকাচরণ ও কালীপ্রসন্ন তাহার নির্লোভতার অনেক প্রশংসা করিলেন ও তাঁহাদের সমক্ষে ব্যাগের মধ্যস্থিত টাকা ও নোট গণনা

করিতে বলিলেন। গণিয়া দেখা গেল উহাতে ১১০০০ এগার হাজার টাকা আছে। অম্বিকাচরণ ও কালীপ্রসন্নের হস্তে সমস্ত টাকা রাখিয়া সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেল। ইঁহারা পরদিন সংবাদ পত্রে ঘোষণা করিয়া ও পুলিসের সাহায্য লইয়া টাকার যথার্থ অধিকারীর সন্ধান পাইলেন ও সমস্ত টাকা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। যে ব্যক্তি কুড়াইয়া পাইয়াছিল সে পুরস্কার পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। টাকার যথার্থ অধিকারী হারাধন পাইয়াছে শুনিয়া মহা আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল "ভগবন্ আমার জীবন আজ ধন্য হইল।"

২। আর একদিন এক মাড়োয়ারী একটী নোটের তাড়া ফেলিয়া হাওড়ার ষ্টেশনে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিতেছিলেন। পশ্চাদ্‌ভাগে একটী লোক আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার জামার পকেট্ হইতে এই নোটের তাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। পাছে গাড়ি ছাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় আপনি উর্দ্ধশ্বাসে আসিতেছেন সুতরাং আপনাকে সহসা ধরিতে পারি নাই। ভাগ্যে গাড়ী ছাড়ে নাই তাই আপনাকে ধরিতে পারিলাম। আপনার টাকা আপনি পাইলেন ইহাতে আনন্দ আর ধরিতেছে না।" মাড়োয়ারী সেই লোকের পানে তাকাইয়া ক্ষণেক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন এবং কি প্রকারে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহাকে পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইবে এই অনুরোধ করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে সেই লোক অদৃশ্য হইয়া গেল। অদৃশ্য হইবার সময় তাঁহার মুখে অস্ফুট ভাবে এইটী শুনিতে পাওয়া গেল, "আমার পিতা বিশ্বেশ্বর, আমার কিসের অভাব?"

সাধু অনুষ্ঠানে পরিতৃপ্তি।

(১১)

প্রায় ৪০ বৎসর গত হইল, কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে পাঠাবস্থায় তথাকার একটী ছাত্র একদিন অপরাহ্ণে রেলযোগে কলিকাতা হইতে বেলঘরিয়ায় কোনও বন্ধুভবনে গমনার্থ রেলগাড়ির যাতায়াতের টিকিট ক্রয় করেন। রেলওয়ের কর্ম্মচারীর অনবধানতায় তিনি এমন গাড়িতে উঠেন যাহা বেলঘরিয়াতে থামে না। তিনি যে গাড়িতে উঠিয়াছিলেন তাহা বেলঘরিয়াতে না থামিয়া উহার পর দুই তিন ষ্টেশন পরে টিটাগড়ে গিয়া থামিল। টিটাগড়ে যখন থামিল তখন সন্ধ্যা উপস্থিত। ছাত্র অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়া বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এক্ষণে বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ স্বস্থানে বিনা খরচায় পৌঁছাইয়া দেন, কিন্তু তখন সে নিয়ম ছিল না, সুতরাং বেলঘরে হইতে টিটাগড়ে আসিতে যে খরচ লাগে তাহা ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট দিতে হইল। এক্ষণে ছাত্র দেখিলেন, তাঁহার হাতে আর পয়সা নাই। ষ্টেশন মাষ্টারও তাঁহার এই বিপদ্ দেখিয়া, তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "তুমি ফেরত গাড়িতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাও। টিটাগড় হইতে বেলঘরিয়া যাইতে যে খরচ লাগে তাহা তোমাকে দিতে হইবে না, কেহ জানিতেও পারিবে না, কারণ টিকেট্-পরিদর্শক নাই। কলিকাতায় নামিয়াই বেলঘরিয়ার রিটরণ টিকেট্ দিলেই চলিবে; আমি একটা রিপোর্ট করিয়া দিব 'আরোহী হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছে।'

ছাত্র ষ্টেশন মাষ্টারের এই সদয় ব্যবহারে কৃতজ্ঞ হইয়া বিনীত ভাবে

নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইতেছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমি কোম্পানিকে এই কয়টী পয়সা ঠকাইতে পারিব না। আমাকে বেলঘরিয়া যাইবার পথ বলিয়া দেন, আমি এই রাত্রিতে তথায় হাঁটিয়াই যাইব।"

ষ্টেশন্ মাষ্টার এই বাক্যে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন ও বলিলেন "সে তোমার ইচ্ছা। রেলওয়ে কোম্পানি তোমার এই কয়টী পয়সার জন্য গরিব হইবেনা। আমি ত তোমাকে ভাল বলিলাম, ইহা শুনা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।" এই কথা বলিয়াই অঙ্গুলি দ্বারা পথ দেখাইয়া বিরক্তভাবে চলিয়া গেলেন।

ছাত্র ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বারাক্‌পুরের রাজপথে উঠিলেন। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হইতে লাগিল। পথে জন মানব নাই। এ অবস্থায় মনে কোথায় ভয় আসিবে তাহা না আসিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এক মহা আনন্দ আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিল। "আমি অতি সামান্য বিষয়েও ঠকাইলাম না" এই চিন্তা মনে উদিত হইবা মাত্র, ভগবৎ-প্রদত্ত [illegible] করিল। [illegible]

[illegible]

লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন এই সকল গাছ ভগবানের দিকে হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। আমি যখন প্রবঞ্চনা পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি তখন আমি এই সমস্ত সৎসঙ্গীদিগের মধ্যে থাকিয়া ভগবানকে ডাকিবার অযোগ্য নহি। তবে আমিও ইহাঁদের সঙ্গে হাত তুলিয়া তাঁহাকে ডাকি! এই বলিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন, নেত্রের জলধারা গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। অতটা পথ চলিবার সামর্থ্য কোথা হইতে যে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা

ভগবান্ই জানেন। ছাত্র ৯ টা রাত্রির মধ্যেই বেলঘরিয়াতে উপস্থিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং "ভগবন্, সৎপথ অবলম্বন করিলে পৃথিবীতেও স্বর্গসুখ বিতরণ কর" বলিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। ছাত্রটী বলিয়া থাকেন, "আমি সেদিন যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি পৃথিবীর সম্রাটের ভাগ্যেও তাহা ঘটে না।"

চারিত্রের বল।

(১২)

বিক্রমপুরের কালাকান্ত চক্রবর্ত্তীর পিতা অতি দীন দরিদ্র হইলেও চরিত্রগুণে লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। কালাকান্ত দারিদ্র্যের তাড়নায় বিক্ষুব্ধ হইয়াও পৈত্রিক নির্ম্মল চরিত্রের গুণে সকলেরই আদরের সামগ্রী ছিলেন। পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য অসহায় অবস্থায় ঢাকায় যান, তথায় সদাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া কিঞ্চিৎ পার্শী ও উর্দ্দু শিক্ষা করিতে সমর্থ হন। তিনি প্রথমে ৫৲ পাঁচ টাকা বেতনে মোহরারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও সাধুচরিত্র দেখিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। চরিত্রের উজ্জ্বলতায় ক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেটের চক্ষে পড়িয়া তিনি শত মুদ্রা বেতনে প্রধান দারোগার পদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে দারোগার যেরূপ বিপুল ক্ষমতা ছিল তাহাতে দারোগার পদ সকলের প্রার্থনায় ছিল। জনসাধারণে জানিত দারোগার ন্যায় উচ্চপদ আর নাই। সেইজন্য কোন এক কৃষক কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেটের সুব্যবহারে প্রীত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল, "সাহেব! ভগবান্ তোমাকে দারোগা করুন।"

কালীকান্ত সর্ব্বজনের প্রলোভনায় দারোগা চাকুরী পাইয়া নিজের সচ্চরিত্রতার আরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইবার সুবিধা পাইলেন। তাঁহার নির্লোভতার সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যেথানে উৎকোচ দ্বারা কার্য্যব্যাঘাতের আশঙ্কা সেই থানেই যাহাতে কালা-কান্ত দ্বারা তদন্ত হয় তাহার জন্য লোকে দরখাস্ত করিত। তাঁহার নির্লোভতা ও সত্যপ্রিয়তায় উপরিতন কার্য্যাধ্যক্ষগণ এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে শেষে "কালাকান্ত যথন এই কথা বলিতেছে তথন ইহা মিথ্যা হইতেই পারে না" এইরূপ সিদ্ধান্ত হইত। কালাকান্ত ধনী হইতে পারেন নাই কিন্তু তিনি চরিত্রবলে অনেক ধনবান্ অপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার কথায় কমিশনর পর্য্যন্ত টলিতেন, ইহা বড় সামান্য শক্তির কথা নহে।

চরিত্রবলে যে অতি সামান্য ব্যক্তিও শক্তিসম্পন্ন হয় তাহা একটী চর্ম্মকারের সম্বন্ধে শুনা গিয়াছে:—

২। একদিন কোনও মুচির দোকানে একটী ভদ্রলোক একটী ঘোড়ার জিন মেরামত করিতে দিয়া যান। মুচি জিন মেরামত করিতে করিতে জিন হইতে স্খলিত একটী স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইল। মুচি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া জিনের উপরের আস্তরণ ছিঁড়িয়া দেখিল জিনের ভিতর অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা সজ্জিত রহিয়াছে। মুচি অবাক্ হইয়া যিনি জিন সারাইতে দিয়াছিলেন তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা তাঁহাকে গণিয়া দিয়া বলিল "আপনার জিনে এত স্বর্ণমুদ্রা ছিল ইহা কি আপনি জানিতেন না?" উক্ত ব্যক্তি অস্ফুটভাবে যে দুই একটী কথা বলেন তাহাতে মুচির সন্দেহ উপস্থিত হইল। তথন মুচি গোপনে সন্ধান লইতে লাগিল এ জিন্‌টী বস্তুতঃ কাহার? শেষে জানিতে পারিল যে এ জিন্‌টী একটী নিরন্ন প্রতিবেশিনীর। প্রতিবেশিনীর স্বামী বিদেশে কর্ম্ম করিতেন। এক্ষণকার ন্যায় গৃহে টাকা পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা

না থাকায় স্বর্ণমুদ্রা কিনিয়া নিজের ঘোড়ার জিনের ভিতর গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু গৃহে আসিবার অল্পদিন পূর্ব্বে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে জিন্‌টী বিশ্বস্ত ভৃত্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বলিয়া দেন "এই জিন্‌টী আমার বড় প্রিয়, তুমি ইহা আমার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিবে এটী আমার বড় প্রিয় দ্রব্য, কখন বিক্রয় করিবে না, বা দান করিবে না।" শোকাতুরা বিপন্না প্রতিবেশিনী স্বামীর আদেশ মাথায় করিয়া এতদিন জিন যত্নে গৃহে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কোন প্রতিবেশী অশ্ব ক্রয় করিয়া কিছুদিনের জন্য জিনটী ধার করিয়া লন ও মেরামতের আবশ্যকতা হওয়াতে "প্রতিবেশিনী কোথায় পয়সা পাইবে যে মেরামত করিবে" ভাবিয়া নিজে মেরামত করিতে দেন। মুচি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভদ্রাখ্যাধারী ঐ ব্যক্তির নিকট গিয়া বলিল মহাশয় অনাথার স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফিরাইয়া দেন। ইহাতে মুচি তাঁহার নিকট বিশেষ অবমানিত হওয়াতে অগত্যা প্রতিবেশিনী রাজ-দ্বারে আশ্রয় লইলেন ও মুচিকে সাক্ষী মানিলেন। ধর্ম্মাধিকরণাধ্যক্ষ মুচিকে চরিত্রবান্ বলিয়া জানিতেন সুতরাং তিনি বলিলেন, "দেখ ভদ্র যেরূপ মান্য করে তুমি ভদ্রবংশে জন্মিলেও তোমাকে তেমন খাতির করে না। আমি ঐ ধার্ম্মিক মুচির কথা বিশ্বাস না করিয়া কি তোমার কথা শুনিব?" এই বলিয়া নিরন্ন প্রতিবেশিনীর আনুকূল্যে বিচার নিষ্পন্ন করিয়া সমুদায় স্বর্ণমুদ্রা আদায় করিয়া দিলেন ও ঐ ভদ্রব্যক্তির আইন মত শাস্তি দিলেন। হে ভদ্র চর্ম্মকার! তুমিই যথার্থ ভদ্র। ভদ্রোপাধিক ব্যক্তির সহস্র কথা ভাসিয়া গেল, কিন্তু তোমার একটী কথার বিরুদ্ধে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না। চরিত্রের বল এমনই প্রবল বটে।

পরের জন্য চিন্তা।

(১৫)

একদিন এক যুবক ও এক বৃদ্ধ নৌকায় পদ্মা পার হইতেছিলেন। উভয়ে অন্যোন্যের অপরিচিত হওয়াতে পরস্পর পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ মেঘ করিয়া ঝড় উঠিল। ঝড়ে নৌকা উল্‌টাইয়া গেল ও সকলেই জলমগ্ন হইলেন। নৌকায় বৃদ্ধের একটী তাকিয়া ছিল। যুবক যেস্থানে সাঁতার দিতেছিলেন তাকিয়াটী সেই স্থানে ভাসাতে যুবক উহা গ্রহণ করিয়া উহাতে আশ্রয় পাইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইলেন বৃদ্ধ সন্তরণ দিতেছেন ও হাবুডুবু খাইতেছেন। দেখিবামাত্র যুবক সাঁতার দিয়া তাকিয়া সহ বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাকিয়াটী বৃদ্ধের নিকট দিয়া বলিলেন "আপনার তাকিয়া আপনি গ্রহণ করুন, ইহাতে দেহভার রাখিয়া একটু বিশ্রাম করুন।" বৃদ্ধ বলিলেন "ভদ্র, তুমি পাইয়াছ তুমিই ইহা গ্রহণ কর, তোমার জীবন আমা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্।" যুবক বৃদ্ধকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, শীঘ্র ইহাতে আপনার দেহের ভার অর্পণ করুন, আমি এখনও সাঁতার দিতে পারিব ;" এই বলিয়া যুবক তাকিয়াটী বৃদ্ধের নিকট রাখিয়া সাঁতার কাটিয়া পারের দিকে যাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ যুবকের অসাধারণ পরোপকার-স্পৃহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও অগত্যা তাকিয়াটীর আশ্রয় লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ সন্তরণ দিতে দিতে যুবার হস্তপদ অবসন্ন হইয়া আসিল। সুতরাং যুবক জলমগ্ন হইতে লাগিলেন। ভগবান্ এরূপ যুবককে বিপন্ন হইতে দিলেন না। যুবক জলমগ্ন হইতেছেন এমন সময়ে একটা 'চৈ' আসিয়া যুবকের পায়ে লাগিল, যুবক তৎক্ষণাৎ তাহার উপর

নিজের দেহের ভার অর্পণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও বৃদ্ধকে আহ্বান করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দূরের নৌকা সকল তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিল।

প্রাণনাশের সম্ভাবনাসত্ত্বেও যিনি নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, যাহার দ্রব্য তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে ব্যস্ত, তিনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ।

রাধানাথ মিত্র।

২। কলিকাতায় রাধানাথ মিত্র এক ধনবান্ কর্ম্মচারী ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি যে পল্লীগ্রামে বাস করিতেন, তথাকার অনেক ভদ্রসন্তান কর্ম্ম-প্রার্থী হইয়া কলিকাতায় আসিয়া রাধানাথের বাসাবাটীতেই অবস্থান করিয়া কর্ম্মকাজ অনুসন্ধান করিতেন। যাহাদের কর্ম্ম না জুটিত রাধানাথ তাহাদিগকে মাসের শেষে জিজ্ঞাসা করিতেন "কেমন হে, তোমাদের কর্ম্ম-কাজ জুটিয়াছে কি?" যাঁহারা বলিতেন "আমরা এ সমস্ত মাস অন্বেষণ করিয়াও কর্ম্ম-কাজ পাইলাম না" তাঁহাদিগকে পনর হউক কুড়ি হউক পঁচিশ হউক, টাকা দিয়া বলিতেন "যাও বাটী যাও। তোমাদের স্ত্রীপুত্র তোমাদের চাকুরীর টাকার জন্য আগ্রহের সহিত বসিয়া আছেন। তোমাদের আহারাদি এখানে একপ্রকার চলিতে পারে কিন্তু তাহাদের উপায় কি হইতেছে? যাও টাকা বাটী পৌছিয়া দিয়া আবার একমাস কর্ম্ম-কাজ অন্বেষণ কর।" এইরূপে যিনি যতদিন কর্ম্ম যোগাড় করিতে না পারিতেন তাঁহাকে বেতনবৎ টাকা দিতেন। দেশস্থ লোকেরা রাধানাথের এই অদ্ভুত সদাশয়তা জীবনে কখনই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

ভারগ্রহণ।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতার বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় অতিশয় ধনবান্ ছিলেন। তিনি যেমন ধনবান্, তাঁহার দানশক্তিও সেইরূপ অতুলনীয়। কোনও ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া দুর্গাচরণ বাবুর নিকট উপস্থিত হইলে তাহার একটা না একটা উপায় হইত। দুর্গাচরণ বাবুর পরের ভার নিজ মস্তকে লইবার নানা গল্প প্রচলিত আছে।

একদিন তাঁহার দীক্ষাগুরু মাতৃদায়ে কাচা গলায় করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, "দুর্গাচরণ! মাতৃদায় উপস্থিত, এদায় আমার নয়, এ তোমারই দায়, যাহা করিবার কর" বলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

দুর্গাচরণ শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও বসিবার আসন দিলেন। "কি পীড়াতে মা ঠাকুরাণীর মৃত্যু হইয়াছে?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে হবিষ্যান্নের আয়োজন করিয়া দিলেন, শ্রাদ্ধ কিরূপ হইবে, টাকা কড়ি কিরূপ আছে ইত্যাদি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ঠাকুর মহাশয় হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া, বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে দুর্গাচরণের নিকট হইতে বিদায় লইবার কালে বলিলেন, "দুর্গাচরণ! তোমাকে আর কি অধিক বলিব, তুমি কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে দায় হইতে উদ্ধার পাই তাহা করিও। এক্ষণে আমি বিদায় লইলাম, অন্যান্য শিষ্যের নিকটে ত একবার যাইতে হইবে?"

গুরু শিষ্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফটকের নিকট যাইবা মাত্র দ্বারবান্ দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিল, "মহারাজ! জানেকা হুকুম নহি।"

"ও দুর্গাচরণ, দ্বারবান্ যে আমাকে ছাড়িয়া দেয় না!"

"আপনি উপরে আসুন, দ্বারবান্ ছোট লোক উহার সঙ্গে আপনার কোনও কথায় দরকার কি ?"

ঠাকুর মহাশয় অগত্যা উপরে দুর্গাচরণের নিকট আসিলেন, ও গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন, "দুর্গাচরণ সমস্ত কাজ মাটি করিল" বলিয়া মনে মনে অতিশয় ব্যথিত হইলেন।

পরদিন যাইবার সময়, দ্বারবান্ দ্বাররোধ করিল, তখন ঠাকুর মহাশয় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। "ভাল লোককে মাতৃদায় জানাইতে আসিয়াছি, আমার সমস্ত কাজ পণ্ড করিল" বলিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে নয় দিন কাটিয়া গেল। "দুর্গাচরণ, তুমি ত আমার সমস্ত পণ্ড করিলে, অদ্য দশপিণ্ড দিতে হইবে, তবে একটী ব্রাহ্মণ দেও, বাগবাজারের ঘাটেই দশপিণ্ডটা দিয়া, এই খানেই তিলকাঞ্চন করিয়া শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করি। দেশে আর যাইব না!"

দুর্গাচরণ, "যে আজ্ঞা" বলিয়া, আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া বাগবাজারের ঘাটে উপস্থিত হইলেন ও তথায় সজ্জিত একখানি ষোল দাঁড়ের ছোট্-নামক নৌকায় আরোহণ করিয়া বলিলেন, "ভাট পাড়ায় গিয়াই দশপিণ্ড দিবেন। আসুন, ভাট পাড়ায় পৌছিতে ১১টার অধিক হইবে না।"

ঠাকুর মহাশয় অশ্রুপূর্ণ নয়নে কোনও কথা না বলিয়া নৌকায় উঠিলেন ও সমস্ত পথ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

এগারটা বাজিবার পূর্ব্বেই নৌকা ভাট পাড়ার ঘাটে গিয়া লাগিল। ঘাটে অনেক লোক উঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। পুরোহিত দশপিণ্ড দিবার সমুদয় আয়োজন করিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর মহাশয় দেখিলেন, নানা দেশের ব্রাহ্মণগণ সিদা লইয়া যাইতেছেন। ভাট পাড়ায় মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড এক আট-

চালায় লোক জনের কোলাহল ধরিতেছে না। ঠাকুর মহাশয় ঘাটে উঠিয়াই নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ব্যাপার কি?" তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, "সে কি? আপনার মায়ের শ্রাদ্ধে দেশ দেশান্তরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়াছেন, আর আপনি জানেন না?"

তখন ঠাকুর মহাশয় আনন্দে গদগদ স্বরে বলিলেন, "দুর্গাচরণ, তোর মনে এত ছিল? আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, তো—হতে তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম!"

ঠাকুর মহাশয় আনন্দে বিভোর হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ তাঁহার মুখে আর বাক্য সরিল না। শেষে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "দুর্গাচরণ, এত কাণ্ড কখন করিলি? তুইত আমার নিকট অধিকাংশ সময়েই বসিয়া থাকিতিস্।"

দুর্গাচরণ করযোড়ে বলিলেন, "দেব, আপনি আমাকে কেন বলিলেন 'এ সব দায় তোমার?' তাই আমি সমুদয় দায় মাথায় পাতিয়া লইয়াছি, ও রাত্রিতে গমস্তা দ্বারা সকল আয়োজন করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছি।"

দুর্গাচরণ বাবু যখন কোনও কন্যাদায়ে বিব্রত ব্যক্তির ভার লইতেন, তখন তিনি তাহার পাত্রসংগ্রহ, অলঙ্কার, বিবাহরাত্রির সমস্ত খরচ ইত্যাদি দিয়া তাঁহাকে দায় হইতে মুক্ত করিতেন।

অন্যের ভার তিনি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে না পারিলে ভার গ্রহণই মনে করিতেন না।

ভোগে নিগ্রহ।

(১৬)

কলিকাতায় এক অতি বিলাসী ধনবান্ ছিলেন। তাঁহার অধ্যুষিত ভবনটী দেখিলে ইন্দ্রভবন বলিয়া মনে হইত। কোনও স্থান একটু মলিন থাকিলে তিনি ভৃত্যদিগকে প্রহার করিতেন। সুতরাং তাঁহার ভবন সর্ব্বদাই ঝক্ ঝক্ করিত।

একদিন গ্রীষ্মকালে দিবা দ্বিপ্রহরকালে ধনবান্ আহারার্থ বাটী মধ্যে গিয়াছেন, ভৃত্যগণ বাহির ভবনে তাঁহার বিশ্রামার্থ শয্যা পাতিত করিয়া রাখিয়াছে, শয্যার উপরে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত একটী পাটী আবৃত করা হইয়াছে, এমন সময়ে একটী সাধু রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তোরণদ্বারে সিপাহী পাহারা দিতে-ছিল বটে কিন্তু সে সাধুর গতিরোধ করিতে সাহস করে নাই। বাহি-রের অধিষ্ঠানগৃহেও সাধু উপস্থিত হইলে ভৃত্যগণ তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে বারণ করিবার সাহস করিল না, সুতরাং সাধু অনিরুদ্ধ গতিতে তথায় প্রবেশ করিলেন ও হস্তিদন্ত-শয্যাস্তরণে আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার অঙ্গের বিভূতি সমুদায় আস্তরণে প্রলিপ্ত হইতে লাগিল।

ভৃত্যগণ বেগতিক দেখিয়া ধনবানের প্রহার ভয়ে সকলেই পলাইয়া গেল। ধনবান্ বাটীর ভিতর হইতে আসিয়া দেখিলেন এক ভস্মমাখা সন্ন্যাসী তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া শয্যাটী মলিন করিয়াছে। দেখিবা-মাত্র তাঁহার আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল। তিনি দ্বারবান্কে ডাকি-লেন ও সন্ন্যাসীকে গলা ধরিয়া বাহির করিয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন,

দ্বারবান্ গলবস্ত্রে করযোড়ে বলিল, "হুজুর, সাধুর গায়ে আমি হাত দিতে পারিব না। আমায় ক্ষমা করুন।" অন্যান্য ভৃত্যও ঐরূপ অস্বীকার করাতে ধনবান্ মহাক্রোধে স্বহস্তে চাবুক লইয়া সাধুকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ধনবান্ যতই প্রহার করেন, সাধু ততই স্থিরভাব ধারণ করেন, তাঁহার দেহে যে যন্ত্রণা হইতেছে তাহার কোন চিহ্নই প্রকাশ করিলেন না।

ধনবান্ যখন দেখিলেন যে প্রহারে সাধুকে শয্যা হইতে উঠাইবার তাঁহার ক্ষমতায় কুলাইল না, তখন তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। চাবুকের প্রহারে সাধুর অঙ্গ হইতে শোণিতবিন্দু ঝরিতে দেখিয়া ধনবানের ক্রোধ অনুশোচনায় পরিণত হইল। "আমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কাহাকে প্রহার করিলাম! এ ত কপটী সন্ন্যাসী নয়—ইনি যে যথার্থ ই সাধু। হায়, আজ কি কুক্ষণেই আমি বাহির বাটীতে শয়নার্থ আসিয়াছিলাম। আমি আজ মহাজন-শ্রীপদে অপরাধী হইয়া কি মহাপাপী হইলাম!"

এইরূপ অনুশোচনানলে দগ্ধ হইতে হইতে সাধুর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাধু হাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন, "ভদ্র! তুমি কতদিন এই হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত শয্যাস্তরণে শয়ন করিতেছ?" ধনবান্ করযোড়ে বলিলেন, "ঠাকুর, বার বৎসর।" সাধু অবাক্ হইয়া বলিলেন "তুমি বার বৎসর কষ্টটা ভোগ করিতেছ? আমি অর্দ্ধদণ্ডকাল শয়ন করিয়া এই কষ্টটা পাইলাম, আর তুমি বার বৎসর শয়ন করিয়া আহা না জানি কতই কষ্ট পাইয়া থাকিবে! তুমি যখন আমাকে প্রহার করিতে ছিলে তখন আমি কেবল এই চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলাম 'আমি ত কখনও কোনও পাপ করি নাই, অন্ততঃ স্মরণ হয় না, তথাপি আমাকে ভগবান্ এত প্রহার করিতেছেন কেন? তবে বোধ হয় এই হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত শয্যাস্তরণেরই

দোষে আমাকে এত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইতেছে।' যে শয্যার এমন দোষ যে অর্দ্ধদণ্ড শয়নে আমার এত নিগ্রহ, সে শয্যায় তুমি দ্বাদশ বৎসর শয়ন করিয়াও অক্ষত শরীরে আছ? মনে করিয়া দেখ দেখি এই শয্যায় শয়ন করিয়া কখন কখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছ কি না?"

ধনবান্ উত্তর করিলেন, হাঁ, "অনেকদিন ছট্‌ফট্‌ করিতে হইয়াছে। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত এক অতি ধনবানের একমাত্র কন্যার বিবাহ হইবার কথা হইতেছিল। বিবাহান্তে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আমার হস্তগত হইবার কথা। তাহা হইলে আমার আজ যে ঐশ্বর্য্য দেখিতেছেন তাহার তিন গুণ হইবার কথা। এই সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। পুত্র তিন দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিলেন। একে পুত্রশোক তাহাতে এতটা ঐশ্বর্য্যতিরোধান এই উভয় আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই জন্য এই শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক দিন ছট্‌ফট্‌ করিয়াছি।

"আমার ঘোড়া চড়িবার সখ থাকাতে দশ হাজার টাকা মূল্যে এক ঘোটক কিনি। ঘোটকটীকে বড়ই ভালবাসিতাম। নিজে তাহার অঙ্গ পরিষ্কার করিয়া দিতাম, স্বহস্তে কত ভাল ভাল আহারীয় দ্রব্য আহার করাইয়া দিতাম। তাহার পৃষ্ঠে আর কেহ উঠিলে সে একপদও চলিত না, কিন্তু আমি উঠিলেই ইঙ্গিতমাত্রেই তীরের ন্যায় ছুটিত। সেই ঘোটকটি একদিন বিপাকে পড়াতে তাহার পা ভাঙ্গিয়া গেল। শেষে তাহাকে যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিবার জন্য প্রাণে বিনাশ করিতে হইল। এই ঘোটকের বিনাশে আমার পুত্রশোক উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার জন্য আমাকে অনেক দিন এই শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে হইয়াছিল।"

ধনবান্ করযোড়ে আরও দুই একটী হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইতেছেন, সাধু বলিলেন "আর বলিতে হইবে না, তবে তুমি অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছ।"

"ভোগে যে যন্ত্রণাই অধিক তাহার প্রমাণ কেবল আমিই পাইলাম না, তুমিও অনেক পাইয়াছ। ঐশ্বর্য্যটা ভোগে ব্যয় করিলেই তাহা হইতে কেবল কষ্ট, কিন্তু বিপন্নের বিপদুদ্ধারে, দেশের উন্নতি-বিধানে, অনাথার অশ্রুনিবারণে ব্যয় করিলেই তাহা হইতে অপার সুখ লাভ হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে সাধু অন্তর্হিত হইলেন। ধনবান্ স্তম্ভিত হইয়া করযোড়ে সেই অবস্থায় অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, তিনি শেষে চাৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "ভগবন্! এ ত সাধু নয়, এ যে তুমি স্বয়ং। তুমি আমাকে ভোগসুখ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, পরমসুখে সুখী করিবার জন্যই এত কষ্ট শরীর পাতিয়া লইয়াছ! আমি আজি হইতে নিজের ভোগে উদাসীন থাকিয়া পরের সুখেই সুখজ্ঞান করিতে মনোনিবেশ করিব। বরদান কর, যেন তোমার এই উপদেশ আমি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি।"

পরদুঃখানুভব।

(১৭)

ফরাসডাঙ্গার শিশু বাবু।

ফরাসডাঙ্গার অধিবাসীদিগের নিকট তথাকার শিশুবাবুর নানা আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ পরোপকার করিলে, লোকে শিশু বাবুর সহিত তুলনা দেয়, সুতরাং শিশুবাবুর নাম প্রতিদিনই প্রতিধ্বনিত হওয়াতে তিনি এক প্রকার অমর হইয়া আছেন।

লোকে বিপন্ন হইলে শিশু বাবুকে স্মরণ করিয়া বলিত, যাই শিশু-বাবুর নিকট যাই, সেখানে যাইলে একটা না একটা উপায় হইবেই।

তাহারা যেরূপ আশা করিয়া আসিত তাহার অতিরিক্ত লাভ করিয়াই যাইত।

একদিন একটী ব্রাহ্মণ কন্যাদায়ে বিপন্ন হইয়া শিশুবাবুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিশু বাবুর যেরূপ দানশীলতা তাহাতে অন্ততঃ ২০৲ টাকা মিলিবে, এই আশা করিয়া শিশুবাবুকে আপনার দায় জানাইলেন।

শিশু বাবু পাত্রটীর কুলমর্য্যাদা কিরূপ, বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রবত্তা কিরূপ ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ লইয়া যখন বুঝিলেন যথার্থ সৎপাত্র মিলিয়াছে, তখন তিনি আনুমানিক খরচ পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও বিবাহের দিন স্থির করিয়া, পূর্ব্বে তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, শিশুবাবুর সদাশয়তা যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে অন্ততঃ ১০০৲ এক শত টাকা দিবেন, কিন্তু যখন দেখিলেন শিশু বাবুর আমলারা আসিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতেছেন, এমন কি গহনা পর্য্যন্ত প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছে তখন তাঁহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না, উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

একদিন তাঁহার পূজার দালানে একজন ফরাস প্রকাণ্ড একটা ঝাড় ঝুলাইতেছিল। ঝাড়টী বহুমূল্য ও শিশুবাবুর প্রিয়। শিশু-বাবু তখন গঙ্গাস্নান করিতে যান। ফরাসের কিঞ্চিৎ অসাবধানতা বশতঃ ঝাড়টী ভূতলে স্খলিত হয় ও একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। সহস্রাধিক টাকার প্রিয় ঝাড়টী চূর্ণ হওয়াতে বাটীর দেওয়ান ফরাসকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফরাস নিজের অসাবধানতার জন্য অপ্রস্তুত হওয়াতে সেস্থান হইতে নড়িল না, দাঁড়াইয়া দেওয়ানের প্রহার সহ্য করিতে লাগিল। শিশুবাবু সংবাদ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেওয়ানকে বারণ

করিয়া বলিলেন, "ছি! ছি! ছি! এমন কাজও কি করিতে আছে? জগতে এমন কি কেহ আছেন যিনি মড়ার উপর বেত্রপাত করেন? তুমি মৃত ব্যক্তির উপর বেত্রপাত করিয়াছ! ঝাড়টী যে মুহূর্ত্তে ভূমিতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই ক্ষণেই ত ফরাস মরিয়া গিয়াছে। লজ্জা, ভয়, অর্থনাশ-ক্লেশ তাহাকে ত মারিয়া ফেলিয়াছে, তুমি সেই মৃতের উপর বেত্রাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছ না? ছি! ছি! ছি! তুমি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছ।" এই বলিয়া ফরাসের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ফরাসের এতক্ষণ আঘাতের যন্ত্রণায় যে অশ্রু বহিতেছিল একণে শিশু বাবুকে দেবতা মনে হওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তে ভক্তিজলধারায় তাহার গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সমুপাগত সমস্ত ব্যক্তি শিশুবাবুকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

ঘৃণিতজীবন ব্যক্তির মধ্যেও পরদুঃখানুভব।

কলিকাতায় বৌবাজার ষ্ট্রীটে হাড়কাটা গলির নিকট পূর্ব্বে একটী রোকড়ের দোকান ছিল। দোকানের স্বত্বাধিকারী এক বিশ্বাসী মুহুরীর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। মুহুরীও প্রাণপণে প্রভুর কার্য্য সুসম্পাদিত করিতেন, এক পয়সারও ক্ষতি হইতে দিতেন না। একদিন রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় মুহুরী হিসাব মিলাইবার জন্য খাতা লিখিতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। নিকটে লোহার সিন্দুকের ডালি খোলা ছিল। হঠাৎ কি একটা পোকা পড়িয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিল। মুহুরী খাতা

ফেলিয়া হাপরে যে অগ্নি ছিল তাহাতে প্রদীপ জ্বালিয়া আবার হিসাব লিখিতে বসিলেন। হিসাব মিলিলে, লোহার সিন্ধুকের ডালা ফেলিয়া তাহা বন্ধ করিলেন ও অন্যান্য দিনের ন্যায় চাবি প্রভুর নিকট দিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রথমতঃ প্রভু চাবি হাতে দোকানে আসিলেন, মুহুরীও বাটী হইতে দোকানে উপস্থিত হইয়া দোকান খুলিলেন ও প্রভুর নিকট হইতে চাবি লইয়া লোহার সিন্ধুক খুলিয়া দেখেন, টাকার থলিয়া সিন্ধুকে নাই। মুহুরী এই বিপদের সংবাদ প্রভুকে দিবামাত্র, প্রভু বলিলেন, "চাবি ত আর কাহারও নিকট থাকে না, তবে একাজ তোমারই," এই বলিয়া পুলিসের হাতে মুহুরীকে সমর্পণ করিলেন। পুলিস আসিয়া মুহুরীকে প্রহার করিতে লাগিল, "বল্ কোথায় টাকা রাখিয়াছিস্। তোর বেশ্যা কোথায় থাকে বল্।" প্রভু বলিলেন "মুহুরীর বেশ্যা টেশ্যা নাই, এদিকে বড়ই ধার্ম্মিক, কেমন হঠাৎ একটা লোভে পড়িয়া এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে।" প্রহার চলিতে লাগিল, মুহুরী প্রহার যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন "ভগবান্ আমি কি পাপ করিয়াছি যে আমাকে এত যন্ত্রণা দিতেছ!!"

মুহুরী প্রহার যাতনায় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন তখন দেখা গেল একটী লোক তথায় উপস্থিত হইয়া জমাদারকে বলিল "জমাদার সাহেব, নিরীহ লোককে কেন মারিতেছেন? ও ব্যক্তি চুরি করে নাই।" জমাদার তাহার প্রতি মহা বিরক্ত হইয়া বলিল "কে হে তুমি, আমাদিগকে উপদেশ দিতে আসিয়াছ? চাবি উহার হাতে, চুরি করিল আর এক জন?" এই বলিয়া প্রহারের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

তখন আগন্তুক ব্যক্তি টাকার থলিটী বাহির করিয়া বলিল "এই দেখ টাকার থলি, ইহা আমি চুরি করিয়াছি।" দোকানের স্বত্বাধিকারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দেখুন দেখি এই থলি আপনার

কি না? আর আপনার যাহা যাহা চুরি গিয়াছে তাহা ইহাতে আছে কি না?"

প্রভু দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন "হাঁ এই ত বটে!" তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন "এ লোকটা মুহুরীর আত্মীয়, শিখান ছিল প্রহারের মাত্রা অধিক হইলে তুমি বাহির করিয়া দিও। পূর্ব্বে এইরূপ বন্দোবস্ত থাকাতেই বোধ হয় এই লোক এখন বাহির করিয়া দিল।"

জমাদার জিজ্ঞাসা করিল, "মুহুরীর হাতে চাবি, তুমি কেমন করিয়া আত্মসাৎ করিলে?"

চোর বলিতে লাগিল, "জমাদার মহাশয়, তবে দেখুন আমি কিরূপে লইয়াছি। মুহুরী প্রদীপ জ্বালিয়া যেরূপে খাতা লিখিতেছিলেন সেইরূপ লিখিতে বসুন।" মুহুরীকে তাহাই করিতে বলা হইল।

"দোকানের দ্বার যেরূপ আধা ভাবে অবরুদ্ধ ছিল সেইরূপ থাকুক।" তাহা করা হইল।

"লোহার সিন্ধুকের ডালা খুলিয়া রাখিয়া উহার ভিতর এই থলি রাখুন।" তাহাই করা হইল।

"মুহুরী মহাশয়, একটা পোকা পড়িয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিয়াছিল না?" মুহুরী বলিলেন "হাঁ"। চোর তখন একটী ক্ষুদ্র ডেলা ফেলিয়া প্রদীপটী নিবাইয়া দিল।

"মুহুরী মহাশয়! তারপর আপনি কি করিলেন?"

মুহুরী বলিতে লাগিলেন "আমি প্রদীপ জ্বালিবার জন্য হাপরের নিকট যাই ও প্রদীপ জ্বালি।" চোর বলিল "আপনি তাহাই করুন।" মুহুরী তাহাই করিতে গেলেন।

চোর বলিল "দেখুন জমাদার মহাশয়, আমি কিরূপে লইয়াছি" এই বলিয়া ধীরে ধীরে যে দিকে হাপর ছিল তাহার অন্য দিক্ দিয়া

দোকানে প্রবেশ করিল ও লোহার সিন্দুক হইতে থলিটী লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পার্শ্বের গলির ভিতর প্রবেশ করিল। সকলে অবাক্ হইয়া এই অভিনয় দেখিতে লাগিল। চোর গলিতে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইল না। সকলেই চোরের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, চোর আর গলির ভিতর হইতে বাহির হইল না। "দেখ্ দেখ্ লোকটী গলি হইতে বাহির হইতেছে না কেন?" একটী লোক ছুটিয়া গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখে চোর সেই থলি লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

তখন দোকানের স্বত্বাধিকারী কপালে করাঘাত করিয়া "হায় হারা-ধন আবার হারাইলাম!! এবারে আমার পাপে অর্থরাশি নষ্ট হইল। আমি যেমন নিরীহ ধার্ম্মিক মুছরীকে কষ্ট দিয়াছি, ভগবান্ তেমনি আমার যথাসর্ব্বস্ব দেখাইয়া আবার কাড়িয়া লইলেন।" জমাদার নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "দিনের বেলা এতগুলা লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া লোকটা টাকা লইয়া পলায়ন করিল, আর আমরা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম!!" বলিতে বলিতে সকলে যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

কলিকাতা বড়বাজারে ঠিক এইরূপ আর একটী ঘটনা ঘটে।

২। একদিন বড়বাজারে পোস্তার দানগ্রাহী গমস্তা, বিক্রেতা-দিগের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করিয়া থলির ভিতর রাখিয়া ঐ থলি নিজের ক্রোড়ে রাখিয়া তামাক খাইতেছিল। যে দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল তাহার সম্মুখেই এক বৃহৎ নর্দ্দামা। একজন সরকারী মেতুয়া সেই নর্দ্দামা পরিষ্কার করিতেছিল।

হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া গমস্তার নিকট দাঁড়াইয়া "দাদা, ভাল আছেন ত"? বলিয়া হুঁকার উপর হইতে কল্‌কে লইয়া তাহার ধূম-পান করিয়া আবার কল্‌কে হুঁকার উপর রাখিয়া প্রস্থান করিল।

এই ব্যক্তি প্রস্থান করিলে গমস্তা ধূমপান শেষ করিয়া উঠিতে

যাইতেছে, দেখিল টাকার থলি ক্রোড়ে নাই। মনে হইল নর্দ্দামায় পড়িয়া গিয়াছে। নর্দ্দামা অন্বেষণ করিয়া যখন টাকার থলি পাওয়া গেল না, তখন সকলে তত্রস্থ মেতুয়ার উপর সন্দেহ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। মেতুয়া যখন প্রহারে অতিশয় কাতর হইল, তখন সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট ব্যক্তি আবার উপস্থিত হইয়া বলিল "ভাই সকল মেতুয়াকে মারিও না আমিই এই থলি লইয়াছি। গমস্তা দাদা আমাকে চিনেন না, আমি রহস্য করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছি।"

সকলে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল "তুমি কেমন করিয়া লইলে দেখাইতে হইবে।" তখন ঐ ব্যক্তি গমস্তাকে বলিল "দাদা, আপনি পূর্ব্ববৎ টাকার থলি ক্রোড়ে রাখিয়া তামাক খাইতে থাকুন, আমি কেমন করিয়া লইয়াছি দেখাইতেছি।" গমস্তা তাহা করিলে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক "দাদা ভাল আছেন ত"! বলিয়া হুঁকার উপর হইতে কল্‌কে লইয়া তামাক টানিয়া কল্‌কেটা ডাইন হাতে হুঁকার উপর যেমন অবস্থাপন অমনি বাম হস্তে টাকার থলিয়া গ্রহণ ও দোকানের পাশ দিয়া সহজভাবে প্রস্থান। সকলেই অভিনয়ের কৌতুক দেখিয়া হাসিতে লাগিল কিন্তু ঐ ব্যক্তি আর ফিরিল না। দেখ্‌ দেখ্‌ কোথায় গেল কোথায় গেল! আর দেখ্! সে যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল কেহই স্থির করিতে পারিল না। সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেতুয়া যখন দেখিল চোরের হৃদয় তাহার ব্যথায় ব্যথিত না হইলে তাহাকে বিশেষ আহত হইতে হইত তখন সে চৌরকে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

অজ্ঞাতসারে পরদুঃখানুভব।

একদিন এক চোর কোন গৃহস্থের বাটীতে চুরি করিতে আইসে। কিন্তু গৃহস্থকে সজাগ দেখিয়া পলায়ন আরম্ভ করে। গৃহস্থও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হন। অবশেষে চোর গৃহস্থের প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়ে, কিন্তু তথা হইতে লম্ফ দিবার পূর্ব্বেই গৃহস্থ আসিয়া তাহার পা ধরিয়া ফেলেন। চোর যখন দেখিল ধরা পড়িয়াছি, তখন মহাকাতরতার সহিত বলিয়া উঠিল, "ফোঁড়া ফোঁড়া ফোঁড়া।" গৃহস্থও তৎক্ষণাৎ চোরের যাতনার ভয়ে পা ছাড়িয়া দিল। গৃহস্থ ভাবিল "চোরের পায়ে ফোঁড়া হইয়াছে,—আমি যেরূপ জোরে পা ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে না জানি, কতই কষ্ট দিতেছি" এইরূপ মনে হইবামাত্র গৃহস্থ পা ছাড়িয়া দিলেন, চোরও সুবিধা পাইয়া এক লম্ফে পর সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিল। তখন গৃহস্থ বুঝিলেন "চোর মানুষের অজ্ঞাতরূপি পরদুঃখ-কাতর্য্যের আশ্রয় লইয়াই পলাইবার সুবিধা করিয়াছে। আমি যদি ভিতরে ভিতরে পরের দুঃখ অনুভব না করিতাম তাহা হইলে আমি ফোঁড়ার যাতনার ভয়ে চোর ছাড়িতাম না। চোর পলায়ন করাতে আমার দুঃখ হইতেছে না, বরং এই আনন্দ হইতেছে যে মানুষ ভিতরে ভিতরে শত্রুর দুঃখেও কাতর। মানুষ যে ভিতরে ভিতরে দেবতা তাহার এই বিশিষ্ট পরিচয়।"

দরিদ্রের আদরে পরিতোষ।

দাশরথি রায়।

(১৮)

দাশু রায় পাঁচালির জন্য বিখ্যাত। তিনি একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার গ্রামে আজিও তাঁহার সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে।

একদিন দাশু রায়ের প্রতি অনুরাগী কোনও দরিদ্র ব্যক্তি দাশু রায়কে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন। দাশুরায় উক্ত ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি দাশুরায়কে বিশেষ সম্বর্দ্ধনান্তে আহারার্থ আসন প্রদান করিলেন ও অন্ন ব্যঞ্জন স্বয়ং পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। দাশুরায় যাহা কিছু আহার করিতে লাগিলেন, সমস্তই "অমৃতময়" বলিয়া ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন।

দাশুরায় যখন অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতে করিতে "এমন সুখাদ্য কখনও ভোজন করি নাই" ইত্যাদি বলিতেছিলেন তখন তথায় সমুপস্থিত এক ধনী ব্যক্তি ভাবিলেন, "দাশুরায় কখনও ভাল জিনিস খান নাই, অন্যথা এই সকল সামান্য ব্যঞ্জনাদির বিষয়ে এত প্রশংসা করিতেন না।" ধনবানের ইচ্ছা হইল "দাশুরায়কে একদিন অতি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য আহার করাইব।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি একদিন দাশু রায়কে নিমন্ত্রণ করিলেন।

দাশুরায় নির্দ্ধারিত দিবসে ধনবানের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ধনবান্ ভাবিলেন "আজ দাশুরায় না জানি কতই প্রশংসা করিবেন, আমি যে সকল দ্রব্য আহরণ করিয়াছি তাহা হয়ত কখন গলাধঃকরণ করেন নাই।"

দাশুরায়ের নিকট অশেষ প্রশংসার প্রত্যাশায় ধনবান্ শীঘ্র আহারার্থ ভৃত্যকে আসন বিস্তৃত করিতে কহিলেন ও, পাচক ব্রাহ্মণকে অন্ন ব্যঞ্জন আনিতে আদেশ করিলেন। নিজে দাশুরায়ের নিকটে এক বেত্রাসনে বসিয়া আলবোলায় তামাক খাইতে লাগিলেন।

দাশুরায় আহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি নির্ব্বাক্। মুখে একটীও কথা সরিতেছে না দেখিয়া ধনবান্ ভাবিলেন, "দাশুরায় উৎকৃষ্ট দ্রব্যের আস্বাদ জানে না, তাহা না হইলে কি এইরূপ ভাবে আহার করে? এমন সকল বহুমূল্য আহারীয় সামগ্রীর প্রশংসা করিতেছে না! শাক কচু ঘেঁচু খাওয়ার মুখে এসব রুচিবে কেন?"

শেষে ধনবান্ বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আপনি সে দিন অমুকের গৃহে যখন আহার করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের প্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জনের প্রশংসা আপনার মুখে ধরিতেছিল না, তিনি যে যে আহারীয় দ্রব্য আহরণ করেন তাহাত আমার অবিদিত নাই। আজি-কার আহারীয় দ্রব্যের তুলনায় সে সকল দ্রব্য ত কিছুই নয়। দেখুন দশ টাকা দামের তণ্ডুলের অন্ন আপনার থালায় বিরাজ করিতেছে। সেদিনকার ভাত ত ২॥০ টাকা দামের চাউলের কি না সন্দেহ। এ সময়ে যে সকল সামগ্রী দুর্ল্লভ তাহারই ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে। যে পাচক রন্ধনকার্য্যে অতি সুনিপুণ তাহা দ্বারাই এই সমস্ত পাক করান হইয়াছে। কিন্তু কৈ! আপনি ত কোন প্রশংসা করিলেন না?"

দাশুরায় বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাশয় আপনি অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন। কিন্তু একটু দোষে সব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। লুচি যতই উৎকৃষ্ট ঘৃতে ও উৎকৃষ্ট খাসায়, প্রস্তুত করুন না কেন, ময়ান না দিলে তাহা গলাধঃকরণ করা যায় না। সেদিন যে মহাত্মার বাটীতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল সে সমস্ত দ্রব্যে প্রেম-ময়ান দেওয়া ছিল, আপ-নার এখানে কোন দ্রব্যেই ময়ান নাই, সুতরাং তেমন সুস্বাদু হয় নাই।"

ধনবান্ স্পষ্টবক্তা দাশরথির বাক্যে লজ্জিত হইলেন এবং বুঝিলেন, দাশরথি ভক্তেরই দাস, অহঙ্কারী ধনবান্ ব্যক্তিকেও তৃণবৎ জ্ঞান করেন।

পরার্থে স্বার্থ-বিস্মৃতি।

(১৯)

ভাটপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়রাম ন্যায়ভূষণ বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ বহু পণ্ডিতের উপাধ্যায় ছিলেন। তিনি নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করাতে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও মীমাংসা-বুদ্ধি প্রবল ছিল, কিন্তু ব্যবহার বিদ্যায় তাঁহার বুদ্ধির অন্যথাভাব দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতেন। তাঁহার যাহা প্রাপ্য তিনি তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না, সুতরাং পীড়াপীড়ি করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না।

একদিন তিনি একস্থানে কোনও এক প্রতিবেশীর সহিত গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার চারিটী পয়সার প্রয়োজন হয়। ন্যায় ভূষণ মহাশয়ের নিকটে টাকা ছিল, পয়সা ছিল না, অগত্যা প্রতিবেশীর নিকট চাহিয়া লইয়া খরচ করিলেন। কিছু দূর গিয়া প্রতিবেশীর নিকট টাকাটী ভাঙ্গাইতে দিলেন। প্রতিবেশী টাকাটী ভাঙ্গাইয়া আনিলে ন্যায়ভূষণ মহাশয় নিজে চারিটী পয়সা লইয়া বাকী পনর আনা প্রতি-বেশীর হস্তে অর্পণ করিলেন। প্রতিবেশী বলিল "আমি আপনাকে চারি পয়সা মাত্র দিয়াছি আপনি আমাকে পনর আনা দিলেন কেন?"

ন্যায়ভূষণ মহাশয় তৎক্ষণাৎ নিজের হস্তস্থিত চারিটী পয়সা তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "সেই জন্যই ত আমি চারি পয়সা লইলাম। তুমি আমাকে ত চারি পয়সা দিয়াছিলে, এই দেখ সেই চারি পয়সাই লইয়াছি।" প্রতিবেশিগণ ন্যায়ভূষণ মহাশয়কে এই ভাবের লোক

বলিয়া জানিতেন সুতরাং তাঁহার সহিত বৃথা তর্ক করা বিড়ম্বনা জানিয়া, নিজে চারি পয়সা মাত্র লইয়া বাকী চৌদ্দ আনা আনিয়া ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের পত্নীর নিকট প্রদান করিলেন।

এক দিন আর এক প্রতিবেশী তাঁহার নিকট ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ঋণ করিতে যান। ন্যায়ভূষণ মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "টাকা আমার আছে, আমি ধার দিতে পারি কিন্তু আট আনার অধিক সুদ দিতে পারিব না।" তাঁহার ধারণা ছিল, যেমন দান করিলে শাস্ত্রানুসারে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে হয় সেইরূপ টাকা কর্জ্জ দিলে তাহার সহিত কিছু সুদ দিতে হয়; তাহা না দিলে সে কর্জ্জ দেওয়া অশাস্ত্রীয় ও পাপাবহ। প্রতিবেশী তাঁহার এই অদ্ভুত প্রস্তাবে হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না বটে কিন্তু ন্যায়ভূষণ মহাশয়কে দেবতা-জ্ঞানে একটী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২। এক দিবস মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী একটী ভদ্রলোকের সহিত পথ দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার গতি ভঙ্গ হইল। রামতনু লাহিড়ী যেন অপরাধীর ন্যায় এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া সেই ভদ্রলোকের হাত ধরিয়া এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন ও সত্বর চলিতে লাগিলেন। তাঁহার গতির ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহাকে কেহ মারিবার জন্য অনুসরণ করিয়াছে, আর তিনি প্রাণভয়ে পলাইতে-ছেন। ভদ্র ব্যক্তি যতই তাঁহাকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ততই এই ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন যে, "এমন নরাধম কে আছে যে এরূপ মহাত্মাকে প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হইবে?" কিন্তু তখন রামতনু লাহিড়ীর সত্বরতায় ব্যস্ত হইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলেন না। শেষে যখন বহুদূর গমন করা হইল তখন রামতনু লাহিড়ী ভদ্রব্যক্তির হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন ও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ভদ্র

ব্যক্তি অবসর পাইয়া রামতনু লাহিড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনাকে কি কেহ অবমাননা করিবার জন্য তাড়া করিয়াছিল ?" তিনি উত্তর করিলেন "না আমাকে কেহ তাড়া করে নাই। আপনি আমাদের সম্মুখে একটী লোককে অন্যমনস্ক ভাবে আসিতে দেখিয়াছিলেন ? তিনি আমার নিকট সময় নির্দ্ধারণ করিয়া কিছু টাকা ধার লইয়াছেন। সময় অনেক দিন হইল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু দৈন্যহেতু তাহা শোধ করিতে পারিতেছেন না, ভবিষ্যতেও শোধ করিবার আশা নাই। তাঁহার অবস্থা দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, সেই জন্য তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখা যাইতেছিল। উনি যদি এক্ষণে আমার সম্মুখে পড়িতেন তবে লজ্জায় অধোবদন হইতেন, ও—"আপনার টাকাটা এই কল্য দিব, এই অমুক ব্যক্তির নিকট কিছু পাওনা আছে পাইলেই দিব" ইত্যাদি মিথ্যা কথা কহিতেন। একেত আমার নিকট অপ্রস্তুত তাহাতে আবার মিথ্যা কথা কহা, পাছে এই দুই ঘটে, তাহা পরিহার করিবার জন্যই আমি স্বয়ং পলায়ন করিয়াছি। আহা! আমার সম্মুখে তাঁহার মুখখানি যেরূপ শুকাইয়া যায়, তাহা দেখিলে বড়ই কষ্ট হয়। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই যে ঐ ব্যক্তি আমাকে দেখিবার পূর্ব্বেই আমি পলাইয়া আসিতে পারিয়াছি !!"

ভদ্রব্যক্তি বলিলেন "উনি যদি শোধ দিতে পারিবেন না জানেন তবে টাকাটা ছাড়িয়া দেন না কেন ?" রামতনু লাহিড়ী উত্তর করিলেন "যদি বলা যায় আপনাকে ও টাকা আর দিতে হইবে না তবে তিনি আপনাকে ভিক্ষুক জ্ঞান করিয়া আরও অধিক লজ্জিত হন, সুতরাং আমার পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।" ভদ্র ব্যক্তি রামতনু লাহিড়ীর মুখের দিকে সজল দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "পৃথিবী কেবল মানুষের বাসস্থান নহে দেবতারাও মানুষের রূপ ধরিয়া ইহাতে বাস করিতেছেন।"

৩। একদিন বড় বাজারে মসলার দোকানে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যবসায়ার্থ মসলা কিনিতে আইসে। থলিয়া করিয়া ১৮৲ টাকার পয়সা ও জিনিসের তালিকা আনে। পয়সাগুলি আট আনার থাক করিয়া গণিয়া গণিয়া দিতে লাগিল, আর এক ব্যক্তি বস্ত্র পাতিয়া তাহা লইতে লাগিল। শেষে গণনা শেষ হইলে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি সমস্ত পয়সা বাঁধিয়া দোকানের মধ্য দিয়া ওধারে যাইবার যে পথ ছিল তাহা দ্বারা দোকান হইতে অপসৃত হইয়া অন্তর্হিত হইল। এক্ষণে আগন্তুক ব্যবসায়ী দোকানের কর্ম্মচারীকে বলিল, "মহাশয়, তবে আমার তালিকা মত জিনিস দেন।" কর্ম্মচারী বলিল, "টাকা?" "আগন্তুক বলিল এই যে আঠার টাকার পয়সা দিলাম; আপনার লোক লইয়া সিন্দুকের ভিতর রাখিতে গেল?" কর্ম্মচারী বলিল "ওকি আপনার লোক নয়? আমি ভাবিয়াছিলাম ও আপনার লোক, গণনায় আপনার সাহায্য করিতেছে, শেষে একত্র করিয়া আমাকে দিবে!"

তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িল। কিন্তু চোর ধরা পড়িল না। দোকানের কর্ম্মচারী আড়তদারের নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। তিনি করুণার্দ্র হইয়া আগন্তুক ব্যবসায়ীকে ফর্দ্দমত সমস্ত জিনিস ওজন করিয়া দিতে অনুমতি দিলেন। "আমার দোকানে বসিয়া যখন এই ভদ্র ব্যক্তি আপনার টাকা হারাইয়াছেন তখন উহা আমারই ক্ষতি ধরিতে হইবে" এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে মূল্যের দাবী না করিয়া তাঁহার প্রার্থিত সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিলেন।

অকৃতকর্ম্মার প্রতি ঘৃণা।

(২০)

এক দিন একটী কলু সরিষা কিনিবার জন্য হাটে যায়। সরিষা আনিবার জন্য একটী বলদ ও দুইটী থলী লইয়া যায়। সেদিন হাঠে এক ছালা মাত্র সরিষা পাওয়া যায়, সুতরাং কলু সেই এক ছালা সরিষা ক্রয় করিয়া বলদের পৃষ্ঠে একধারে চাপাইল, আর এক ধারে নিজে ঝুলিতে থাকিয়া বলদ হাঁকাইতে লাগিল।

কলু এই ভাবে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছে, এক কায়স্থ তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "অহে বাপু, তুমি একধারে ভার চাপাইয়া আর এক দিকে নিজে ঝুলিতেছ কেন?" কলু বলিল "দুই ধারে সমান ভার না হইলে বলদ চলিতে পারিবে কেন?"

কায়স্থ একটু হাস্য করিয়া বলিল "তোমাকে আর ঝুলিতে হইবে না, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সরিষা দুই ছালায় সমান ভাবে ঢালিয়া বলদের পৃষ্ঠে দুই ধারে চাপাইয়া দিল। বলদ ভারের অর্দ্ধ কমিয়া যাওয়াতে সহজে চলিতে লাগিল। কলু কায়স্থের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভাবিয়া মহা সন্তুষ্ট হইল এবং বলিল "মহাশয় আপনার ত বুদ্ধি অতি চমৎকার! আপনি যখন এমন বুদ্ধিমান্ তখন আপনি বুদ্ধি প্রভাবে বোধ হয় বিশেষ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন।"

কায়স্থ বলিল, "না বাপু আমার অবস্থা বড়ই মন্দ, আমি বেকার বসিয়া আছি; আমার সংসার চলা ভার হইয়াছে।" কলু এই বাক্য শুনিয়া অবাক্ হইয়া বলিল আপনার এত বুদ্ধি থাকিতে বেকার!

"আপনি ত দেখিতেছেন আমার কিরূপ বুদ্ধি! আমি যেমন

গাদার বুদ্ধি ধারণ করি সেইরূপ গাদার মত খাটিয়া থাকি। পরের নিন্দায় ও পরের কুৎসায় থাকিবার আমার সময় নাই। অন্য লোকে যে কাজ একদিনে করিতে পারে আমার হয় ত তাহা করিতে দুই দিন লাগে। আমি গাদার মত খাটি বলিয়াই আমার গোলায় ধান, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু, বাগানে তরিতরকারি, ঘানিতে তৈলের অভাব হয় না। আপনি আমার সহিত চলুন। আপনাকে মাথায় করিয়া রাখিব। আপনার বুদ্ধি পাইলে সোণা ফলাইতে পারিব। আমার লাভের অর্দ্ধ অংশ আপনাকে দিব। আমি যে ভূমি একদিনে চষিতে পারিব, আপনি বুদ্ধির প্রভাবে একবেলায় পারিবেন।"

এই শেষোক্ত বাক্যে কায়স্থ চমকিত হইয়া বলিল, "বাপু, ওকাজ আমাদের নয়। আমরা যদি লাঙ্গলের মুঠি ধরি আমাদের বংশ খাঁট হইবে। লোকে আমাদিগকে হেলোকায়েত বলিবে। আমাদের ছেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়া কষ্ট হইবে। আমাদের 'কলমপেশা।' কলু বিস্মিত হইয়া বলিল "মহাশয় আপনি যদি বহুদিন কলমপেশা কাজ না পান ততদিন কি আপনি বেকার থাকিবেন?" কায়স্থ বলিলেন "অদৃষ্টে যতদিন থাকিবে, তত দিনই বেকার থাকিতে হইবে।"

এই বাক্যে কলু কায়স্থের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "আপনি যথার্থ ই বেকার। আমি যদি বেকারের বুদ্ধি অনুসারে চলি মা-লক্ষ্মী আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন। আপনার সহিত এতক্ষণ কথা কহাতে বোধ হয় তিনি গোঁসা করিতেছেন। আমার বেকারের বুদ্ধি অনুসারে চলা হইবে না।" এই বলিয়া দুই থলিয়ার সরিষা এক থলিয়ায় পুনর্ব্বার ঢালিয়া তাহা বলদের একধারে চাপাইয়া নিজে বলদের আর এক ধারে ঝুলিতে ঝুলিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সৎসাহস।

(২১)

কলিকাতার উপনগরে করালীচরণ শর্ম্মা বাস করিতেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়া তিনি এক হিন্দু-রাজ-সরকারে কর্ম্ম করেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, সাধু স্বভাব, সৎসাহস প্রভৃতি দেখিয়া রাজা তাঁহাকে সমাদর করিতেন। রাজা তখনও প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত না হওয়াতে যৌবনসুলভ চাপল্যে সময়ে সময়ে পরিচালিত হইতেন।

একদিন রাজা পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহার্হ আসনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে তাঁহার মনে উদয় হইল, "দুইটী রেলওয়ের এঞ্জিন ক্রয় করিয়া সেই দুইটীর লড়াই করাইলে বেশ আমোদ হইতে পারে।" পারিষদবর্গ বলিয়া উঠিলেন "দুই এঞ্জিনের লড়াই দেখিতে বড়ই আনন্দ-জনক হইবে। যখন দুই ধার হইতে দুইখানি এঞ্জিন বেগে আসিয়া পরস্পরকে আঘাত করিবে তখন সেই আঘাতে দুইখানি এঞ্জিনই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহাতে যে শব্দ হইবে তাহা কর্ণ বধির করিবে। প্রথম আঘাতে হয় ত দুইখানি এঞ্জিনই সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। প্রাণভয়ে উহার উপর চালক না থাকাতে উহাদের গতিরোধ করিবার কেহই থাকিবে না সুতরাং প্রতিঘাতে উহারা একবার করিয়া হটিয়া যাইবে আবার পরস্পরকে আঘাত করিবে, এইরূপে যতক্ষণ না উভয়েই চূর্ণ হয় ততক্ষণ পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে থাকিবে। এ লড়াই দেখিতে অত্যন্ত আনন্দজনক হইবে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "দুইখানি এঞ্জিন ক্রয় করিতে কত খরচ লাগিবে?" একজন পারিষদ উত্তর করিলেন "বোধ হয় দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে পারিলে এই আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যাইবে।"

রাজা দুই লক্ষ টাকা খরচ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া করালী-চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "করালী বাবু! আপনি যে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া আছেন, এঞ্জিনের লড়াই কেমন আনন্দজনক হইবে মনে করেন?"

করালীচরণ রাজার প্রতি সম্মানসূচক বাক্যে বলিতে লাগিলেন "হুজুর! তামাসা অবশ্য খুব জমকাল হইবে। এরূপ লড়াই কেহ কখন স্বপ্নেও দেখে নাই, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা বলিবেন, রাজা বড় আহাম্মুক, ঘণ্টা খানেকের আমোদের জন্য দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিল ও দুইখানি এঞ্জিন্ নষ্ট করিল।"

করালীচরণের বাক্যে রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, তিনি ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "কি?" রাজাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া চোপদারগণ শন্ শন্ শব্দে অসিকোষ হইতে তরবারি উন্মোচন করিয়া করালীচরণের দিকে অগ্রসর হইয়া রাজার হুকুম অপেক্ষা করিতে লাগিল।

করালীচরণ বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমার মুখ হইতে একটা শক্ত কথা হটাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি এই বলিতেছিলাম, যে আপনার রাজা এক্ষণে বহু ঋণে জড়িত, আপনার সৈন্যগণ তিন মাসের বেতন পায় নাই, এ অবস্থায় ঐ দুই লক্ষ টাকা যদি সৈন্যদিগের বেতনে ব্যয় না করিয়া এরূপ একটা ক্ষণস্থায়ী আমোদে ব্যয় করেন, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা বলিবে রাজার বয়স এখনও কাঁচা আছে, সবদিক্ দেখিয়া খরচ করিতে শিখিতে এখনও বিলম্ব আছে।"

করালীচরণের এই বাক্যে রাজা গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "করালী বাবু, আপনি ঠিক কথা বলিয়াছেন। এরূপ নিরর্থক ব্যয় করিলে আমাকে বিবজ্জনের নিকট ঘৃণার্হ হইতে হইবে। মন্ত্রিন্ এই দুই লক্ষ মুদ্রা সৈন্যদিগের

বেতনে ব্যয় কর ও করালী বাবুর জয়ধ্বনি কর।” তৎক্ষণাৎ সভা মধ্যেই যে কেবল করালী বাবুর জয় ধ্বনিত হইল তাহা নহে, করালীচরণ সভাভঙ্গান্তে যখন রাজবাটী হইতে বাসা বাটীতে যাইতে ছিলেন তখন পথের দুই ধারের সমস্ত লোকই “করালী বাবুর জয়! করালী বাবুর জয়!” বলিয়া উচ্চ ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল।

পরের তৃপ্তিতেই পরিতৃপ্তি।

(২২)

১। বঙ্গদেশের অন্যতম প্রধান কবি রাজকৃষ্ণ রায় যে কেবল কবিত্বে মন মুগ্ধ করিয়াছেন তাহা নহে, পরদুঃখে তাঁহার প্রাণ এতই কাঁদিত, যে তাহা দেখিয়া লোকে অস্থির হইয়া পড়িত। পরের দুঃখ তাড়াইতে গিয়া তিনি নিজে অশেষ দুঃখে ঝাঁপ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক সময়ে তাঁহার সংসারের অসচ্ছল অবস্থা উপস্থিত হয়। গৃহে অন্ন নাই শুনিয়া পুস্তকবিক্রেতা সুপ্রসিদ্ধ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে কয়েকটী টাকা পাঠাইয়া দেন। অসময়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত কয়েকটী টাকা তাঁহার কয়েকটী মোহর বলিয়া মনে হইল। তিনি টাকা কয়টী পাইয়া মহা তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া বলিল “মহাশয়, আমার পত্নী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, পথ খরচের অভাবে বাটী যাইতে পারিতেছি না। বোধ হয় তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।” এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল বাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল। রাজকৃষ্ণ রায় আর থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ নিজের টাকাগুলি উহার হস্তে দিয়া বলিলেন “আমা অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন

অধিক, অতএব তুমি ইহা লইয়া যাও।" সেই ব্যক্তি টাকা লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সমুপস্থিত কোন এক ব্যক্তি রাজকৃষ্ণ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ আপনার দশা কি হইবে?"। কবিবর তখন পরের তৃপ্তিতেই পরিতৃপ্ত। হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ বিরাজ করিতেছিল। তিনি ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "উনি যা হয় করিবেন।"

২। শীতকালে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহকর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে এক অনাথা ছিন্নবস্ত্রাবৃতা রমণী শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, মা, আমার ছেলেটী শীতে বড় কষ্ট পাইতেছে, যদি এক খানি ছেঁড়া কাপড় দেন ত ইহার প্রাণ বাঁচে।

বিদ্যাসাগর জননীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তিনি বলিয়া ফেলিলেন "যেরূপ শীত পড়িয়াছে তাহাতে কাপড়ে কি শীত ভাঙ্গিবে? এক খানি লেপ লইবি?"

অনাথা রমণী বলিল, "মা, এ শীতে লেপ গায়ে দিতে পাইব এমন কি কপাল করিয়াছি।"

বিদ্যাসাগর জননী সত্বর নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার গায়ের লেপ খানি আনিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন। অনাথা আনন্দে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। এ ব্যাপার বাটীর আর কেহ জানিতে পারিল না সুতরাং উহাঁর নিজের শীত নিবারণের কোনও উপায় হইল না। বিদ্যাসাগর জননী সমস্ত রাত্রি রন্ধনগৃহে চুল্লীর পার্শ্বে বসিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন ও "অনাথা আজি ছেলে পুলে লইয়া সেই লেপখানি গায়ে দিয়া কি আনন্দেই আছে" ভাবিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং যে শীতে কষ্ট পাইতেছেন তাহা তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অতি অল্প বয়সে যখন সংস্কৃত কলেজে বৃত্তি পান, তখন পিতাকে না জানাইয়া সেই বৃত্তির টাকায় দরিদ্র সমপাঠীর জুতা কাপড় কিনিয়া দিতেন এবং তাহাকে নূতন কাপড় পরিয়া নূতন জুতা পায়ে দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া কতই আনন্দ পাইতেন, নিজে যে ছিন্নবস্ত্রধারী রিক্তপদ আছেন তাহা তাঁহার মনে আসিত না।

৩। ২৪ পরগণায় রাজপুর নিবাসী দুর্গারাম কর অত্যন্ত ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। একদিন তাঁহার পত্নী কয়েকটী পরম সুস্বাদু বস্তুর সমবায়ে একটী খাদ্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে আহার করিতে দেন। তিনি তাহা গালে দিয়াই থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। পত্নী অতিশয় অপ্রস্তুত হইলেন, ভাবিলেন 'সুস্বাদু দ্রব্যের সমবায়ে বুঝি বিস্বাদ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে!' যে সকল দ্রব্যে ঐ আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, দুর্গারাম পরদিন তাহা অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিলেন ও পত্নীদ্বারা পূর্ব্ববৎ প্রস্তুত করাইয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদের প্রসাদ গ্রহণ সময়ে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গৃহিণি, এখন তোমার প্রস্তুত করা দ্রব্য বড়ই মিষ্ট লাগিতেছে। একা একা খাইলে সুস্বাদ দ্রব্যও বিস্বাদ হইয়া পড়ে।"

৪। কলিকাতায় গুরুচরণ প্রামাণিক শীতকালে একদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলেন। গাত্রে তাদৃশ গরম বস্ত্র না থাকাতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিতেছিলেন। একটী ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "প্রামাণিক মহাশয়, আপনি দরিদ্র নন অথচ শীতে কষ্ট পাইতেছেন কেন? টাকা কি সঙ্গে যাইবে?" তিনি হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "একখানি বনাত গায়ে দিব ইচ্ছা আছে, ভগবান্ কবে ইহা পূরণ করিবেন জানি না।" ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া ব্যঙ্গহাস্য করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া একখানি লাল বনাৎ গায়ে দিয়া মহা

আনন্দে আসিতেছেন ; আনন্দে বিহ্বল। দেখা গেল সমস্ত পথ লোহিত বর্ণ হইয়া গিয়াছে ; বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া এক একখানি নূতন লাল বনাৎ গায়ে দিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। ঘটনা· ক্রমে এই দৃশ্য পূর্ব্ব বিদ্রূপকারী ধনবানের নেত্রপথে পতিত হইল ; তিনি আর থাকিতে না পারিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "প্রামাণিক মহাশয়, আপনিই যথার্থ বনাৎ গায়ে দিয়াছেন। মনুষ্যত্ব বলিলে যাহা বুঝায় তাহা আপনাতেই আছে। আমরা নিজের সেবায় অমানুষ, আপনি পরের সেবায় যথার্থ মানুষ।"

পরসেবা।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক,

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

(২৩)

কলিকাতার ৬ ক্রোশ দক্ষিণ রাজপুর গ্রাম বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জন্মস্থান। ইঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন, অতিকষ্টে কলিকাতায় বাসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। সংস্কৃত কলেজে বহু পূর্ব্বে ছাত্রবৃত্তি থাকাকে, তিনি বৃত্তির সাহায্যে, সংস্কৃত পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া ক্রমে ঐ স্থানেই অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

এক দিন এক দালাল আসিয়া সংবাদ দিল, "মহাশয়, নারিকেল ডাঙ্গায় একটা প্রকাণ্ড ভূমি খণ্ড বিক্রীত হইবে, আপনি যদি কিছু টাকা দিতে পারেন, তাহা ক্রয় করিয়া অংশ করিয়া বিক্রয় করিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। "বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত দালালকে বিশ্বাস করিতেন

সুতরাং তাহার হস্তে টাকা দিতে আশঙ্কা করিলেন না। জমির ক্রয় বিক্রয়ান্তে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দশ হাজার টাকা লাভ হইল।

"ভগবান্ আমাকে আশাতীত লাভ দিয়াছেন, ইহা আমার শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ নহে, অতএব এ অর্থ তাঁহারই কাজে ব্যয় করিতে হইবে" ভাবিয়া, কি কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন।

একদা তাঁহার এক প্রিয় ছাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ইঁহার নিবাস রাজপুরের সংলগ্ন গ্রাম হরিনাভি। ছাত্রকে পাইয়া বলিলেন "বৎস, আমার কিছু টাকা হইয়াছে, আমার রাত্রে নিদ্রা হয় না, ইহার একটা সদ্গতি করিতে পার?"

ছাত্র বলিলেন "আমাদের হরিনাভি গ্রামে একটি দরিদ্র ভাণ্ডার আছে, আপনি তাহাতে অর্থ দান করিলে আপনার অর্থের সদ্ব্যয় হইতে পারে।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দরিদ্র-ভাণ্ডার কাহাদ্বারা কিরূপে স্থাপিত হইয়াছে?" ছাত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"দেব! কলিকাতার সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যৎকালে হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তৎকালে তিনি এক দিন তাঁহার এক ছাত্র ও আমাকে সঙ্গে লইয়া হরিনাভি-নিবাসী এক পীড়িত ব্রাহ্মণকে দেখিতে যান। পীড়িত ব্যক্তি পূর্ব্বে ভাল চাকরী করিতেন ও নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার যক্ষ্মা রোগ হয় ও তাহাতে তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা ব্যয়িত হয়। যে দিন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে যান, সে দিন তাঁহার দুরবস্থার কথা দত্তমহাশয়কে বলিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু—

নবীন-দীনভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
যচোজীবিতয়ো রাসাৎ পুরোনিঃসরণে'রণঃ॥

(একজন মানী ব্যক্তি নূতন দরিদ্র হইয়া ভিক্ষার্থ দাঁড়াইলে তাঁহার প্রাণ ও বাক্যের মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়; বাক্য বলিতে চাহে, হে প্রাণ, তুমি আগে বাহির হইও না, আমি আগে বাহির হই। প্রাণ বলিতে চাহে, না ভাই বাক্য, "তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি আগে বাহির হই,") এই বাক্যটীর পূর্ণ অর্থ তাঁহার আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এই নবীন দরিদ্রের আকার ইঙ্গিতে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি তখন ঐ ব্রাহ্মণের শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীকে একখানি পত্র লিখি এবং যদি তাঁহার সাহায্য করিবার ইচ্ছা হয় তবে যেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট সাহায্য পাঠাইয়া দেন।

"মহারাণী স্বর্ণময়ীর সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল, নবীন দরিদ্রের চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত ব্রাহ্মণ অধিক দিন বাঁচিলেন না। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সাহায্য নিঃশেষে ব্যয়িত হইল না। এই অবশিষ্টাংশ অর্থে একটী দরিদ্র-ভাণ্ডার স্থাপিত হইল। ইহাতে সিন্দুরিয়াপটীর মণিলাল বাবু ও সুপ্রসিদ্ধ ধনবান্ দুর্গাচরণ লাহা মহাশয় প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করেন ও দেশের অনেকে মাসিক সাহায্য দান করেন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় মহাসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "ইহার সভাপতি, সম্পাদক ও সভ্য কাহারা?"

ছাত্র বলিলেন, "ইহার সভাপতি বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক আমি নিজে, ইহার সভ্য দেশের শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি হারাণচন্দ্র মিত্র, ভূতনাথ সরকার, পণ্ডিত অমৃতলাল ন্যায়, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী, অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী, ও গিরিশচন্দ্র দত্ত। ইহাঁরা রাত্রিতে অন্যের অজ্ঞাতসারে দরিদ্রদিগের গৃহে নিজে নিজে

মাথায় করিয়া পথ্য পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন, ও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অনাথ রোগীদিগের ভবনে গমন করিয়া পরিদর্শন করেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস, আমি আমার সমস্ত লব্ধ অর্থ ১০০০০৲ দশ হাজার টাকাই তোমাদের হাতে দিলাম। যত শীঘ্র পার একটা লেখাপড়া করিয়া টাকাটা আমার হস্ত হইতে গ্রহণ কর।"

ছাত্র অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কথা নাই, কেবল আনন্দজলে চক্ষু ভরিয়া গেল। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন "বৎস! এ সংবাদ এক্ষণে কাহাকেও দিওনা, অগ্রে লেখা পড়া করিয়া টাকাটা লও, পরে লোকের নিকট প্রকাশ করিলে তত ক্ষতি নাই।"

ছাত্র গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেব! আমি যে আমার আত্মীয়দিগকে এ শুভ সংবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না?" বিদ্যারত্ন মহাশয় নিরুত্তর রহিলেন, ছাত্র তাঁহার পদধূলি লইয়া দ্রুতপদে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তের নিকট এই শুভসংবাদ দিতে ছুটিলেন।

মহোদয় উমেশচন্দ্র দত্ত এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়াই মহা আনন্দে মিষ্টান্ন আনাইলেন ও সকলকে বিলাইয়া আত্মতৃপ্তির সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

দশ হাজার টাকার কোম্পানির সুদ যখন প্রতিমাসে যথার্থ দরিদ্রদিগের নিকট উপস্থাপিত করা হইত, তখন এক একটী দৃশ্যে বিতরণকারীদিগের চিত্ত যে কি অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদে আপ্লুত হইত তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বহুল ঘটনার মধ্যে এখানে দুইটী মাত্র চিত্র নিবেশিত হইল।

একদিন অর্থ বিতরণকারিগণ এক অন্ধ অসহায় বিধবা রমণীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হাতে একটী টাকা দিয়া বলিলেন, "মা! বিদ্যারত্ন

মহাশয় আপনাকে মাসে মাসে একটী করিয়া টাকা দিবেন, আপনি এই প্রথম মাসে টাকাটী গ্রহণ করুন।”

অনাথা যেন আকাশ হইতে পতিত হইলেন, হাতে টাকাটী লইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি বলিলে? বিদ্যারত্ন আমাকে মাসে মাসে একটী করিয়া টাকা দিবেন? ভগবান্ বিদ্যারত্নের ছেলেদিগকে রাজা কর, রাজা কর, রাজা কর!!!”

একটী মাত্র টাকা পাইয়া অন্ধা ব্যাকুলতার সহিত ঈশ্বরের নিকট যখন প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই চিত্র যে দেখিয়াছিল সে কখন এজীবনে আর ভুলিতে পারিবে না।

আর একদিন বেলা ১০ টার সময়ে হরিনাভি গঙ্গাদেবীর ঘরের সম্মুখে একখানি গরুর গাড়ি থামিল। তাহাতে রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত চলৎশক্তিহীন একটী পুরুষ, তাহার স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে পুলে। গাড়োয়ান বলিতেছে তোমরা এই খানেই নামিয়া পড়, ইহার অধিক পথ আর লইয়া যাইতে পারিব না। অগত্যা স্ত্রী রুগ্ন স্বামীকে গঙ্গাদেবীর ঘরে রাখিয়া নিজে ক্রোশ দূরবর্ত্তী গৃহে পুত্রাদি সহিত হাঁটিয়া গিয়া তথায় ভিক্ষা করিয়া স্বামীর জন্য পথ্য সংগ্রহানন্তর স্বামীকে আহার করাইয়া যাইবে এইরূপ ভাবিতেছে ও কাতরভাব প্রকাশ করিতেছে, এমন সময়ে বিদ্যারত্ন ফণ্ডের সম্পাদক ঘটনাক্রমে তথায় উপস্থিত হন। তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন, রুগ্ন ব্যক্তি ধান কাটিবার মজুরি করিতে যাইয়া বিদেশে রোগাক্রান্ত হয়, স্ত্রী সংবাদ পাইয়া পুত্রাদি কোথায় রাখিয়া যাইবে ভাবিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই স্বামীর নিকট উপস্থিত হয় ও একখানি গরুর গাড়ি করিয়া স্বামীকে আনয়ন করিতে থাকে। পথে গাড়োয়ান বুঝিতে পারে ইহাদের এমন সঙ্গতি নাই যে গাড়ি ভাড়া দিবে, তাই গঙ্গাদেবীর ঘর পাইয়া তাহাতে তুলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করে।

দরিদ্রভাণ্ডারের সম্পাদক পরমোদ্দেশ্য পরসেবার উপযুক্ত সময় পাইয়া ভগবানের চরণে প্রণাম করিলেন ও যখন গাড়োয়ানের সমস্ত ভাড়া অগ্রিম দিয়া ও বিপন্না পতিব্রতা দরিদ্র-রমণীর হস্তে বালকদিগের আহারীয় দ্রব্য, পতির পথ্য ইত্যাদি দিয়া সকলকে সেই গাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন তখন তাহাদের নিরাশার মধ্যে মুখের প্রফুল্লতা, চক্ষে কৃতজ্ঞতার জল যেই দেখিয়াছিল সেই নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু।

২৪

কলিকাতা শঙ্কর ঘোষের লেনে ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু বাস করিতেন। তাঁহার পরোপকারিতা চিন্তা করিলে আজিও মনে কত আনন্দের উদয় হয়। তাঁহার পল্লীস্থ কেহ অসুস্থ হইলে তিনি সংবাদ পাইবামাত্র ছুটিয়া আসিতেন। যাঁহারা দরিদ্র তাঁহাদিগকে যে কেবল বিনা মূল্যে ঔষধ দিতেন তাহা নহে, পথ্যের ভারও স্বয়ং গ্রহণ করিতেন।

যখন কোনও অনাথা নিজের বা সন্তানাদির পীড়ায় চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেন তখন প্রতিবাসীরা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "বোন, ভাবিতেছিস্ কেন? অমূল্য ডাক্তার বুঝি এখনও জানিতে পারে নাই? সে ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে তোর সব ব্যবস্থা হইবে, ভগবান্ অমূল্যকে দীর্ঘজীবী করুন।"

প্লেগের প্রথম আবির্ভাবে অমূল্য এক রোগী দেখিতে যান ও স্বয়ং প্লেগে আক্রান্ত হন। তিনি বুঝিতে পারিলেন এ পীড়া হইতে অব্যাহতি নাই। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা ডাক্তার তাঁহারা যে রোগ নির্ণয় করিলেন তাহাতে অমূল্যচরণ একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,

"বন্ধুগণ বুঝিতে পারিতেছেন না ; আমার রোগ সাংঘাতিক হইয়াছে।" বস্তুতঃ দুই এক দিনের মধ্যেই রোগ দুর্জ্জয় হইয়া পড়িল। তাঁহাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারা গেল না। মৃত্যুর সময়ে বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশিগণ যে যখনই এই দারুণ সংবাদ শুনিতে লাগিল শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ যাঁহারা অনাথা তাঁহারা এই নিদারুণ সংবাদে একেবারে এত শোকাতুর হইয়া পড়িলেন যে তাহা দেখিয়া অতি পাষণ্ডের চক্ষেও জলধারা পড়িয়াছিল।

ঝামাপুকুরে কুমার নরেন্দ্র নাথ মিত্রের বাটীর নিকট দেখা গেল একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, মা যেরূপ সন্তানের নানা গুণ বর্ণন করিয়া অধীরভাবে কাঁদেন, সেইরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। মনে হইল বৃদ্ধ বয়সের যষ্টি পুত্রধন হারাইয়া বৃদ্ধা কাঁদিতেছেন। শেষে শুনা গেল বৃদ্ধা অমূল্যের জন্য কাঁদিতেছেন। "অমূল্যের বাটী ত নিকটে নয়, এতদূরের লোকেও মাতার ন্যায় হা হতাস্মি করিতেছেন?" পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলিতে লাগিল "অমূল্য ত কেবল তাহার নিজের বাপ মায়ের অমূল্যধন ছিলেন না, তিনি যে দরিদ্র অনাথ মাত্রেরই অমূল্যধন ছিলেন। এরূপ ধনে বঞ্চিত হইয়া আজ এই বৃদ্ধার ন্যায় অনেকে ধরাশায়ী হইয়া ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিতেছেন।"

অমূল্যের বাটীর নিকটে যাইবার যো ছিল না। কে সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিতে যাইবে? মায়ের, স্ত্রীর, ভাইদিগের ক্রন্দনের শব্দের সহিত বন্ধুবান্ধবদিগের শব্দ মিশিয়া সমাগত সমস্ত লোকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল। একজন লোকের মৃত্যুতে যে এত লোকে কাঁদিতে পারে এরূপ দৃশ্য কেবল শৈশব কালে একবার মাত্র দেখা গিয়াছিল। হরিনাভি নিবাসী আনন্দ চন্দ্র শিরোমণির মৃত্যুতে সমস্ত গ্রামকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে দেখা গিয়াছিল। আর বহু বৎসর পরে

এই দৃশ্য দেখা গেল। আনন্দ চন্দ্র শিরোমণি সমুদায় গ্রামটীকে এক পরিবার ভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। নিজের ছেলের জন্য যে খেলনা কিনিতেন তাহা পাড়ার সমস্ত ছেলেদের জন্য কিনিতেন। একদিন সকালে দেখা গেল গ্রামের সমস্ত ছেলের গলে বেতের ঢোল ঝুলিতেছে ও সমুদয় গ্রাম ঢোলের শব্দে তোলপাড় হইতেছে। নিজের ছেলে বেতের ঢোলের আবদার করিয়াছিল, পাছে তাহাকে ঢোল কিনিয়া দিলে অন্য ছেলে ঢোলের জন্য কাঁদে সেই জন্য তিনি পাড়ার সমস্ত বালকের জন্য ঢোল কিনিতে বাধ্য হন। পরসেবা যে কি অমূল্য রত্ন তাহা তাঁহার মৃত্যুর দিনেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

২। একদিন গ্রীষ্মসময়ে দ্বিপ্রহর কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন এক ধনিগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় এক দ্বারবান্ সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে একখান সরকারী পত্র আনিয়া দিল। প্রচণ্ড রৌদ্রে দ্বারবানের সমস্ত দেহ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরিতেছিল। দ্বারবানের রৌদ্রক্লিষ্ট দেহ দেখিয়া তিনি যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন দ্বারবান্কে তথায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। উদ্দেশ্য এই, টানাপাখার নীচে বসিতে পারিলে উত্তাপ ক্লেশ প্রশমিত হইবে। দ্বারবান্ ধনীদিগের উপবেশনার্থ জাজিমে বসিতে স্বীকার না করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বল পূর্ব্বক হাত ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। পরে যখন দেখিলেন দ্বারবানের উত্তাপ ক্লেশ নিবারিত হইয়াছে তখন তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন। দ্বারবান্ও বিদায় লইল, সমুপাগত ধনিগণও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "আমরা যে আসনে উপবেশন করিয়া আছি আপনি একজন সামান্য দ্বারবান্কে তথায় বসাইয়া ভাল করেন নাই। ইহাতে আমাদের মান সম্ভ্রম থাকে না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতেন ধনিগণের অভিযোগ এইরূপ অবশ্যই

হইবে, সুতরাং তিনি তাঁহাদের বাক্যের উত্তর ইতিমধ্যে ভাবিয়াই রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "অগ্রে বিচার হউক, পরে আমাকে দোষী করিও। এক্ষণে বিচার কি ভাবে করা যাইবে? হিন্দু-মতে বিচার, না বর্ত্তমান সভ্যতানুযায়ী বিচার হইবে?"

"যদি হিন্দু মতে বিচার চাহ তবে শুন, এই দ্বারবান্ একজন কনৌজী ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা আমাদের জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। ইহাঁদের আদর তোমরা কি জানিবে, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। এখানে তোমরা না থাকিয়া যদি তোমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি থাকিতেন, তাহা হইলে ইহাঁর পদধূলি আজ জাজিমে না পড়িয়া তাঁহাদের মাথায় উঠিত। যদি বল হিন্দু মতে বিচার না করিয়া এক্ষণকার সভ্যতানুযায়ী বিচার কর। আমরা সকলে ৫০০।৭০০। ১০০০। টাকা বেতন পাই, আর এই দ্বারবান্ ৫৲ টাকা মাসিক বেতন পায়; এরূপ স্থলে আমি উহাঁকে ঘৃণা করিতে পারি না; কারণ আমার পিতা বড়বাজারে এক দোকানে ৫৲ টাকা মাহিয়ানায় কাজ করিতেন। ইহাঁকে ঘৃণা করিবার অগ্রে আমার পিতাকে ঘৃণা করিতে হয়। এবং আমাদের মধ্যে এখন কেহ কেহ এখানে হয়ত আছেন যাঁহাদের পিতা কিংবা পিতামহ ৫৲ টাকা বেতনে কাজ করিয়া গিয়াছেন।" বস্তুতঃই ধনিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পিতা বা পিতামহ ৫৲ টাকা মাহিয়ানায় চাকরি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই শেষোক্ত বাক্যে অধোবদন হইয়া রহিলেন এবং কি যে উত্তর দিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

৩। কলিকাতা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে প্রাতঃস্মরণীয় তারক প্রামাণিক তাঁহার বাটীতে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ পদধূলি-গ্রহণাদি করিতেন, নিজের দ্বারবান্দিগেরও তদ্রূপ পদধূলি লইতেন। দ্বারবান্গণ প্রথম প্রথম অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে তিনি এমন ভাব জানাইতেন যে

ব্যবহারবান্ হইলে জাতীয় গৌরব যায় না। যে ব্রাহ্মণ সৎপথে থাকিয়া ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে ব্রতী, তিনি যতই নির্ধন হউন না, তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত সম্মান যাইবার নহে।

অতিরিক্ত সেবা।

৪। হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ বিপিন বিহারী গুপ্ত যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তখন একদিন একটী ভদ্রলোক আসিয়া আবেদন করিলেন "মহাশয়, আমাদের জমিদার আপনার নিকট প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়াছিলেন। তিনি আমার জমি আর আমাকে ভোগ করিতে দেন না। আপনি যদি একখানি পত্র লিখিয়া আমার প্রতি দয়া করিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে এই দরিদ্র বাঁচিয়া যায়।" বিপিন বিহারী এই বাক্যে কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর রহিলেন। আগন্তুক ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন "আপনি কি পত্র দিতে কিন্তু করিতেছেন?"

বিপিন বিহারী বলিলেন, "না, আমি ও পত্র দিবই; আমার বিশ্বাস হইতেছে, আমার পত্র ও মাননীয় সারদাচরণ মিত্রের পত্র এই দুইখানি পত্র যদি আপনি লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার কার্য্য সিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। কারণ আমি জানি, সে সারদা বাবুকে বড়ই খাতির করে। অতএব চলুন সারদা বাবুর কাছে যাইয়া আর একখানা পত্র আপনাকে দিয়া দি।" এই বলিয়া বিপিনবিহারী যষ্টি লইলেন ও দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া সারদাচরণ মিত্রের নিকট হইতে আর একখানি অনুরোধ পত্র লইয়া আগন্তুককে দিলেন। আগন্তুক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। আগন্তুকের যে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সহপাঠীর প্রতি অনুরাগ।

(২৫)

১। একদিন কলিকাতায় গড়েরমাঠের ধার দিয়া যে পথ ভবানীপুর গিয়াছে সেই পথের উত্তর দিক্ হইতে একটী ধনবান্ দক্ষিণ দিকে যাইতেছেন, উত্তরমুখী হইয়া আর এক ব্যক্তি আসিতেছেন। উভয়ে যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই ক্রমে উভয়ের মধ্যে ধারণা হইতে লাগিল যেন পরস্পর পরিচিত। শেষে যখন উভয়ের মধ্যে দুই হাতের অধিক অন্তর রহিল না, তখন ধনবান্ হাত দুইখানি প্রসারিত করিয়া 'কি ভাই রাম, বাঁচিয়া আছিস্' বলিয়া তাঁহাকে দৃঢ় ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন। রামও "ভাই আশু নাকি? ভাই ভাল আছিস্ ত" বলিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ের আনন্দবারি চক্ষুর্দ্বয় হইতে অবিরল ভাবে বিগলিত হইতে লাগিল। উভয়ে এক পাঠশালার সহপাঠী ছিলেন। এক্ষণে ৩০ বৎসর পরে আবার দেখা হইল। সেই বাল্যকালের সদ্ভাব উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আশু বাবু বড় মানুষ হইয়াছেন, রামের দুরবস্থা ঘুচে নাই। আশু দরিদ্র সহপাঠীকে অতি যত্নের সহিত নিজগৃহে লইয়া গেলেন। সে দিন তাঁহার মহা উৎসবের দিন। সমস্ত জীবনের যত কথা, যত গল্প মনে আসিতে লাগিল, দরিদ্র সহপাঠীকে সে সমস্ত শুনাইয়া স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। রামেরও আজ সুদিন, কারণ যাঁহার এমন সহপাঠী তাঁহার সাংসারিক দুঃখ কেন থাকিবে?

২। রজনীকান্ত রায় যিনি বাঙ্গালী হইয়া প্রথমে একাউণ্টাণ্ট্ জেনারেল আপিসের অতি উচ্চ পদে বৃত হন, তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্য পরীক্ষা দেন তখন পরীক্ষার অতি অল্পদিন অবশিষ্ট

থাকিতে কোনও কারণে তাঁহার মাতা তাঁহাকে দেশে লইয়া যান। তাঁহার সহপাঠী সারদাপ্রসাদ হালদার তাঁহারই সহিত এক বাসাতে অবস্থান করিতেন। উভয়েই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। উভয়েরই টেষ্ট পরীক্ষার ফল দেখিয়া সকলেই অনুমান করিয়াছিল, রজনী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হইবেন, সারদা দ্বিতীয় হইবেন।

রজনীর পরীক্ষার ব্যাঘাত উপস্থিত দেখিয়া বাসার সকলেই চিন্তিত হইলেন। সারদা প্রসাদ রজনীকান্ত চলিয়া যাওয়াতে যেরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারও পরীক্ষায় ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়িল। বাহিরের লোকে সারদাপ্রসাদের মূর্খতা ভাবিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। একজন বন্ধু তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া ফেলিলেন, ভাই সারদা! রজনী পরীক্ষা না দিলে তোমারই ত সুবিধা, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিবে। সারদাপ্রসাদ এই বাক্যে শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, রজনী প্রথম হইবার যোগ্য আমি দ্বিতীয় হইবার যোগ্য। রজনী যাহার যোগ্য সে তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে আর আমি অযোগ্য হইয়া কেবল তাহা ঘটনাচক্রে অধিকার করিব? আমাতে ঐ পদ মানাইবে কেন? লোকেত বলিবে "রজনী পরীক্ষা দিলে সারদাকে আর প্রথম হইতে হইত না।"

সৌভাগ্যক্রমে রজনীকান্ত পরীক্ষার দুই চারি দিন থাকিতে স্বদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিলেন। সারদাপ্রসাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ হইল। রজনীকান্ত প্রথম হইলেন, সারদাপ্রসাদ দ্বিতীয় হইলেন। তখন সারদাপ্রসাদের আনন্দোৎফুল্ল বদন যেই দেখিয়াছিল, সেই তাহাতে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য লক্ষিত করিয়াছিল।

৩। একদা সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার নিজ ব্যাঙ্কে বসিয়া

কার্য্য করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার এক কর্ম্মচারী হিসাবের পুস্তক লইয়া তাঁহার নিকট নাম সহি করাইবার জন্য উপস্থিত হইল। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার কার্য্য করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারী প্রভুর হিসাবের পুস্তক দেখিবার এখনও অবসর হয় নাই ভাবিয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র! আমার ব্যাঙ্কে চাকরি করিবার পূর্ব্বে কি তুমি আমার পরিচিত ছিলে? তোমার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার আলাপ ছিল।" তখন কর্ম্মচারী হাত দুইখানি জোড় করিয়া বিনীত ভাবে বলিল "আমি এক পাঠশালে হুজুরের সমপাঠী ছিলাম।" এই বাক্য স্ফুরণ হইতে না হইতেই দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজ বাহু দ্বারা কর্ম্মচারীর গলাটী জড়াইয়া ধরিলেন, এবং সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বন্ধো! তুমি আমার সহপাঠী হইয়া আমাকে এতদিন বঞ্চনা করিয়া রাখিয়াছ? আমার সহপাঠী হইয়া এই ১৫ টাকা সামান্য বেতনে চাকুরী করা শোভা পায় না। অদ্য হইতে তোমার ভাতা ১০০৲ টাকা ধার্য্য হইল। তুমি গৃহে যাও। স্ত্রী, পুত্রের সহবাসে পরম সুখে সংসার ধর্ম্ম কর। প্রতিমাসে আমার নিকট একবার করিয়া দুই এক দিনের জন্য আসিবে। সেই দুই একদিন তোমাকে লইয়া বাল্যকালের ন্যায় আমোদ আহ্লাদ করিয়া সুখী হইব। কর্ম্মচারী হাতে চাঁদ পাইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। পরমাসে একদিন তিনি সময়ানুসারে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহে আগমন করিলেন। যৎকালে তিনি আগমন করিলেন তখন দেখিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানায় বড় বড় সাহেবের সমাগম। এত সাহেবের মধ্যে পড়িয়া কর্ম্মচারী স্খলিতপদ হইলেন এবং ফিরিবার উপক্রম করিলেন, ইহা দেখিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া তাঁহার স্কন্ধে বাহু রাখিয়া তাঁহাকে বহু সমাদর করিলেন এবং সমুপস্থিত সমস্ত সাহেবমণ্ডলীকে

এই বলিয়া বিদায় দিলেন, "আমার বাল্যবন্ধু আসিয়াছেন ইহাঁর সহিত ক্রীড়াদি করিব, অতএব আপনারা অদ্য বিদায় লউন।" সাহেব মণ্ডলী পরিধেয় থান কাপড় ও চটিজুতার অত আদর দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। দ্বারকানাথ বাল্যবন্ধু পাইয়া যতই আনন্দ, যতই উৎসব করিতে লাগিলেন, সমপাঠী ততই বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতে লাগিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

(২৬)

২৪ পরগণায় বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ বাণচাপড়া মন্দির বলিয়া এক অতি উচ্চ প্রকাণ্ড মন্দির আছে। কথিত আছে এই মন্দির নির্ম্মাণশেষ হইলে বাণচাপড়ার রাজা উহার উপরে উঠিয়া কতদূর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জানিবার জন্য স্বয়ং বাঁশের সিঁড়ি ধরিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিলেন ও দিগ্‌দিগন্তের শোভা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষে নামিবার জন্য নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কাতর হইয়া বলিলেন "আমি কিছুতেই নামিতে পারিব না। নামিতে যাইলেই ভয়ে অঙ্গ আরও কাঁপিতে থাকিবে, ও অবশ হইয়া পড়িবে, সুতরাং এত উচ্চস্থান হইতে পদ স্খলিত হইবে। আমি যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে আমার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হস্ত পদ অবশ হইবার উপক্রম হইল।

একটী মিস্ত্রী আসন্ন-বিপদ্ বুঝিয়া রাজার অনুচরগণের নিকট চুপে চুপে বলিল, "তোমরা যদি আমার প্রাণ বাঁচাও তবে আমি রাজার

প্রাণ বাঁচাইতে পারি। তাহারা তাহা স্বীকার করিলে মিস্ত্রী রাজাকে বলিল, "মহারাজ আপনি আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে নামিতে থাকুন এই দেখুন আমি নামিতেছি।" এই বলিয়া সিঁড়ির দুই চারি ক্রম নামিতে লাগিল। রাজা বলিলেন, "না আমি কিছুতেই নামিতে পারিব না।" মিস্ত্রী বলিল যদি নামিতে পারিবে না, তবে এখানে মরিতে এসেছিলে কেন? এমন আহাম্মুখ রাজাও ত কখন দেখি নাই।"

এই অবমানসূচক কঠোর বাক্যে রাজার মনে ক্রোধের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার চক্ষু দুইটী জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল। তিনি নিজের কটিদেশে যে তরবারি খানি ঝুলিতেছিল তাহা তৎক্ষণাৎ নিষ্কাসিত করিয়া "কি? এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমার প্রতি অবমানসূচক বাক্য! এই তরবারিতে স্বহস্তে তোর মস্তক ছেদন করিব।" এই বলিয়া মিস্ত্রীর অনুসরণ করিলেন। মিস্ত্রী যত জোরে নীচে নামিতে লাগিল, রাজাও তত জোরে তড়্ তড়্ করিয়া নামিতে লাগিলেন। মিস্ত্রী ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বেগে দৌড়িতে লাগিল, রাজাও ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অনুচরবর্গকে তাহাকে ধরিতে আদেশ করিতে লাগিলেন। অনুচরবর্গ তখন হাত যোড় করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার, মিস্ত্রী আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। মিস্ত্রী আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া কঠোর বাক্যে আপনার মনে ক্রোধ উৎপাদন করিয়াই আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছে। আপনার ক্রোধ উৎপাদন ভিন্ন আপনার প্রাণ বাঁচাইবার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। ক্রোধ আর সকল সময়েই পরম শত্রু, কেবল শোক ও ভয়ের সময়ে ইহার ন্যায় বন্ধু আর নাই। ইহা কেবল মিস্ত্রীরই মনে উদয় হয়, আমাদের কাহারও মনে এ উপায় উদিত হয় নাই।"

রাজা তখন চমকিত হইয়া মিস্ত্রীর অনুসরণে বিরত হইয়া বলিলেন

"আমি ভূমিতে নামিয়াছি? আমি কিরূপে নামিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। তাইত, আমি কাহার প্রাণ সংহার করিতে যাইতেছি, যে আমাকে প্রাণ দিল আমি তাহার প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইয়াছি?"

এইরূপে চৈতন্য লাভ করিয়া রাজা মিস্ত্রীকে সাদরে আহ্বান করিলেন ও যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া মিস্ত্রীর নিকট আপনাকে চিরদিন ঋণ পাশে বদ্ধ রাখিলেন।

২। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন (যিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম নাটক লেখক, যাঁহার কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের আজিও সমানভাবে আদর রহিয়াছে, তিনি) একদিন রাত্রিকালে কোনও স্থান হইতে গৃহে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে এক মদমত্ত মহাবলিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল ও "আজ তোরে মেরেই ফেলিব" বলিয়া হস্তস্থিত এক প্রকাণ্ড রুল ঊর্দ্ধে তুলিল। তর্করত্ন মহাশয় দেখিলেন তাহার দেহে এত বল যে তাহার হাত ছাড়ান দুষ্কর, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, আপনার মারিবার ক্ষমতা আছে আপনি মারুন, কিন্তু ও ব্যক্তি আমায় মারে কেন?"

মাতাল বলিল "কে মারে?" তর্করত্ন মহাশয় যে দিকে যাইবেন তাহার বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ঐ দেখুন আপনাকে দেখিয়া পলাইতেছে।" "কেন রে তুই একে মারিস্, দাঁড়া আমি তোর মাথা ফাটাইয়া ফেলিব" বলিয়া সেই মাতাল তর্করত্ন মহাশয়ের হাত ছাড়িয়া দিয়া সেই দিকে ছুটিতে লাগিল। তর্করত্ন মহাশয়ও এই সুযোগে গন্তব্য পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

দেবনারায়ণ সার্ব্বভৌম।

৩। কলিকাতা স্কটিস্ চর্চ্চ ইন্সটিটিউসনকে পূর্ব্বে কুইন্স্ কলেজ বলিত। অগিল্‌বি সাহেব তৎকালে ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। দেব নারায়ণ সার্ব্বভৌম নামে এক বৃদ্ধ পণ্ডিত ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় নিমন্ত্রণ হইলেই তাহা রক্ষা করিতে গিয়া বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইতেন, সেইজন্য অগিল্‌বি সাহেব একদিন পণ্ডিত মহাশয়কে বিদ্যালয় হইতে অবসর লইতে পীড়াপীড় করেন। পণ্ডিত মহাশয় অগিল্‌বি সাহেবের নিকট অনেক মিনতি করিলেন, বলিলেন "সাহেব, আমাকে চাকরি ত্যাগ করিতে হইলে আমরা সপরিবারে মারা যাইব।" কিন্তু সাহেব কিছুতেই যখন বাগ মানিলেন না, তখন সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "সাহেব যদি নিতান্তই আমাকে কর্ম্ম ছাড়িতে হয়, তবে একখানি প্রশংসা পত্র প্রদান করুন, কারণ আমাকে ত অন্যত্র চাকুরি করিতেই হইবে।" সাহেব, ইহাতে সম্মত হইয়া একখানি প্রশংসা পত্র দিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন "সাহেব, আমি ত ইংরাজী জানি না, আমাকে প্রশংসা পত্রের অর্থ বাঙ্গালায় অবগত করুন।" অগিল্‌বি সাহেব সুন্দর বাঙ্গালা জানিতেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় পত্রার্থ অবগতির জন্য বলিতে লাগিলেন, "দেব-নারায়ণ সার্ব্বভৌম আমার এখানে বহুকাল কর্ম্ম করিয়াছেন। ইনি অধ্যাপনা কার্য্যে বিশেষ পটু, ইঁহার অধ্যাপনা-পটুতায় বালকগণ বিশেষ সন্তুষ্ট। ইনি যেরূপ যত্ন ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে ইহাঁকে বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইনি বৃদ্ধ হইলেও অনেক যুবাকে ইহাঁর নিকট হার মানিতে হয়" ইত্যাদি।

এই শেষোক্ত বাক্যে সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন "তবে সাহেব

আমাকে ছাড়াইতেছেন কেন? আমি যদি এমনই কাজের লোক তখন আমাকে কি দোষে ছাড়াইতেছেন?” অগিল্‌বি সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন “পণ্ডিত তুমি আমাকে আচ্ছা জব্দ করিয়াছ। তোমারে কর্ম্ম ছাড়িতে হইবে না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনই কর” বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

সাক্ষী।

৪। এক খতের অভিযুক্ততায় দুইটী সাক্ষী পরস্পরের বিপরীতার্থে সাক্ষ্য দেয়। যে ঘরে বসিয়া খত লেখা হয়, এক সাক্ষী বলিল তাহা উত্তরমুখী গৃহ, অপর সাক্ষী বলিল তাহা দক্ষিণমুখী। যে শয্যায় বসিয়া খত লেখা হয়, এক সাক্ষী বলিল তাহা মান্দুর, আর এক সাক্ষী বলিল তাহা শতরঞ্চী। যে কলমে লেখা হয়, এক সাক্ষী বলিল তাহা হাঁসের পেন, আর এক সাক্ষী বলিল তাহা ষ্টীল পেন। যে সময়ে লেখা হয়, এক সাক্ষীর মতে তাহা দিন, আর এক সাক্ষীর মতে তাহা রাত্রি। যে ব্যক্তি খত লিখিয়াছিল এক সাক্ষীর মতে সে যুবা, অন্য সাক্ষীর মতে সে বৃদ্ধ। খত লেখককে জলে ঠেলিয়া ফেলা হয়। এক সাক্ষী বলে, এক হাত জলে, অন্য সাক্ষী বলে, সাত হাত জলে।

এইরূপ সাক্ষ্যের বৈপরীত্য হওয়াতে বিচারপতি অভিযোগ অগ্রাহ্য করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে তথায় সমুপস্থিত এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অভিযোক্তাকে বলিল “তুমি সত্বর আমাকে সাক্ষী মনন কর; নতুবা তোমার অভিযোগ এক্ষণেই অগ্রাহ্য হইবে।” তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উভয় সাক্ষীই সত্য কহিয়াছে। সামঞ্জস্যকারীর অভাব মাত্র। অভিযোক্তা সত্বর তাঁহাকে সাক্ষী মানিলেন। সাক্ষীকে ব্যবহারসচিব জিজ্ঞাসা করিলেন, যে গৃহে খত লেখা হয় তাহা কোন মুখের ঘর?

সাক্ষী বলিল তাহাকে উত্তরমুখী বলিলেও চলে, দক্ষিণমুখী বলিলেও চলে। কারণ তাহার উত্তরে ও দক্ষিণে দুই দিকেই দরজা আছে ও রক আছে।

সাক্ষীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, যাহাতে বসিয়া লেখা হয় তাহা কি?

সাক্ষী বলিল তাহা মাদুর বলিলেও বলিতে পারেন, শতরঞ্জী বলিলেও বলিতে পারেন। একটা বড় মাদুরের উপর একটা ছোট শতরঞ্জী আস্তৃত করা ছিল।

কি কলমে লেখা হয়? সাক্ষী বলিল তাহাকে, পালকের পেন কলম বলিলেও বলিতে পারেন, ষ্টীল পেন বলিলেও বলিতে পারেন, কারণ একটা হাঁসের পেনে ষ্টীলের মোচ লাগান ছিল।

খত লেখা হয় দিবাভাগে না রাত্রিতে? সাক্ষী বলিল, দিবাভাগে বলিলেও চলে, রাত্রিতে বলিলেও চলে। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে লেখা আরম্ভ হয়, খত লেখা শেষ হইতে রাত্রি হইয়াছিল।

যে ব্যক্তি খত লিখে সে যুবক না বৃদ্ধ?

সাক্ষী বলিল, তাহাকে যুবকও বলা যায় বৃদ্ধও বলা যায়। তিনি যুবক হইলেও অল্প বয়সে তাঁহার চুল পাকিয়া গিয়াছে।

সে কত হাত জলে পতিত হয়? সাক্ষী বলিল, এক হাত জলেও বলিতে পারেন, সাত হাত জলেও বলিতে পারেন। যে স্থানে খত লেখক পতিত হয় তথায় জল এক হাত, কিন্তু কিনারা হইতে ধরিলে সাত হাত দূরের জলে পতিত হন।

এইরূপে নূতন সাক্ষী পূর্ব্ব দুই সাক্ষীর একার্থকতা প্রতিপাদন করাইয়া অভিযোক্তার জয় লাভ করাইয়া দিল।

৫। একদিন কয়েকটী ভদ্রসন্তান কলিকাতার উত্তর কোনও বৈষ্ণবদিগের উৎসব-ক্ষেত্রে গমন করেন। উৎসব ক্ষেত্রের নিভৃত

স্থানে বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তনাদি করিতেছিলেন, উহাঁরা সেই নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াতে গোস্বামী মহাশয় উহাঁদের প্রতি মহাবিরক্ত হইয়া দ্বারবান্‌কে আদেশ করিলেন, "এই লোকদিগকে উত্তম মধ্যম দিয়া বিদায় কর।" ভদ্রসন্তানগণ অবমান ও প্রহারের ভয়ে গোস্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে চাহিলেন না। তখন ভদ্রসন্তানগণের মধ্যে এক ব্যক্তি করযোড়ে বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, যদি নিতান্তই আমাদের প্রতি নিদয় হন তবে আমাদের একটা অনুরোধ রক্ষা করিবেন।"

গোস্বামী বিরক্তভাবে বলিলেন "কি অনুরোধ?"

উক্ত ব্যক্তি বলিলেন "মহাশয়, নাই মারিলেন!"

গোস্বামী এই বাক্যে হাসিয়া ফেলিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের বাটী কি কলিকাতায়?"

ভদ্রসন্তানগণ বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ।"

তখন গোস্বামী মহাশয় সন্তুষ্টচিত্তে দ্বারবানকে বলিলেন, "বাবুদিগকে উপরে লইয়া যাও। এবং কর্ম্মচারীকে বল ইহাঁদিগকে জলযোগ করাইয়া সুস্থ করিয়া পশ্চাৎ যেন বিদায় দেয়।"

৬। কোনও ভদ্র ব্যক্তি নৌকা করিয়া এক স্থানে যাইতেছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার গ্রামবাসী জনৈক যুবক যাইতেছিলেন। যুবক নদী হইতে জল লইবার জন্য উক্ত ভদ্রব্যক্তির একটী ঘটী নদীতে যেমন ডুবাইতে যাইবেন অমনি ঘটীটি তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া নদী-গর্ভে পতিত হইল। যুবক নদীর জলে হস্ত নিমগ্ন রাখিয়াই ভদ্র ব্যক্তিকে বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, বসুজ মহাশয়, আমি আপনার ঘটীটি নদীতে ডুবাইয়া জল তুলিতেছি, যদি ঘটীটি আমার অসাবধানতায় হঠাৎ নদী-গর্ভে নিমগ্ন হয়, আপনি আমাকে কি বলেন?"

বসুজ মহাশয় বলিলেন "একটা ঘটী যদি দৈবাৎ নদীগর্ভে নিমগ্ন হয়, তাহাতে তোমাকে আর কি বলিব?"

যুবক তখন নদীর জলে নিমগ্ন হস্তখানি উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "আঃ! বাঁচিলাম! আপনার ঘটী অনেকক্ষণ হস্তস্খলিত হইয়া গভীর জলে নিমগ্ন হইয়াছে।"

"আরে! সত্য সত্যই ঘটী ফেলিয়া দিয়াছ!" বলিয়া বসুজ মহাশয় কেবল হাস্যই করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রোধ করিবার পথ পূর্ব্বেই অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

এক চোর।

১। কলিকাতায় কলুটোলায় এক ধনবানের বাটীতে সন্ধ্যার সময় এক চোর প্রবেশ করিয়া বাটীর কর্ত্তার শয়ন গৃহে খাটের নীচে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করে। তাহার সঙ্কল্প ছিল, "রাত্রিতে কর্ত্তা ও কর্ত্রী নিদ্রা যাইলে দ্বার খুলিয়া অলঙ্কারের বাক্স লইয়া যাইব।" রাত্রি ১০টার সময় কর্ত্তা ও কর্ত্রী শয়ন গৃহে উপস্থিত হইলেন। কর্ত্তা দ্বারের নিকট একটী গালিচা পাতিয়া আলোক লইয়া সংসারের হিসাবের খাতা দেখিতে লাগিলেন। খাতা দেখিতে দেখিতে দুধের হিসাবে অধিক খরচ দেখিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুধের এত খরচ কিসে?" পত্নী উত্তর করিলেন, মা ষষ্ঠীর কৃপায় তোমার অনেকগুলি ভাইপো, তাহাদিগকে দুধ না দিয়া কেবল তোমার পাতে ত দুধ দেওয়া যায় না!"

কর্ত্তা চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি? সমস্ত ভাইপোদিগকে দুধ খাওয়াও? তাহাদিগকে দুধ খাওয়াইয়া আমাকে ফতুর করিতে চাও?"

কর্ত্রী বলিলেন, "কত লোকের টাকা চুরি চামারীতে নষ্ট হয়, তোমার টাকা না হয় সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইল।"

কর্ত্তা ক্রোধে অধীর হইলেন, তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া হিসাবের খাতাই দেখিতে লাগিলেন, পরিবারের সহিত কথা বন্ধ করিলেন ও গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। স্বামী অনিদ্রিত থাকাতে পত্নীও শয়ন করিতে পারিলেন না; তিনিও খাটের উপর নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি ১টা ২টা ৩টা ৪টা বাজিয়া গেল, কর্ত্তা ক্রোধভরে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন, পত্নীও তদবস্থায় খাটের উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন। চোর মহাবিপদে পড়িল, ৫টা বাজিতে অর্থাৎ প্রভাত হইতে আর বিলম্ব নাই, দেখিয়া ভাবিল, "আর উপায় নাই, ধরা পড়িলাম, কি করি!"

চোর অনন্যোপায় হইয়া নিজের নিকটে যে ছোরা ছিল তাহা বাহির করিয়া হঠাৎ খাটের নিম্নস্থান হইতে কর্ত্তার সম্মুখে ঝম্প দিয়া পড়িয়া কর্ত্তার গলাটী ধরিয়া কর্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিল, "মা! তুমিই এই বাটীর লক্ষ্মী, তোমার পুণ্যেই এই বাটীর লক্ষ্মীশ্রী। তুমি হুকুম কর, আমি এই পাষণ্ডের গলায় ছোরা মারি, ভাইপোদের দুধ দিতে ইহার প্রাণ ফেটে যায়! মা, তুমিই সাক্ষাৎ ভগবতী, তুমি হুকুম কর, আমি ইহার গলায় ছোরা মারি।"

কর্ত্তা অপরাধী। যে অপরাধী হয় সামান্য বালকের ভৎর্সনাতেও সে অপ্রস্তুত হয়। সুতরাং কর্ত্তা জড়সড়। কর্ত্রী খাট হইতে নামিয়া হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা! আমার স্বামীর প্রাণহন্তা হইও না, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।" চোর বলিল "এবারে ছাড়িয়া দিলাম, ফের যদি ভাইপোদের দুধ খাওয়াইতে কোনও কথা উঠে, তখন মা, তোমার কথাও আর শুনিব না। আজি ছাড়িয়া দিলাম।" এই বলিয়া চোর দ্বারের হুড়কা খুলিয়া কর্ত্তার উপর গালি বর্ষণ করিতে করিতে ভদ্রলোকের মত চলিয়া গেল।

চোর চলিয়া যাইলে পরে উহাদের হুঁস হইল, এ ব্যক্তি চোর।

চুরি করিবার সুবিধা না পাইয়া পলাইবার জন্য এই এক ফন্দি করিয়াছে মাত্র। তখন চোর ধরিবার জন্য চারিদিকে লোক জন ছুটিল, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান না পাইয়া নিরাশ মনে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

জ্ঞানবান্ বালকও বৃদ্ধবৎ পূজ্য।

(২৭)

জ্ঞানী ব্যক্তি যতই বয়ঃকনিষ্ঠ হউন না কেন, তাঁহার প্রতি সম্মান স্বাভাবিক। জ্ঞানীকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে কেহই অগ্রসর হইতে পারে না।

মাননীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন পাঠ সমাপন করিয়া নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে অধ্যাপনকার্য্যে নিযুক্ত হন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যন্ত অল্প। নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের বয়স তাঁহার অপেক্ষা অধিক, সুতরাং এক বালককে উপাধ্যায়ের আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহারা সকলেই তাঁহার সহিত উপহাস বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি তাস খেলিতে জান?" কেহ বলিল "তোমার ডাণ্ডাগুলি খেলা আসে?" একজন বলিল, "হ্যাঁ গা মোগল পাটন খেলা জান?"

ভূদেব মুখোপাধ্যায় এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলেন, যেই মোগলপাটনের খেলার কথা জিজ্ঞাসা করিল অমনি তিনি বলিলেন, "হাঁ আমি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া মোগলপাটনের খেলার কথা শিখিয়াছি। আপনারা শুনিতে চান? উহা মোগলপাটন নহে, উহা মোগলপাঠান। মোগল ও পাঠানদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহা চমৎকার ব্যাপার।" এইরূপ উপক্রম করিয়া মোগলপাঠানদিগের ঐতিহাসিক ঘটনা সকল এমন সুন্দররূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, যে যুবকছাত্রগণ একেবারে চিত্রপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে তাহাদের যে দৃষ্টি

পতিত ছিল তাহা নির্নিমেষ হইয়া উঠিল। তাহাদের এই তন্ময়ভাব উপলব্ধি করিয়া ভূদেব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন মোগলপাঠান-দিগের ক্রীড়ার ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন?" এই বাক্যে তাহারা সকলেই বলিয়া উঠিল "আজ্ঞে হাঁ।" তাহাদের মুখে যেই "আজ্ঞে হাঁ" শুনিতে পাইলেন, অমনি তিনি সাহস পাইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে মনে মনে স্থির করিলেন, যুবকেরা যখন এত অল্পক্ষণ মধ্যেই "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়াছে তখন ইহাদিগকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে আর বিলম্ব নাই। এই স্থির করিয়া ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উদ্ভিত্তত্ত্ব, জ্যোতিস্তত্ত্ব ও অন্যান্য বিদ্যাসম্বন্ধে নানা নিগূঢ় আনন্দপ্রদ বিষয় বর্ণন করিয়া তাহাদের হৃদয় এমন আকৃষ্ট করিলেন যে তাহারা তাঁহাকে শেষে দেবতার ন্যায় সমাদব করিতে লাগিল।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাম্ অর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

অভিমান ত্যাগ।

(২৮)

নবদ্বীপে দুই ভাই মহা পণ্ডিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রে ও কনিষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। একদিন স্মার্ত্ত ভ্রাতা কোন কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে গমন করেন। নৈয়ায়িক ভ্রাতা গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া উহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমার একটী শিশুর কাল হইয়াছে, তাহার কি অগ্নিদাহ সংস্কার হইবে?" নৈয়ায়িক ভ্রাতা ভাবিলেন, "যদি দাহ করিতে না থাকে তবে দাহান্তে দেহ কোথায় পাওয়া যাইবে?" অতএব বলিলেন "দাহ হইবে না পুতিয়া রাখগে।" তাঁহার বাক্যে আগন্তুক ব্যক্তি শিশুকে পুতিয়া রাখিল। স্মার্ত্ত গৃহে আসলে নৈয়ায়িক তাঁহাকে মৃত

শিশুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি "অগ্নিসংস্কার হইবে" বলিলেন। তখন নৈয়ায়িক সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মৃত্তিকা হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া তাহার অগ্নিসংস্কার কর।" ইহাতে আগন্তুক ব্যক্তি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আপনার পিতা আপনাকে যে একটী ষাঁড় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতাম না।"

এই ব্যক্তির বাক্যে নৈয়ায়িকের মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল, তিনি স্মৃতি শিক্ষার্থ ব্যস্ত হইলেন কিন্তু যাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে যান তিনিই তাহাতে অস্বীকার করেন। কারণ, অত বড় মহা পণ্ডিতকে কে শিষ্য করিতে সাহস পাইবে ?

নৈয়ায়িক শেষে নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া ধূল মাখিয়া উন্মত্তের বেশ ধরিলেন ও এক প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তের টোলের ধারে বসিয়া তাহাদের পাঠ শুনিতে লাগিলেন। সকলেই পাগল বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে যখন সমস্ত কঠিন বিষয় অধিগত হইল, তখন তিনি একদিন একটা কঠিন প্রশ্ন করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে টোলের অধ্যাপকের সহিত তাঁহার বিচার হয়, এই বিচারে অধ্যাপক পরাভূত হইয়া "ইনি কে, কোথা হইতে আসিলেন", ইত্যাদির সন্ধানান্তে জানিতে পারিলেন "ইনি অমুক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক।" তখন তিনি উন্মত্তবেশধারীর যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। একাধারে ন্যায় স্মৃতি উভয় শাস্ত্রে স্ফূর্ত্তিলাভ করাতে তিনি জগন্মান্য হইয়াছিলেন।

২। ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ত্তৃত্ববিশেষে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি ডি, এল, পরীক্ষায় সামান্য ছাত্রের ন্যায় নিজের অধীনস্থদিগের নিকট পরীক্ষা দিতে কিছুমাত্রও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। বিদ্যাশিক্ষার্থ যাঁহারা উন্মত্ত, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করেন।

৩। মেট্রপলিটান কলেজে আইন বিভাগে একটী ৬০ ষষ্টি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়। "এরূপ বৃদ্ধ বয়সে আইন পাঠ করিয়া কবেই বা ওকালতি করিবেন?" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, "আমি পেন্সন লইয়াছি, এক্ষণে নিষ্কর্ম্মা হইয়া কিরূপে থাকিব? সুতরাং এই অবকাশে যে কেবল একটা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিব তাহা নহে তাহার পর্য্যালোচনার্থ আদালতে ওকালতীও করিব। যে কয়টা দিন বাঁচিব ব্যবহার শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া সময় সুখে কাটাইবার বাসনা করিয়াছি। লোকে পেন্সন্ লইয়া পাশা খেলিয়া বা গল্প করিয়া অমূল্য জীবন অতিবাহিত করে, আমি ব্যবহার শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সুখে দিন কাটাইব। এই শাস্ত্রে যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি ইহাতেই যত দেখিতে পাওয়া যাইবে এমন আর কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে না।" তাঁহার যে সকল সহপাঠী বালক প্রথম প্রথম বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "মহাশয় কি পরলোকে ওকালতী করিবার জন্য পাঠ করিতেছেন?" তাহারা শেষে তাঁহার অধ্যবসায় ও আলস্যহীনতা দেখিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

চিত্তের উপর আধিপত্য।

১। একদিন এক দরিদ্র গৃহস্থ বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া নিজ বাটীতে আহারার্থ অনুরোধ করেন। বাবু কেশবচন্দ্র তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। নিমন্ত্রণকারী কৃতার্থ হইয়া যথাসাধ্য আয়োজন করিলেন ও বাবু কেশবচন্দ্রকে ভোজন করাইলেন। ভোজনের শেষে

ভদ্রব্যক্তি এক বাটী দুগ্ধ বাবু কেশবচন্দ্রকে প্রদান করেন। বাবু কেশবচন্দ্র দেখিলেন, দুগ্ধে তৈল ভাসিতেছে। আঘ্রাণ করিয়া দেখিলেন উহাতে রেড়ির তৈল কিরূপে পড়িয়াছে। দেখিয়া তিনি গৃহস্থকে কিছু না বলিয়া সমুদয় দুগ্ধ অবলীলাক্রমে পান করিলেন। মনের উপর আধিপত্য থাকাতে রেড়ির তৈলের দুর্গন্ধ জন্য কোনও কষ্ট অনুভব করিলেন না। তাঁহার বমনভাব আসিল না, সুতরাং কেহই জানিতেও পারিল না।

২। এক সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পায়ে একটা বিস্ফোটক হয়। সেই স্ফোটক এমন উগ্র হয় যে ডাক্তার উহা কাটাইবার ব্যবস্থা দেন বিদ্যাসাগর মহাশয় পা খানি ডাক্তারের দিকে বাড়াইয়া দিয়া সমীপগত ব্যক্তিদিগের সহিত যেমন কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন তেমনই কহিতে লাগিলেন। ওদিকে ডাক্তার তাঁহার পায়ে অস্ত্রাঘাত করিয়া স্ফোটক চারিচেলা করিলেন, শোণিতে স্থান ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখ দেখিলে মনে হয় নাই যে, ডাক্তার তাঁহার ফোঁড়া কাটিতেছেন। শেষে ডাক্তার ফোঁড়ার ড্রেস্ করিয়া যখন বলিলেন "সব শেষ হইয়াছে" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় পায়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এই যে বাঁধা পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে!" ডাক্তার ও সমীপগত ব্যক্তিগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কষ্ট-সহিষ্ণুতা অর্থাৎ তাঁহার চিত্তের আধিপত্য দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

আত্মনির্ভরতা।

দয়ালচন্দ্র।

(২৯)

কথিত আছে দয়ালচন্দ্র নামে এক কুলীন সন্তান কলিকাতায় বাস করিতেন। জাত্যংশে মহান্ বলিয়া কোন এক রাজবাটীতে তাঁহার বিবাহ হয়। রাজার ইচ্ছা দয়াল অন্যান্য জামাতার ন্যায় ঘরজামাই হইয়া থাকেন। কারণ, দয়ালের আর্থিক অবস্থা বড়ই মন্দ। 'কন্যা জামাতার গৃহে পাঠাইলে অত্যন্ত কষ্ট পাইবে' ভাবিয়া কন্যা পাঠাইবার নামও করিতেন না। দয়াল মধ্যে মধ্যে শ্বশুর বাটীতে যাইতেন বটে কিন্তু তথায় আহার করিতেন না। 'আহার করিয়া আসিয়াছি, পেট ভার আছে, ইহার উপর আহার করিলে পীড়া হইবে' বলিয়া কিছুতেই কোনও দ্রব্য আহার করিতেন না। গরীবের ছেলের বদনে যাহা কখন উঠে নাই তাহা ভক্ষণ করিলে পাছে শ্বশুর বাটীর কেহ জিজ্ঞাসা করে "কেমন হে এ জিনিসের নাম জান? ইহা কখন খাইয়াছ?" ইত্যাদি বাক্য তাঁহাকে কখনও শুনিতে হইত না।

ক্রমে পত্নীর সহিত দয়ালের প্রণয় হইতে লাগিল। শেষে যখন দয়াল বুঝিলেন পত্নী তাঁহার দুঃখের অংশ লইতে প্রস্তুত, তখন একদিন রাত্রিকালে পত্নীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, "প্রিয়তমে, পিত্রালয়ে চিরদিন থাকা ভাল দেখায় না, আমারও সংসারে কেহ না থাকাতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি, তবে কি আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া আমার ভাঙ্গা কুটীরে যাইবে?" পত্নী আনন্দে বলিল, "তুমি ভাঙ্গাঘরে দুঃখে বাস করিবে আর আমি এখানে রাজভোগে থাকিব? তোমার হাতে যখন বাবা আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন তখন তুমি আমাকে যেখানে

রাখিবে সেই আমার স্বর্গ। তুমি যখন আমার পিতৃগৃহে কোনও উৎকৃষ্ট সামগ্রী ভক্ষণ করনা, তখন আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া কি সুখ পাইব? তোমার দিনান্তে যাহা জুটিবে আমি তাহার অংশভাগিনী হইতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিব।”

পতিসোহাগিনী পত্নীর এই অমৃতমাখা বাক্যে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া সেই রাত্রিতেই খড়্গির দ্বার দিয়া তিনি পত্নীকে লইয়া বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া একখানি পালকী করিয়া নিজের ভগ্ন-কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ভগ্নকুটীরে ছারপোকাপূর্ণ ভাঙ্গা তক্তপোষে শয়ন করিয়া পরম সুখে সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

প্রভাতে দয়াল গুণবতী পত্নীকে ঘরগোবর দিতে শিখাইয়া, চুল্লীতে অগ্নি দিতে বলিয়া নিজে বাজার করিতে গেলেন।

এদিকে প্রভাতে রাজবাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। “জামাতা কন্যা লইয়া পলাইয়াছেন। কন্যা আমার কত কষ্টই পাইবে। না আছে ঘর, না আছে ভাল শয্যা, না আছে তৈজসপত্র, না আছে আহারীয় দ্রব্য। যাহা হউক কন্যা যখন জামাতার দুঃখের অংশ লইতে ইচ্ছুক হইয়াছে, তখন তাহারা যাহাতে কষ্ট না পায় তাহার জন্য সমুদয় দ্রব্যাদি পাঠান যাউক,” এই বলিয়া রাজা দাস দাসী, পল্যাঙ্ক, শয্যা, নানাবিধ তৈজসপত্র ও বহুবিধ আহারীয় দ্রব্য ভারে ভারে পাঠাইয়া দিলেন।

দয়াল বাজার হইতে আসিয়া দেখেন লোকজনে ও দ্রব্যসামগ্রীতে বাটী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি মহাদুঃখিত হইয়া বলিলেন, “এসমস্ত দ্রব্য যদি ফিরাইয়া লইয়া না যাও আমি এ বাটীতে থাকিব না। আমি যখন নিজের উপার্জ্জিত দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্য ভোগ করিব না তখন এখানে জোর করিয়া এই সমস্ত দ্রব্য রাখার অর্থ আমাকে এখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। যদি আমাকে তাড়ানই মতলব হয়,

তবে রাজকন্যাকে কেন তোমরা গৃহে লইয়া যাওনা? আমি এই ভাঙ্গা ঘরে একাই পড়িয়া থাকিব।”

এই শেষোক্ত বাক্যে রাজকন্যার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তিনি যে গমস্তা দাস দাসী দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সমুদয় দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন।

দয়ালের চাকরি বিল সরকারি, মাহিয়ানা ১০৲ টাকা মাত্র। তখনকার দিনে ১০৲ টাকায় পতি পত্নীর জীবিকা নির্ব্বাহ এক প্রকার কষ্টে চলিতে পারিত।

গমস্তা অগত্যা দ্রব্যাদি লইয়া বিদায় লইলেন ও রাজার নিকট গিয়া আদ্যন্ত বিবরণ করিলেন। রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন, শেষে, “জামাতা দয়াল যথার্থই বড় ঘরের ছেলে বটে” বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব করিতে লাগিলেন।

এরূপ একটা অসামান্য ঘটনা কাহার অবিদিত থাকে? অল্প দিনেই এই সমস্ত ব্যাপার প্রচার হইয়া পড়িল। দয়াল যে আপিসে বিল সরকারি কাজ করিতেন তথাকার মুচ্ছুদ্দির কাণে ইহা পৌঁছিল; মুচ্ছুদ্দি অবাক্ হইয়া পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল কি হে, আমাদের দয়াল অমুক রাজার জামাই? সে বিলসরকারি কাজ করিতেছে? তাহার কাজে যেরূপ আগ্রহ তাহাতে আমার বোধ হয় ইহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি অতি কম আছে। দয়াল কি ইংরাজি জানে?” পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বলিল “অতি সামান্য রূপ জানে।” “আচ্ছা তাহাকে ডাকিয়া আন।” দয়ালকে ডাকা হইল তিনি আসিয়া মুচ্ছুদ্দির নিকট বিনীত ভাবে দাঁড়াইলেন। মুচ্ছুদ্দি তাঁহার বিনীত মনোরম মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইহাতে অমানুষিক গুণ আছে। তিনি দয়ালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “দয়াল, এই কাগজ লইয়া কলিকাতা (ক্যালক্যাটা) লিখ দেখি?” দয়াল কলম লইয়া C অক্ষরটী যেমন

লিখিলেন, মুচ্ছুদ্দি অমনি বলিলেন, "বুঝা গিয়াছে তুমি ইংরাজি জান, আর লিখিতে হইবে না। তোমার বেতন অদ্য ২৫ টাকা হইল।"

আপিস্ শুদ্ধ সকলেই দয়ালের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং সুবিধা উপস্থিত হইলেই বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ক্রমে দয়াল কার্য্যদক্ষতা লাভ করিয়া অতি উন্নত পদে আরোহণ করিলেন। তাঁহার ভগ্ন গৃহ স্থলে নূতন অট্টালিকা উন্নীত হইল। রাজকন্যার মূল্যবান্ অলঙ্কার হইতে লাগিল, দাস দাসী হইতে লাগিল, শেষে দয়াল একজন বড় মানুষের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিলেন।

যখন দয়াল দেখিলেন তাঁহার অবস্থা সম্যক্ উন্নত হইয়াছে, তখন শ্বশুর রাজার সহিত আত্মীয় ভাবে মিশিতে লাগিলেন। শ্বশুরও জামাতাকে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দেখিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

ক্ষমা।

এক সন্ন্যাসীর শিষ্য।

(৩০)

পূর্ব্ব বঙ্গে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য নদী পার হইবার জন্য তীরে উপনীত হয়। পোতে উঠিবার জন্য বাঁশের যে মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহার উপর দিয়া ঘোটক সকল পোতে উঠিতে লাগিল। এই কালে তীরে অবস্থিত এক সন্ন্যাসীর কোনও শিষ্য কমণ্ডলু হস্তে নদীতে নামিয়া তাহা জলে পূর্ণ করিবার জন্য কমণ্ডলু নদীর জলে ডুবাইলেন। ডুবাইবামাত্র কমণ্ডলুতে জল প্রবেশের ভুক্ ভুক্ শব্দ হইতে লাগিল। এই অভূতপূর্ব্ব শব্দে সৈন্যগণের ঘোটক ভীত হইয়া ভয়ের নানা চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। ঘোটকের ভয়ের

কারণ সেনাপতির চক্ষে পতিত হইবামাত্র, সেনাপতি ক্রোধভরে বেত্রহস্তে সন্ন্যাসীর শিষ্যের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে এমন প্রহার করিতে লাগিলেন যে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কাটিয়া গেল ও শোণিত প্রবাহ বহিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর শিষ্য নিস্তব্ধভাবে প্রহার সহ্য করিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে জল দিয়া শোণিত ধৌত করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সন্ন্যাসী অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "বৎস! ফিরাইয়া দেও, ফিরাইয়া দেও ফিরাইয়া দেও।"

শিষ্য গুরুর অভিপ্রায় ভাল বুঝিতে না পারিয়া শোণিত ধৌত করিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছেন এমন সময়ে সেনানী যে ঘোড়ায় পোতে উঠিতে যাইতেছিলেন তাহা স্খলিতপদ হইয়া সেনানী সহ নদীতে পতিত হওয়াতে সেনানী এরূপ আহত হইলেন যে তাঁহার বাঁচিবার আর কোনও আশা রহিল না। তখন সন্ন্যাসী নিজ শিষ্যের গালে এক চপেটাঘাত করিয়া অশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, "রে শিষ্য পাষণ্ড, তুই আজ নর হত্যা করিলি? সেনানী তোকে প্রহার মাত্র করিয়াছেন, তুই তাঁহার প্রাণবধ করিলি?"

শিষ্য করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "গুরো! আমি কিরূপে সেনানীর প্রাণসংহার করিলাম? পাছে উহার প্রতি আমার ক্রোধ হয়, সেই ভয়ে আমি উহার দিকে দৃষ্টিপাতও করি নাই।" গুরু বলিলেন তুই ক্রোধ করিস্ নাই বটে, কিন্তু মনে মনে দুঃখ পাইয়াছিস, তোর মুখে বিষাদ দেখিয়াই ত আমি বার বার চীৎকার করিয়া বলিতেছিলাম, "ফিরাইয়া দেও ফিরাইয়া দেও, ফিরাইয়া দেও।" তুই যদি ক্ষমা করিতেই পারিবনা তবে সেনানীর কুব্যবহার ফিরাইয়া দিলি না কেন? অর্থাৎ ক্রোধ করিয়া অন্ততঃ একটা গালি দিয়াও উহার অত্যাচার ফিরাইয়া দিলিনা কেন? তাহা হইলে সেনানীর প্রাণদণ্ড হইত না,

সুতরাং তুই নরঘাতী হইতিস্ না। এক্ষণে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তোর মুক্তি নাই।”

শিষ্য বলিলেন, “ঠাকুর আমি সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কুকাজ করিয়াছি, এক্ষণে যদি আমি প্রীত মনে ক্ষমা করি তাহা হইলে কি সেনানী প্রাণে বাঁচিতে পারেন?” গুরু বলিলেন, যদি নিষ্কপটভাবে ক্ষমা করিতে পার, সেনানী বাঁচিয়া যাইবেন, রাজকার্য্যেরও যে ক্ষতি করিতেছিলি সে ক্ষতি আর হইবে না।” শিষ্য সেনানার উপর যে ক্ষোভ দুঃখ হইয়াছিল, তাহা মন হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং ঐকান্তিকতার সহিত শ্রীহরির নিকট উহার প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিষ্য দেখিলেন সেনানী চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়াছেন, তখন শিষ্যের এমন আনন্দ হইল যে গুরুদেবের পদতলে লুণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। শেষে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন “গুরুদেব, আপনি আমাকে আজ নরক হইতে রক্ষা করিলেন।”

সেনানীর চৈতন্য লাভ হইল, তিনি বাঁচিয়া উঠিলেন, দেখিয়া সৈন্যগণের মধ্যে আনন্দ কোলাহল উঠিল। গুরু শিষ্যেরও আনন্দের সীমা রহিল না।

মহাত্মার ক্রোধ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় একদিন কলেজে অলঙ্কার অধ্যাপন করিতেছিলেন। কোন কারণে তিনি ছাত্রদিগের প্রতি মহা বিরক্ত হন। তৎক্ষণাৎ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আসন ত্যাগ করিলেন ও “অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেবকে জানাইয়া তোমাদের বিশেষ শাস্তি দিতেছি” বলিয়া পাঠগৃহ ত্যাগ করিয়া বাহির

হইলেন। এই সময়ে একটী ছাত্র অপর ছাত্রকে বলিল, "তর্কবাগীশ মহাশয় অত্যন্ত চটিয়াছেন, কি কাণ্ডই করেন!"

সহপাঠী তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, ভাই! "আমাদের প্রেম চটিবার নয়।" এই শেষোক্ত বাক্য প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া পুনঃ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন ও আনন্দোৎফুল্ল বদনে বলিতে লাগিলেন "কে এ কথা বলিল?" চমৎকার বলিয়াছে, চমৎকার বলিয়াছে, চমৎকার বলিয়াছে! বাঃ!!! প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের এত যে ক্রোধ, একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। উক্ত কথার মধ্যে দুইটী অর্থ থাকাতে (অর্থাৎ ১। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় চটিবার নন, আর ২। আমাদের প্রেম (ভালবাসা) যাইবার নয়, উনি যতই আমাদের শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হউন না কেন) অধ্যাপক মহাশয় শাস্তি দিবেন কি, আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাহাদের দোষ ক্ষমা করিলেন।

প্রতিশ্রুত প্রতিপালন।

(৩২)

শুনা যায়, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনবান্ রামদুলাল সরকার যখন ৫৲ টাকা বেতনে হাটখোলার দত্তবাবুদের বাটীতে সরকার ছিলেন তখন একদিন এক পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ রামদুলালের আকার প্রকার কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া বলেন, "রামদুলাল! তুমি যদি বড় মানুষ হও আমাকে কি দিবে?" রামদুলাল বলিলেন, "আমি যদি বড় মানুষ হই, আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই দিব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমাকে দশ হাজার টাকা দিবে বল?" রামদুলাল বলিলেন, "আমি যদি বড় মানুষ হই, দিব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "তুমি নিজ হাতে ইহা

আমাকে লিখিয়া দেও।” রামদুলাল লিখিলেন, “যদি বড় মানুষ হই আপনাকে দশ হাজার টাকা দিব।” ব্রাহ্মণ সেই কাগজটুকু নামাবলীতে বাঁধিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

কয়েক বৎসর পরে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে সেই কাগজবাঁধা নামাবলিখানি পুত্রদের হাতে দিয়া বলিলেন “তোমরা রামদুলাল সরকারের নিকট গিয়া এই কাগজখানি দিও, শুনিতে পাইয়াছি তিনি বড় মানুষ হইয়াছেন।”

ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্র সেই কাগজখানি লইয়া ৺কালীঘাটে আগমন করেন ও রামদুলালের সংবাদ লইতে থাকেন। ক্রমে রামদুলালের কলিকাতা-বাটীর ঠিকানা জানিতে পারিলেন ও তাঁহার নিকট গিয়া সেই কাগজখানি অর্পণ করিলেন।

রামদুলাল স্বহস্ত লিখিত কাগজখানি দেখিলেন। পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি এ কাগজখানি কোথায় পাইলেন?” ব্রাহ্মণপুত্র বলিলেন “পিতা মৃত্যুকালে এই কাগজখানি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন ও বলিয়া গিয়াছেন “রামদুলাল সরকারকে এই কাগজখানি দেখাইও। তাঁহার আদেশানুসারে আমি আসিয়াছি।”

রামদুলাল সরকার ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, ইনি সেই ব্রাহ্মণের পুত্রই বটেন। তখন তিনি সাদরে তাঁহাকে বাটীতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া বিধিমত আহারাদি দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। পরে তাঁহার সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ দেখি, কোন্ বৎসর ডুবা জাহাজ হইতে লক্ষ টাকা পাওয়া যায়?”

সরকার বৎসর নিরূপণ করিয়া দিলে রামদুলাল সেই বৎসর হইতে গণনা করিয়া দশ হাজার টাকা ও তাহার সমস্ত সুদ প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে দিলেন। পরে এত টাকা পাছে ব্রাহ্মণ নষ্ট করিয়া ফেলেন সেই ভয়ে ঐ টাকায় তাঁহার নিজ দেশে একখানি তালুক

কিনিয়া দেন। ব্রাহ্মণ যখন চৌদ্দ হাজার টাকা পান তখন দুই হাত তুলিয়া রামদুলালকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আনন্দ-বারিতে তাঁহার নয়নদ্বয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল, শেষে "পিতা এই দৃশ্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

২। ইলাহি বক্স।

(৩২)

কলিকাতায় মতিশীলের পুকুরের নিকট এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বাড়ীর কণ্ট্রাক্টরের কাজ করিতেন। এতদুপলক্ষে তিনি এক মুসলমান মিস্ত্রীর সহিত কন্ট্রাক্ট করিয়া তাহাকে দুই শত টাকা দেন। মিস্ত্রী টাকা লইয়া কাজ না করাতে ব্রাহ্মণ তাহাকে টাকা প্রত্যর্পণ করিতে বলেন, কিন্তু মিস্ত্রী টাকা প্রত্যর্পণ না করাতে অগত্যা ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে অভিযোগ করেন। মিস্ত্রী ব্রাহ্মণের হাতে পায়ে ধরিয়া কিস্তিবন্দী করিয়া লইল। কিন্তু কিস্তিবন্দীতে টাকা আদায় না হওয়াতে ব্রাহ্মণ এক দিন মিস্ত্রীর বাটীতে গিয়া তাহার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ উপস্থিত, চারি দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ যখন নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন তখন অন্ধকারাবৃত এক গৃহের মধ্যে অবস্থিত এক মুসলমান বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আপনি টাকার জন্য ভাবিবেন না, আপনার টাকা মিলিবে।" নিকটবর্ত্তী মুসলমানগণ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যান, ইলাহিবক্স যখন আপনাকে টাকার ভাবনা করিতে বারণ করিয়াছেন তখন আপনার টাকা এক প্রকার হস্তগত হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ এই কথায় তথা হইতে বিদায় লইলেন।

পাঁচ ছয় মাস চলিয়া গেল, মিস্ত্রী একেবারে গা ঢাকা দিল তাহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। ব্রাহ্মণ এক প্রকার নিরাশ হইলেন। এক দিন ব্রাহ্মণ কলিকাতায় বড়বাজারের নিকট দিয়া যাইতেছেন, একটী মুসলমান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, আপনাকে সেই মিস্ত্রী টাকা দিয়াছে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "ভদ্র, আমি তাহার দর্শনই পাই না, টাকা দিবে কে?" মুসলমান বলিলেন, "সে কি মহাশয়, ইলাহিবক্স যে টাকার কথায় আছেন তাহা আজিও আদায় হয় নাই? আপনি এক কাজ করুন, আপনি পেঁড়োয় গিয়া সেখান হইতে এক পাল্‌কি করিয়া পাল্‌কিওয়ালাদিগকে বলিবেন, ইলাহি বক্সের বাটী লইয়া যাও। তাহারা আপনাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইবে। পাল্‌কিভাড়া বোধ হয় আপনার লাগিবে না।"

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন "অনেকটা টাকা লোকসান হইতে চলিল, দেখা যাউক, না হয় আরও কিছু টাকা গাড়ি পাল্‌কি খরচাতেই যাইবে।" এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাল্‌কি ইলাহি বক্সের বাটীর নিকট পৌঁছিলে, ব্রাহ্মণ দেখিলেন কয়েকটী মুসলমান ভদ্রলোক এক পুষ্করিণীর ঘাটের ধারে মোড়ায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়গণ, ইলাহি বক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি, তিনি কোথায় আছেন?" মুসলমানদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি জন্য তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন?" ব্রাহ্মণ সমস্ত ব্যাপার আদ্যন্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা বলিলেন "আপনি অমুক নাপিতের বাটী যাইয়া অগ্রে স্নানাহার করুন, পরে আপনি সুস্থ হইলে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইবে।"

এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে উক্ত নাপিতের নিকট লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ স্নান আহ্নিক সমাপন করিলেন ও জলযোগ করিলেন। ব্রাহ্মণ দেখি-

লেন উহা একটী অতিথিশালা, সুতরাং নাপিতকে জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্র, এ অতিথিশালা কাহার?" নাপিত বলিলেন "ইহা ইলাহিবক্স মহোদয়ের।" ব্রাহ্মণ হতজ্ঞান হইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে রহিলেন।

এই সময়ে ইলাহিবক্স আসিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন "আপনি পাক করুন, এই নাপিত আপনার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেছে। এ বাটীতে হিন্দু ভিন্ন মুসলমানের প্রবেশের অধিকার নাই। আপনি যদি আজ রাত্রিতে অনাহারে থাকেন, আপনার টাকা আদায় করিয়া দিব না"।

ব্রাহ্মণ অগত্যা সেই নাপিতের সাহায্যে নিজে পাক করিয়া আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ও অতিথিশালার এক সুপরিষ্কৃত গৃহে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে ইলাহিবক্স সেই মিস্ত্রীকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন ও ব্রাহ্মণকে আরও দুই দিন অতিথিশালায় অবস্থান করিতে বলিলেন।

দুই দিন পরে কলিকাতা হইতে মিস্ত্রীকে লইয়া তাঁহার লোক উপস্থিত হইলে ইলাহিবক্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি ব্রাহ্মণের ঋণ আজিও শোধ দেও নাই?" মিস্ত্রী বলিল, "আমি টাকা যোগাড় করিতে পারিতেছি না।" ইলাহিবক্স বলিলেন "বুঝিয়াছি, তোমার নিকট হইতে আমাকেই টাকা আদায় করিতে হইবে, আপাততঃ তোমার সমস্ত ঋণ আমি ব্রাহ্মণকে শোধ দি।" এই বলিয়া ইলাহিবক্স পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ব্রাহ্মণের টাকার যত সুদ হইয়াছিল, সমস্ত সুদ সমেত সেই ঋণের টাকা শোধ করিয়া দিলেন। পাল্কীও তিন দিন বসিয়া থাকাতে তাহাদিগকে দ্বিগুণ ভাড়া দিলেন ও ব্রাহ্মণের সম্মানের জন্য নিজে ২৫৲টী টাকা দিয়া অতি সমাদরের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ ইলাহি বক্সের সত্যনিষ্ঠা, ভালব্যবহার, আগন্তুকের প্রতি সমাদর, যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই

তাঁহার মনে হইতে লাগিল "নিশ্চয়ই কোন দেবতা আত্মদৃষ্টান্তে লোক-মধ্যে সত্যনিষ্ঠা সদ্ভাবপরতা ও লোকানুরাগ শিক্ষা দিবার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

জাতীয় অনুষ্ঠানে অনুরাগ।

মাতৃশ্রাদ্ধ।

(৩৩)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার এক সমপাঠীকে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিত সমপাঠী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "কিহে ভূদেব, তুমিও যে দেখি এসব বিষয়ে বিশ্বাস কর। মরা গরুতে যদি ঘাস খাইত তবে ভাবনা কি ছিল!"

মহোদয় ভূদেব তাঁহার বাক্যে কোনও উত্তর না দিয়া তাঁহার নিজ পাঠগৃহে যাইয়া তাঁহার টেবিলের উপর একখানি নাইন্টিন্‌থ্ সেন্চুরি নামক ইংরাজি মাসিক পত্র স্থাপন করিলেন ও তাহাতে "হিন্দুদিগের পিতৃশ্রাদ্ধ" নামক যে প্রবন্ধটী ছিল তাহা খুলিয়া তাহাতে একটী লাল ফিতা দিয়া আবার মুড়িয়া পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিলেন ও টেবিলের সম্মুখে একখানি মাত্র চৌকি রাখিয়া সহপাঠীকে তথায় আহ্বান করিলেন ও বলিলেন, "ভাই, ক্ষণকাল তুমি এই চৌকিতে উপবেশন কর, আমি একবার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত অভ্যর্থনা হইতেছে কিনা দেখিয়া আসি।" সহপাঠী তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া চৌকিতে উপবেশন করিলেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে একাকী রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সহপাঠী একাকী, সম্মুখে একখানি পুস্তক, সহজেই তাঁহার ইচ্ছা হইল, ততক্ষণ এই পুস্তকখানি দেখি। তিনি যেমনি পুস্তক উদ্‌ঘাটন

করিলেন অমনি হিন্দুদিগের পিতৃশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে প্রবন্ধটী তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। তিনি অমনি, সাহেবেরা হিন্দুদিগের পিতৃশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কি বলেন জানিতে কৌতূহলী হইয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। লেখার চতুরতায় তিনি তাহাতে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় অলক্ষিত ভাবে আসিয়া দেখিলেন "হাঁ ঔষধ ধরিয়াছে।" সহপাঠীর যতক্ষণ পাঠ সাঙ্গ না হইল ততক্ষণ তিনি তথায় প্রকাশ্যভাবে আসিলেন না কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে সমুদায় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পাঠও সমাপ্ত হইল সহপাঠীর শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে পূর্ব্বমত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। তখন ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রকাশ্যভাবে সহপাঠীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "দেখ ভাই, বাপ মায়ের ঋণ শোধ কেহই করিতে পারে না বটে, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি করিয়া তাঁহাদের প্রতি কথঞ্চিৎ পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলে মনে বড়ই একটা তৃপ্তি হয়।" সহপাঠী বলিলেন, "পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ বড়ই ভাল, ইহা ভিন্ন তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের অন্য উপায় আর নাই।"

মহোদয় ভূদেব বলিলেন "শ্রাদ্ধাদিতে যে অন্ততঃ পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ জন্য একটা তৃপ্তি হয়, তাহা যতক্ষণ সাহেবেরা না বলেন ততক্ষণ আমরা স্বীকার করি না।"

সচেষ্টতা।

(৩৪)

শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পাটনায় বাস করিতেন। তাঁহার সংসারে পত্নী ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। তাঁহার পৈত্রিক ধন সম্পত্তি থাকাতে সংসার চালাইবার কষ্ট ছিল না। তিনি বাঙ্গালা, ইংরাজী, ফার্শি ও উর্দ্দু চারি ভাষাতেই কৃতবিদ্য ছিলেন।

কলিকাতার কোনও এক ধনবান্ প্রবঞ্চক তাঁহার অর্থের সন্ধান পাইয়া পাটনায় যান ও তাঁহার সহিত কিছুদিন আনুগত্য করিয়া কলিকাতায় তাঁহার অর্থ কোনও ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিলে তিনি অতুল ধনশালী হইবেন এই প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে সপরিবারে কলিকাতায় আনেন ও নিজের একটা ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থান করিতে দিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ মিত্রভাবে মিশিতে লাগিলেন।

প্রবঞ্চক ব্যবসায়ের আয়োজনের ভান করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিলেন ও তাঁহাকে পথের ভিখারী করিলেন। ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া গৃহেই বসিয়া থাকেন ও কেবল চিন্তা করেন। পত্নী বলিতে লাগিলেন, "তুমি যখন লেখা পড়া জান, তখন মিছামিছি বসিয়া ভাবিতেছ কেন? কোথাও গিয়া একটা চাকুরির যোগাড় কর না?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি কলিকাতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথায় যাইব, কাহাকে ধরিব কিছুই জানি না, সুতরাং চাকুরি কিরূপে যোগাড় করিব?" পত্নী স্বামীকে বাটীর বাহির হইয়া অন্যের নিকট পরিচিত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "যাও, বড় লোকের বাটী গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ কর, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেও, ক্রমে আলাপ পরিচয় হইবে। 'কে আমার জন্য সুপারিস্ করিবে' বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও না। নিষ্কর্ম্মা লোককে ভগবান্ অনুগ্রহ করেন না।"

স্বামী পত্নীর যুক্তিযুক্ত বাক্যে গৃহের বাহির হইলেন ও নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও ভদ্রলোক দেখিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধান পাইলেন, মতিলাল শীল একজন পরোপকারী ধনী। তাঁহার আশ্রয় পাইয়া অনেকেই কৃতার্থ হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ এই সন্ধান পাইয়া একদিন মতিলাল শীলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাঁহার বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম।

তিনি এক প্রান্তে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে যখন সমস্ত লোক নিজ নিজ কার্য্য সমাপনান্তে উঠিয়া গেলেন, তখন মতিলাল শীল ব্রাহ্মণকে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি পাটনা হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রবঞ্চকের প্রতারণায় সমস্ত ধন ক্ষয় করিয়া এক্ষণে আপনার নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"

মতিলাল শীল তখন বেলা অধিক হওয়াতে ও বিশেষ কার্য্য থাকাতে কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণের বাক্যে কোনও বিশেষ উত্তর দিতে না পারিয়া, এই মাত্র বলিয়া বিদায় লইলেন, "ঠাকুর, চাকুরি সহজে হয় না।"

ব্রাহ্মণ বাটীতে ফিরিয়া গিয়া পত্নীর নিকট আদ্যন্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। পত্নী পরদিন বলিলেন, "তুমি আবার আজ মতিলাল শীলের বাটী যাও।"

ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীর অনুরোধে আবার পর দিন মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় গমন করিলেন। এদিন মতিলাল শীল তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র "প্রণাম" বলিয়া গড় করিলেন, ব্রাহ্মণ বৈঠকখানার এক ধারে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সমস্ত লোক বিদায় লইলে ব্রাহ্মণ আবার পূর্ব্ববৎ নিবেদন করিলেন। এবারে মতিলাল শীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি চাকুরির প্রার্থী, আপনি কাহার পরিচিত?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি কলিকাতায় আসিয়া অবধি কাহারও পরিচিত হইতে পারি নাই, কেবল আপনি আমাকে যা চিনেন।"

"আমি আপনাকে কিরূপে চিনি?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনি যদি আমাকে না চিনেন তবে প্রণাম করিলেন কেন? আমি যে ব্রাহ্মণ তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

মতিলাল শীল বলিলেন "আপনি কল্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিয়াছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহাশয়, আপনার নিকট যত লোক আসেন ও যাঁহারা আপনার পরিচিত আপনি কি প্রত্যেকের গৃহে গিয়া তাঁহাদের ঘর দ্বার প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছেন? আপনার নিকট যিনি যতবার আসেন তিনি তত পরিচিত। অন্য ব্যক্তি হয়ত এক বৎসর আপনার নিকট আসিয়া আপনার এক বৎসরের পরিচিত, আমি একদিনের পরিচিত।"

মতিলাল শীল এই বাক্যে মহা সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে যেরূপ সুবক্তা দেখিতেছি তাহাতে বোধ হইতেছে আপনি একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। আপনি কতদূর পড়িয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি বাঙ্গালা ইংরাজি ফার্শি ও উর্দ্দু বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছি।"

"আপনি ইংরাজি জানেন? আচ্ছা এই বাঙ্গালা পত্রখানি ইংরাজিতে অনুবাদ করুন দেখি?" এই বলিয়া মতিলাল শীল বাটীর মধ্যে গমন করিলেন ও অর্দ্ধঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার বাহিরে আসিয়া তাঁহার ইংরাজি স্বয়ং দেখিলেন ও ইংরাজি সেরেস্তার কর্ম্মচারীকে দেখাইলেন। ইংরাজি অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে দেখিয়া মতিলাল শীল ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনি সত্বর আহারাদি করিয়া ও পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া আসুন, আমার গাড়িতেই আপনাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমার অদ্য আহারের সংস্থান নাই, বস্ত্রও দ্বিতীয় নাই, সুতরাং বাটী গিয়া কি করিব? আমি এই স্থানেই আপনার অপেক্ষায় বসিয়া থাকি।"

মতিলাল শীল তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের হস্তে দশটী টাকা দিয়া তাঁহার আহার ও বস্ত্রের সংস্থানার্থ বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ আনন্দে বিভোর

হইয়া মাধববাবুর বাজারে বস্ত্র কিনিলেন ও আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট যাইয়া ক্রীত দ্রব্য ও অবশিষ্ট অর্থ ব্রাহ্মণীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণী মহা আনন্দে সত্বর আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে আহার করাইলেন ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া বিদায় দিলেন।

ব্রাহ্মণকে আগত দেখিয়া মতিলাল শীল তাঁহাকে নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইলেন ও মতিশীলের ঘাটের নিকট যে এক ময়দার কল ছিল তাহার পরিদর্শক করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণের কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া মতিলাল শীল ক্রমে তাঁহাকে ব্যবসায়ের অংশী করিয়া প্রসিদ্ধ ধনবান্ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের দুর্দ্দিন একেবারে চলিয়া গেল।

কার্য্যগুপ্তি।

(৩৫)

যাঁহারা মহদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত তাঁহারা ফলাফল ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত হওয়াতে কৃতকার্য্যতা বিষয়ে অস্থিরতা উপলব্ধি করিয়া মন্ত্রগুপ্তি বা কার্য্যগুপ্তি অবলম্বন করেন। রাজকার্য্যে মন্ত্রগুপ্তি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান্ যুদ্ধে মন্ত্রগুপ্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। বঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে কার্য্যগুপ্তির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

কলিকাতার সন্নিকটে কোনও এক গণ্ডগ্রামে এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের ইচ্ছানুসারে উৎসব করিবার জন্য পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিলেন ও বলিলেন "বৎস! তোমার এই প্রথম পুত্র, ইহার অন্নপ্রাশনে কিছু খরচপত্র করিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু সেই খরচ

পত্র বাজে কাজে না করিয়া আমার ইচ্ছা হইতেছে, দুই এক হাজার টাকা ভোজে ব্যয় করিয়া ৫০ হাজার টাকা খরচ করিয়া খোকার কল্যাণে একটা রাস্তা করিয়া দিই। গঙ্গার তীর হইতে অমুক অমুক গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রান্তর মধ্যে একটা বড় রথ্যা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলে, বহুল লোকের বিশেষ উপকার করা হইবে। একদিন আমোদ করিয়া বহুল অর্থব্যয় করা অপেক্ষা লোকের চিরস্থায়ী উপকার করিতে পারিলে আমার মনে বড়ই তৃপ্তি হইবে।"

পুত্র পিতার এই সৎ-ইচ্ছার পোষকতা করিয়া হর্ষচিহ্ন প্রকাশ করিলে, পিতা অল্পব্যয়ে অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বহুব্যয়ে কল্পিত রাজমার্গ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং গঙ্গার ধারে এক বণিক্‌দিগের দ্রব্যজাত রাখিবার জন্য বিশাল গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ইহাতে ঐ পথে বাণিজ্যের এমন সুবিধা হইল যে গৃহের ভাটক দ্বারা যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল। তখন পুত্র মনে মনে বুঝিলেন, পিতা পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছিলেন এই স্থানে একটা রাস্তা করিতে পারিলে জমিদারির আয় বিশেষ বাড়িয়া যাইবে। পিতার কি চমৎকার কার্য্য-গুপ্তি! আমি সন্তান হইয়া সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়াও তাঁহার এই অভি-প্রায় একদিনের জন্যও বুঝিতে পারি নাই!! লোকে জানিল অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যথেষ্ট ব্যয় হইয়া গেল, একদিন আমোদ অপেক্ষা চিরদিনের একটা কাজ হইল, অথচ জমিদারের একটা আয়ের পথ খোলা হইল! ধন্য পিতার কার্য্যগুপ্তি!

শাস্তিদানে কৃতজ্ঞতা।

(৩৬)

একদিন ২৪ পরগণার রাজপুর গ্রামে মড়া গঙ্গার কোনও ঘাটে এক অপরিচিত ব্যক্তি স্নান করিতেছিল। "তোমার নিবাস কোথায়, কোথা হইতে আসিতেছ ?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করাতে ঐ ব্যক্তি বলিল "আমার বাটী অমুক গ্রামে, আমি আলিপুর জেল হইতে খালাস পাইয়া বাটী যাইতেছি। বেলা অধিক হওয়াতে এই ঘাটে স্নান করিয়া লইতেছি।" "তুমি কি অপরাধ করিয়াছিলে ? তোমার জেল হওয়া কি উচিত হইয়াছিল ?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসাতে সে বলিতে লাগিল "আমি যে অপরাধ করিয়াছিলাম তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। মহাশয়, বিচারক মহোদয় বড়ই বিচক্ষণ। আমার উকীল বিচারকের চক্ষে ধূলি দিবার যথেষ্ট ফন্দি করিয়াছিলেন কিন্তু বিচারকের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার নিকট হার মানিয়া নিরস্ত হইতে বাধ্য হন। আমার জেল হইল বটে, অনেক কষ্টও পাইতে হইল বটে, কিন্তু সেই বিচারকের কথা মনে পড়িলেই তাঁহার প্রতি আমার কেমন একটা ভক্তি আসিয়া পড়ে। মহাশয়! এই ইংরাজরাজ্যে যে কাহার প্রতি অন্যায় বিচার হইবে তাহার যো নাই। বিচারের কি সুব্যবস্থা! পাছে নির্দ্দোষের শাস্তি হয় এই ভয়ে আমার উকীল যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিচারক মন দিয়া শুনিয়াছিলেন এবং যতক্ষণ বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া গিয়াছিল ততক্ষণ আমাকে কিছুতেই দোষী করিতে চান নাই। বিরুদ্ধ উকীল আমার বিপক্ষে কোন অন্যায় কথা বলিলে হাকিম নিজে তাহা খণ্ডন করিতে লাগিলেন। যে সকল বিষয়ে হাকিমের একটুও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল তাহা তিনি বিচারের মধ্যে গণনায় আনিলেন না, তাহা আনিলে

আমার শাস্তি অনেক বাড়িয়া যাইত। অনেক তর্ক বিতর্কের পর যখন তিনি স্পষ্ট প্রমাণ পাইলেন তখন আমাকে দোষী করিলেন। তথাপি আমাকে তখনও যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়! ইংরাজরাজ্যে ইহাতে কি আর অবিচার হইবার যো আছে? আমার সম্বন্ধে ঠিক বিচার ও ঠিক শাস্তি হইয়াছে।"

সামান্য লোকের মধ্যেও সত্যবাদিতা।

(৩৭)

একদিন এক জমিদার এক কৃষককে মহা সমাদরে আহ্বান করিয়া এক মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কৃষক অসম্মতি প্রকাশ করাতে জমিদার তাহার ঘর জ্বালাইয়া দিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন ইত্যাদি বিভীষিকা প্রদর্শন করেন। ইহাতে কৃষক হাস্য করিয়া বলিল "আপনি ভয় দেখাইয়া মিথ্যা বলাইয়া লইতে পারিবেন না, তবে আপনাকে যেরূপ বিপন্ন দেখিতেছি, তাহাতে আমি নরকগামী হইয়াও আপনার জন্য মিথ্যা কথা কহিব।" এই বলিয়া কৃষক বিদায় লইল এবং নিরূপিত দিনে বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। এই কয় দিন কিরূপে মিথ্যা কহিব এই ভাবনায় তাহার আহার নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল। শীর্ণদেহে কৃষক বিচারক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যেমন সত্য পাঠ করিল, অমনি তাহার বাক্য স্খলিত হইল। তখন সে করযোড়ে তথায় উপস্থিত জমিদারের দিকে তাকাইয়া বলিল, "হুজুর আপনার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। নরকে যাইবার জন্যও প্রস্তুত হইয়াছি। কিন্তু পারিলাম না। কথা বাঁধিয়া যাইতেছে। আমি জোর করিয়া মিথ্যা বলিতে যাইতেছি, রসনা সত্য কথা বলিয়া

ফেলিতেছে। আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছে।"

কৃষকের এই বাক্যে বিচারালয়স্থ সমস্ত ব্যক্তি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জমিদার তাহার প্রতি বিরূপ হইবেন কি, তাহাকে দেবতা মনে করিয়া তাহার দিকে সাশ্রুনয়নে এক দৃষ্টে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভদ্র, তুমি সত্য কথাই বল। আমার বিপদ্ যত হয় হউক, তোমার মত দেবতাকে নরকে লইয়া যাইলে যে মহাপাপ হইবে তাহাতে যে আমার অনন্ত দুর্গতি হইবে!!! সত্য কথা বলিয়া আমাকে অনন্ত নরক হইতে রক্ষা কর।"

২। এক সাঁওতাল অপর এক সাঁওতালের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লয়। বহু দিন গত হইল, শুধিতে পারিল না। শেষে এক উকিলের পরামর্শে ঋণ অস্বীকার করিল। উত্তমর্ণ সাঁওতাল রাজদ্বারে অভিযোগ করিল। অধমর্ণ বিচারালয়ে উকিলের পরামর্শ অনুসারে অস্বীকার করিল। কেহ সাক্ষী না থাকাতে বিচারক অভিযোগ অগ্রাহ্য করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে উত্তমর্ণ বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিল "হুজুর, ঐব্যক্তি যদি আমার নিকট ঋণ না লইয়া থাকে তবে আমার এই দড়িতে যে গিরো বাঁধিয়া দিয়াছে তাহা খুলিয়া দিউক?" সাঁওতালেরা কোন একটা চুক্তি করিবার সময় একটা রজ্জুতে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিয়া থাকে।

অধমর্ণ এই বাক্যে চমকিত হইয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর! যে হাতে টাকা লইয়া গিরো বাঁধিয়া দিয়াছি, সে হাতে কি করিয়া খুলিয়া দিব?"

এই বাক্যে বিচারালয়স্থ সকলে যতই হাসিতে লাগিলেন পরামর্শ-দাতার মস্তক ততই হেঁট হইতে লাগিল।

স্পষ্টভাষিতাপ্রিয়তা।

(৩৮)

একদিন মতিলাল শীল বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, নিকটে উপকার-প্রত্যাশী বহু লোকের সমাগম। মতিলাল শীলের নিয়ম ছিল তিনি প্রত্যেকের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উপকারার্থীর উপকার করিবার যথাসাধ্য উপায় স্থির করিয়া দিয়া বিদায় দিতেন। তদনুসারে সেদিন তিনি প্রত্যেকের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা ও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বিদায় দিলে একজন মাত্র অবশিষ্ট আছেন দেখিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কপঞ্চানন। ইহাঁকে আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "আমি যে উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আসিয়াছি তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে, আপনাকে আমার জন্য কিছুই করিতে হইবে না।" মতিলাল শীল ইহাতে কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার যে উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিতে হইবে।"

গঙ্গাধর তর্কপঞ্চানন বলিলেন, "আমি জানিতাম আমার ন্যায় কুৎসিত পুরুষ আর ভূমণ্ডলে নাই। এই দেখ আমার কৃষ্ণবর্ণের শীর্ণ দেহ। যখনই মুকুরে আমার মুখ দেখি তখনই আমার জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হয়। একদিন আমাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া আমার এক বন্ধু আমাকে বলিল, 'ভাই, তুমি আপনাকে অত অবজ্ঞা করিও না, তুমি মতিলাল শীলের নিকট গিয়া বসিয়া থাক তাহা হইলে তাহার রূপের সহিত তোমার রূপ তুলিত হইলে তোমার দেহের প্রতি আদর হইবে।' তাহার কথায় আমি এখানে আসিয়া দেখি আমার ন্যায় সুপুরুষ এ পৃথিবীতে আরও একজন আছেন। বাবু, তুমি দীর্ঘজীবী হও, আমার যখনই মন বিষণ্ণ হইবে তোমাকে দেখিলেই আমি পরম আশ্বাস লাভ

করিতে পারিব। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা, যেন তোমাকে রাখিয়া আমি যাইতে পারি।"

কথিত আছে মতিলাল শীল অতিশয় কুৎসিত ছিলেন। তিনি এই সমস্ত শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তিনি নিজে যে কুৎসিত ছিলেন তাহা সাহস করিয়া অদ্যাবধি কেহই বলিতে পারেন নাই। অদ্য ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন। তদবধি গঙ্গাধর তর্কপঞ্চাননের সহিত তাঁহার বিশেষ আনুগত্য হইতে লাগিল। মতিলাল শীলের সাধ হইল তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে কিছু অর্থের সাহায্য করেন, কিন্তু তর্কপঞ্চানন মহাশয় কিছুতেই স্বীকার পাইতেন না। একদিন তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনায় ব্যাপৃত আছেন একব্যক্তি একটী হাঁড়ী আনিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ছাত্রগণ কুতূহলী হইয়া দেখে, উহার মধ্যে একখানি অতি মূল্যবান্ রাঙ্গা বনাৎ রহিয়াছে। সকলেই অনুমান করিল মতিলাল শীলেরই এই কাজ।

একদিন এক মদ্যপায়ী মতিলাল শীলের সহিত সাক্ষাৎ করে। শীল মহাশয় মদ্যকে ঘৃণা করিতেন সুতরাং তাহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। ইহাতে মদ্যপানরত ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "মতি বাবু, আপনি যাহার খোসা বেচিয়া বড় মানুষ তাহার শাঁসে ঘৃণা করা আপনার শোভা পায় না।" কথিত আছে মতিলাল শীল বোতল এক চেটিয়া করিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। সুতরাং মদ্যপায়ীর এই যথাযত কথায় তিনি মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিশেষ সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

২। একদিন রামদুলাল সরকার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পল্লীস্থ এক উন্মত্ত ব্যক্তি নীচে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া একটী মরা ইন্দুর দেখিতেছে। সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে, ওখানে

দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া কি দেখিতেছ ?” উন্মত্ত ব্যক্তি বলিল “সার্থক-জীবন ইঁদুর দেখিতেছি। “ইঁদুরের জীবন কিসে সার্থক দেখিলে ?” উন্মত্ত বলিল “আহা আপনার দেহ দিয়া এত গুলি পিপীলিকা পোষণ করিতেছে। আপনিত টাকার উপর বাস করিতেছেন, আপনা হতে যত লোক প্রতিপালিত হওয়া উচিত তাহা কি হইতেছে ? কিন্তু, এই সামান্য ইঁদুর মৃত হইয়া সহস্র সহস্র পিপীলিকা প্রোষণ করিতেছে।”

রামদুলাল সরকার উন্মত্তকে আর উন্মত্ত মনে করিলেন না, সাক্ষাৎ গুরু মনে করিয়া তাহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া নিজ অর্থের অধিক সদ্ব্যয় করিবার জন্য এক প্রসিদ্ধ অতিথিশালা স্থাপন করিলেন। তিনি উন্মত্তের কথায় বিরক্ত না হইয়া তাহার স্পষ্টবাদিতার জন্য কৃতজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আজ প্রাতঃস্মরণীয়।

আহারে সংযম।

(৩৯)

হালিসহর নিবাসী স্বর্গীয় জজ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি যে কেবল অমায়িকতা ও পরোপকারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার আহারেও সংযম চমৎকার ছিল। যে সকল বিষয় সাধারণে নগণ্য তাহাতেও তিনি চিত্তসংযম দেখাইতেন।

একদিন তিনি আহার করিতে বসিয়া দেখেন তাঁহার ভগ্নী তাঁহার আহারার্থ একটা পাত্রে দুইটী মিষ্টান্ন রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “ভগ্নি! আমি প্রতিদিন একটী মাত্র মিষ্টান্ন ভক্ষণ করি, অদ্য দুইটী কেন ?”

ভগ্নী বলিলেন, “অদ্য কুটুম্বের বাটী হইতে তত্ব আসিয়াছে, তাই অতিরিক্ত মিষ্টান্ন থাকাতে আপনাকে দুইটী মিষ্টান্ন দিয়াছি।”

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, "খাইলে, পাহাড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত খাওয়া যায়, উহা বাড়াইতে নাই। তুমি একটী মিষ্টান্ন আর এক জনকে দেও।" এই বলিয়া একটী মিষ্টান্ন তুলিয়া ভগ্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

২। বিদ্যাসাগর মহাশয় আহার বিষয়ে সংযম বজায় রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আহার করিতে বসিয়া সমস্ত ব্যঞ্জন বাদ দিয়া কেবল লবণের সাহায্যে সমস্ত অন্ন আহার করিতেন। কখন কখন শেষ হইতে আহার করিতেন। অর্থাৎ প্রথমে মিষ্টান্ন ও পায়সান্ন, পরে অম্ল, পরে নানা ব্যঞ্জন, শেষে লবণ ও ঘৃত মিশ্রিত অন্ন, সর্ব্বশেষে শুধু ভাত টাস্ টাস্ করিয়া খাইতেন। তিনি বলিতেন "বাল্যকালে অনেক দিন কেবল লবণের সাহায্যে অন্ন উদরস্থ করিতে হইয়াছে, সে অভ্যাস আজিও আছে কিনা তাহা দেখা উচিত। মানুষের দশ দশা, আবার যদি আমার পূর্ব্বের দশা হয়, অভ্যাস রাখিলে শুধু ভাত খাইতে কষ্ট হইবে না।"

বাঙ্গালীর দৈহিক বল।

(৪০)

অধ্যক্ষ বিপিনবিহারী গুপ্ত কৈশোরাবস্থায় রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি সেই সময়ে একদিন রেল-গাড়িতে যাইবার জন্য এক ষ্টেশনে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র ট্রেণ ছাড়িল। তিনি ট্রেণে উঠিতে পারিলেন না। অথচ তাঁহাকে সেই ট্রেণে যাইতেই হইবে। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া ভাবিয়া লইলেন "পর ষ্টেশন এখান হইতে তিন মাইলও হইবে না। এই পথ যাইতে ট্রেণের এত মিনিট্ লাগিবে। পর ষ্টেশনে গাড়ি এত মিনিট্ থামিয়া থাকে। অতএব ছুটিয়া গিয়া পর ষ্টেশনে এই ট্রেণ ধরিতে

পারিব।" যেমন চিন্তা অমনি কাজ। বিপিনবিহারী ট্রেণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। ট্রেণের অনেক লোকে পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল "একটী ছেলে ট্রেণের পাছু পাছু ছুটিয়া আসিতেছে।" বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় ছেলের ট্রেণ ধরা ব্যাপারে সকলে হাসিতে লাগিল। বিপিনবিহারী পশ্চাৎপদ হইবার নন। তিনি ছুটিয়া গিয়া ট্রেণ ছাড়িবার ঠিক সময়ে পর ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। পৌঁছিবার সময়ে আরোহিগণ অধিকাংশ গাড়িরই দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিল। সকলেরই ইচ্ছা তাঁহাদের গাড়িতেই বালকটী উঠে। তিনি গাড়িতে উঠিলে সকলেরই মধ্যে মহা আনন্দকোলাহল উঠিল। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল তাঁহারা বলিতে লাগিল "ইনি যে কেউ নন, ইনি অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত।"

২। ব্যারিষ্টার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যৎকালে ইংলণ্ডে অবস্থান করেন সেই সময় তথায় ঘোষিত হয় 'যিনি সন্তরণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন তাঁহাকে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।' জিতেন্দ্রনাথ সন্তরণ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং পরীক্ষার দিবস পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ও অন্যান্য পরীক্ষার্থীদিগকে ষ্টিমারে করিয়া এক মাইল দূরে লইয়া যাওয়া হইল ও একটী কামানের আওয়াজ করিয়া সঙ্কেত করা হইল। কামানের আওয়াজ হইবামাত্র পরীক্ষার্থিগণ লম্ফ দিয়া জলে পতিত হইলেন ও এক মাইল দূরে যে ধ্বজপতাকা নিবেশিত করা ছিল তাহার উদ্দেশে সকলেই সন্তরণ দিতে লাগিলেন। জিতেন্দ্রনাথ জলে ঝাঁপ দিবার সময়ে এমন একটী লম্ফ দিলেন যে তাহাতেই সকলের ৩।৪ হাত অগ্রে দূরবর্ত্তী রহিলেন। সকলেই প্রাণপণে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। জিতেন্দ্রনাথ সকলের অগ্রে, তাঁহার সমান সমান ভাবে আর একজন ইংরাজ যুবক। আর সমস্ত ইংরাজযুবক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। অনেকেই সাঁতার দিতে দিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন,

অগ্রগামী জিতেন্দ্রনাথ ও একজন ইংরাজ যুবক সন্তরণে অকাতর রহিলেন। পশ্চাতে আগত ষ্টিমারের লোকে অবসন্ন লোকদিগকে উঠাইয়া লইতে লাগিল। দুই জনেই সমানভাবে সন্তরণ দিতেছেন, কে হারে কে জিতে কিছুই স্থিরতা নাই। জিতেন্দ্র যখন দেখিলেন আর ত্রিশ চল্লিশ হাত মাত্র দূর আছে তখন তিনি দুইহাত্তা নামক সন্তরণ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার গতি বাড়িয়া গেল, তিনি অগ্রে তীরে উঠিয়া নিশান ধরিলেন ও জয়ধ্বনির মধ্যে নিশান উত্তোলন করিলেন। ইত্যবসরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরূপিত স্থানে পৌছিলেন। জিতেন্দ্রনাথকে লইয়া সমস্ত ইংরাজদর্শক আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। তদবধি জিতেন্দ্রনাথ যখনই পথে বাহির হইতেন, পথের লোকে তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন, "এই ব্যক্তি সেদিন সন্তরণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।'

ক্ষুদ্রাভিমান ত্যাগ।

(৪১)

একদিন এক উচ্চশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী রেলগাড়ি হইতে ষ্টেশনে নামিয়া "কুলি, কুলি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, সঙ্গে একটী ব্যাগ, তাহার ভার তিন চারি সের হইবে। কোনও কুলি না আসাতে ভদ্র ব্যক্তি অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। ষ্টেশনের বাহিরে কে ব্যাগটী লইয়া যায়, ভাবিয়া কিছু চঞ্চল হইলেন। এমন সময় একটী লোক আসিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল "আপনার কি এই ব্যাগটী ষ্টেশনের বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে?" রাজকর্ম্মচারী বলিলেন "হাঁ, কি লইবে?" ঐ ব্যক্তি কিছু না বলিয়া ব্যাগটী হাতে করিয়া চলিতে লাগিল, কর্ম্মচারী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার পর রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন কয়টী পয়সা দিব?

ব্যাগবাহকের উত্তর হইল, "আমাকে কিছুই দিতে হইবে না, আমি মুটিয়া নহি. আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যতদিন এইরূপ সামান্য অভিমান দেশের লোকের মন হইতে অন্তর্হিত না হইবে, তত দিন দেশের কোনও ভরসা নাই।" এই বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তর্হিত হইলেন, কর্ম্মচারীও লজ্জায় ঘৃণায় মস্তক অবনত করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! আজ আমার অপরাধের সীমা রহিল না, বঙ্গের শিরোরত্ন ব্রাহ্মণ আজ আমার দাসত্ব করিল!!! ক্ষুদ্র অভিমান, তুমি আমার হৃদয় হইতে দূর হও।"

পারিবারিক শিক্ষাপ্রণালী।

(৪২)

১। পূর্ব্বে বর্ষাকালে দরিদ্রগণ সাধারণতঃ কাষ্ঠাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেন। এক দিবস চব্বিশপরগণানিবাসী কোন এক ব্রাহ্মণ দরিদ্র-গৃহস্থ সমুদয় দিবস বৃষ্টি হওয়াতে কাষ্ঠ আহরণে অসমর্থ হইয়া নিজ ক্রোড়স্থিত শিশুসন্তানের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বাবা, আজি পরমেশ্বর বুঝি আমাদিগকে আর আহার দিলেন না।" শিশুটী কোন এক অবর্ণনীয় ভাবে চঞ্চল হইয়া পিতার গলে বাহু বেষ্টন করিয়া অধীর ভাবে বলিল "কেন বাবা, আমি ত ঘরে চাউল আছে দেখিয়াছি!" পিতা বলিলেন, "যাদু, আজি চাউল থাকিতেও কাষ্ঠাভাবে রন্ধন হইতেছে না। ঐ দেখ তোমার জননী আকুল হইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাষ্ঠ আহরণে যত্ন করিতেছেন, কিন্তু কিছুই না পাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।" বালক ক্ষণেকক্ষণ স্তব্ধভাবে রহিল। বালকের দৃষ্টি ভূমিতে ক্ষণকাল স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল, বোধ হইল যেন কোন গণিতবেত্তা একচিত্তে কোন গণিত বিষয় মীমাংসা করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বালক সানন্দে চাৎকার করিয়া বলিল; "বাবা, কাষ্ঠ মিলিয়াছে! আমি খেলিবার জন্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যে একখানি খেলাঘর বাঁধিয়াছি আজ সেই ঘর ভাঙ্গিয়া মাকে রন্ধন করিতে বল। আমি ইহার পরে না হয় অন্য একখানি ঘর বাঁধিয়া লইব।" এই বাক্যে পিতা আনন্দে অধীর হইয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। কিন্তু জানিতে পারিলেন না যে তিনি অজ্ঞাতসারে পুত্রের কত শিক্ষা দিলেন। তিনি পুত্রের ঐ একটী মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা, দয়া, ত্যাগস্বীকার ইত্যাদি কত দূর যে আলোচিত ও বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলে বোধ হয় তিনি পুত্রের প্রশংসা না করিয়া আত্মপ্রশংসা করিতেন।

২। কলিকাতায় ঝামাপুকুরের নিকট এক বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র অতিশয় বলবান্। জ্যেষ্ঠের যৌবনোদয়ে পিতা বিবাহ দেন। বিবাহান্তে পুত্রবধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া গুরুজনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। একদিন পিতা শুনিতে পাইলেন জ্যেষ্ঠপুত্র তাহার পত্নীকে তাঁহার পিতার উদ্দেশ করিয়া গালি দিতেছে। শুনিয়া তিনি চমকিত হইলেন, এবং গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কি বধূমাতাকে এইরূপ গালি দেয়?" পত্নী বলিলেন, "পুত্র এই স্বভাব কোথা হইতে উপার্জ্জন করিল বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার এই ব্যবহারে বধূমাতা বড়ই দুঃখিত।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সমস্ত শুনিয়া একদিন আহারান্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি ক্ষণকাল আমার নিকট উপবেশন কর, তোমার প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে।" পুত্র নিকটে উপবেশন করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"দেখ বৎস, লোকে তিন স্থান হইতে শিক্ষা করে; পিতৃকুল, মাতৃকুল ও বন্ধুবান্ধব। তুমি যে গালি শিখিয়াছ, ইহা তোমার পিতৃকুলে কেহই শিখায় নাই, মাতৃকুলেও কেহ শিখায় নাই। কারণ এই

উভয়কুলেই সকলেই সুসভ্য। যখন এই উভয় কুলেই ইহা শিখ নাই তখন নিশ্চয়ই বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট ইহা শিখিয়াছ। যাহাদের নিকট ইহা শিখিয়াছ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও, এই শিক্ষার ভিতর যে একটী ফাঁসি আছে তাহার নিবারণের কোনও উপায় তাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন কি না? যদি বল ফাঁসি কিরূপে সম্ভব, তবে শুন। মনে কর তুমি প্রতিদিন বধূমাতাকে এইরূপ গালি দিতে লাগিলে। বধূমাতা যদিও বড় শান্ত তথাপি হয়ত এক সময়ে অসহ্য হওয়াতে বলিয়া ফেলিলেন, "তোমার কি বাপ নাই?" এই বাক্যে তুমি যেরূপ রাগী, তাহাতে তাঁহাকে একটী সজোরে চড় মারিতে পার। তুমি যেরূপ বলবান্ চড়টী রগে লাগিলে, বধূমাতা যেরূপ কৃশ তাহাতে ঘুরিয়া পড়িতে পারেন ও প্রাণ হারাইতে পারেন। এ অবস্থায় তোমার হয় ফাঁসি, না হয় যাবজ্জীবন কারাবাস। তোমার বন্ধুগণ ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করিও।"

পুত্র পিতৃসন্নিধানে অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "আর কাহাকেই গালি দিব না।" শেষে ভক্তিভাবে পিতার চরণধূলি মস্তকে লইয়া, পিতার শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি মনে মনে ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

৩। যশোহর জিলার অন্তর্গত ভালুকঘর নামক গ্রামে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কয়েকটী সাত আট বৎসরের বালক ক্রীড়া করিতেছিল। উহাদের মধ্যে একটী বালক ক্রীড়ায় আসক্ত থাকিয়াও হঠাৎ দেখিতে পাইল একটী বিদেশীয় নিরাশ্রয় ব্যক্তি রাত্রিকালে আশ্রয় পাইবার জন্য এক গৃহস্থের বাটী উপস্থিত হইয়া তিরস্কৃত ও দূরীকৃত হইল। বালকের আর ক্রীড়া ভাল লাগিল না। সে তৎক্ষণাৎ ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরস্থিত নিজ ভবনে ছুটিয়া গেল ও পিতার নিকট হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইয়া বলিল, "বাবা, অতিথি করিবে?" পিতা পরম

হর্ষে বালককে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "করিব বৈকি ?" বালক অমনি পিতৃক্রোড় হইতে নামিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া সেই নিরাশ্রয় বৈদেশিককে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল ও এক গৃহস্থের দ্বারে লাঞ্ছিত উক্ত ব্যক্তিকে পাইয়া "ওগো আমাদের বাড়িতে অতিথি হবে এসো" বলিয়া আহ্বান করিল। নিরাশ্রয় বৈদেশিক আশ্রয় পাওয়াতে আনন্দ-মনে বালকের অনুসরণ করিল। বালক মহা আনন্দে অতিথিকে সঙ্গে লইয়া নিজ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল। অতিথি নিকৃষ্ট জাতীয় হইলেও সর্ব্বদেবময় বলিয়া বালকের পিতা তাহার যথেষ্ট আদর করিলেন ও আহার শয্যাদি দান করিয়া তাহার সেবা করিলেন। বালক বিপুল আনন্দে অতিথি সম্বন্ধে নানা ফরমাস খাটিতে লাগিল। পরদিন প্রভাতে অতিথি বিদায় গ্রহণ করিলে দেখা গেল অতিথির কাশিরোগ থাকাতে যথেষ্ট সর্দ্দি তুলিয়া গৃহ একেবারে ঘৃণার্হ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। গৃহের অন্যান্য লোকে বালককে বলিতে লাগিলেন, "তোর অতিথি, তোকে সব পরিষ্কার করিতে হইবে।" বালক কোথায় ঘৃণায় প্রতিনিবৃত্ত হইবে তাহা না হইয়া সে তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে উহা পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতা আসিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নিজেরাই সমস্ত পরিষ্কার করিলেন। একটা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের সহিত যে আর পাঁচটা সৎকার্য্য আপনা আপনি শিক্ষা হয়, বালক তাহার সবিশেষ পরিচয় দিল দেখিয়া পিতা আরও আনন্দিত হইলেন।

(৪৩)

"ক ঈপ্সিতার্থস্থির-নিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥"

[যে মন ঈপ্সিতার্থ লাভের জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং যে জল নিম্নাভিমুখ তাহাকে কে ফিরাইতে পারে ?]

কার্য্য সাধনার্থ যে ব্যক্তি চিত্তকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ করিয়াছে, বিপদ্ তাহার কার্য্যে বাধা দিতে আসিয়া কোথায় তাহাকে ভয় দেখাইবে, তাহা না করিতে পারিয়া নিজেই ভয়ে পলায়ন করে।

হরিনাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত কলেজে এফ, এ, পাঠ সমাপ্ত করিয়া অবস্থার বৈগুণ্যে কিছুদিন আল্‌বার্ট কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য করেন ও বি, এ পরীক্ষা দিতে নিরস্ত থাকেন। কিন্তু বি, এ পরীক্ষা দিবার সংকল্প চিত্ত হইতে অপসারিত হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, সংসারের নানা ঝঞ্চাটে বিব্রত হইয়া পড়িলেন, পরীক্ষা দিবার অবসর লাভ করা দুর্ঘট হইয়া পড়িল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল যখন দেখিলেন সংসারের ঝঞ্চাট ক্রমশই বাড়িতেছে, তখন তিনি স্থির করিলেন বি, এ পরীক্ষা দিতে আর নিরস্ত থাকিলে চলিবে না। তিনি মননের সঙ্গেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন ও পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

অর্থ সঙ্কুলান না হওয়াতে তিনি হরিনাভিতেই সপরিবারে অবস্থান করিয়া আল্‌বার্ট কলেজে কার্য্যোপলক্ষে প্রতিদিন রেলযোগে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, এমন সময়ে তাঁহার তিন বৎসরের একটী কন্যা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইল। তাহার ঔষধদান ও শুশ্রূষার জন্য অনেক সময় ব্যয়িত হইলেও উহার মধ্যে সময় করিয়া পরীক্ষার পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করিতে বিরত হইলেন না। এই কালে তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য যেই দেখিয়াছিল সেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

তৎকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাতে পরীক্ষা হইত। হরিনাভি হইতে আসিতে হইলে রাত্রিশেষে যে ট্রেণ আছে তাহাতেই আসিতে হইত। প্রথম দিন পরীক্ষা দিবার জন্য রাত্রিশেষের গাড়িতে তাঁহার আসা হইল ও পরীক্ষা দেওয়া হইল। ঐ দিন কন্যার পীড়া সাংঘাতিক বলিয়া উপলব্ধি হইল। কন্যাটী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাহাকে ফেলিয়া আসিতে চক্ষে কতই জল আসিল, কতই প্রাণ কাঁদিল। যাহা হউক সে দিন পরীক্ষান্তে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন। দ্বিতীয় দিবসে রাত্রিশেষে যখন পরীক্ষা-দিবার জন্য বাটী হইতে যাত্রা করেন তখন কন্যাটীর রোগ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিল। কন্যার মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, শ্রীযুক্ত মতিলাল সেই ক্রন্দন শুনিতে শুনিতে ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। চক্ষের জলে গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল, প্রাণ আকুল হইল কিন্তু ঈপ্সিতার্থস্থির-নিশ্চয় মনকে কে ফিরাইতে পারিবে? তিনি চক্ষের জল চক্ষে সংবৃত করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিলেন।

ষ্টেশনে আবার এক নূতন বাধা। ট্রেণ ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া নিশ্চল হইয়া আছে। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করা হইল কিন্তু ট্রেণ অচল। শেষে কারণ জানিতে পারা গেল, 'এঞ্জিন বিকল হইয়াছে।' মতিলাল এই সংবাদে চিত্তের স্থৈর্য্য হারাইলেন না, তৎক্ষণাৎ ঘড়ি দেখিয়া সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেখিলেন, ঘোড়ার গাড়ি করিয়া কলিকাতায়

ইউনিভার্সিটী গৃহে পৌঁছিতে এখনও সময় সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হয় নাই। তিনি আর ট্রেণের অপেক্ষা না করিয়া গৃহে ফিরিলেন ও গৃহ হইতে দশটী টাকা লইয়া ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে রাজপুর বাজারে, যেখানে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। টাকা লইয়া বাটী হইতে বাহির হইবার সময় কন্যাকে আর একবার দেখিলেন ও সন্তপ্ত মনে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। কিন্তু তৎকালে সংসারে এমন কিছুই থাকিতে পারে না যাহাতে তাঁহার গতি রুদ্ধ হয়।

রাজপুর বাজারে যাইয়া আর এক বাধা পাইলেন। সে দিন মুসলমানদিগের কি এক পর্ব্ব ছিল, সেই জন্য সমস্ত গাড়িবান্ মদ্য পানে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কেহই কলিকাতায় যাইতে স্বীকার পাইল না। শেষে অনেক অন্বেষণান্তে ও পীড়াপীড়িতে একজন বিদেশী গাড়িবান্ রাজপুরের দুই ক্রোশ দূরে গড়িয়া পর্য্যন্ত যাইতে স্বীকার পাইল। মতিলাল তাহাতেই সম্মত হইয়া গড়িয়া পর্য্যন্ত যাইলেন ও তথায় অন্য গাড়ি ভাড়া করিয়া গাড়িতে উঠিয়া দেখিলেন, গাড়ি অধিক দ্রুত না যাইলে সময়ের মধ্যে পৌঁছিতে পারে না। তখন তিনি গাড়িবান্‌কে বলিলেন যদি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পার, বিশেষ পুরস্কার দিব। শকট চালক প্রাণপণে অশ্ব চালনা করিয়া দশ মিনিট্ সময় থাকিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিল।

সে দিবস পরীক্ষান্তে ঘরে ফিরিয়া মতিলাল আর কন্যাটীর দর্শন পাইলেন না। প্রাণ অত্যন্ত কাতর হইলেও তিনি তখন কাঁদিবার সময় পাইলেন না; পরীক্ষার কয়দিন কোন ক্রমে কাটিয়া গেল। পরীক্ষার শেষে শোক করিবার সময় পাইলেন বটে কিন্তু যখন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন সংবাদ পাইলেন, সেই দিন কন্যার শোক এমন উথলিত হইয়া পড়িল যে তাঁহার এই অবস্থা যেই দেখিয়াছিল সেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল।

বি, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া মতিলাল আলবার্ট কলেজ ছাড়িয়া আগ্রা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক হইলেন। এখানে তাঁহার বেতন তিন গুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে সংসার সচ্ছলে চলিতে লাগিল। পুত্রগণের লেখাপড়ার সুবাবস্থা হইল, কিছুদিন সুখে দিনাতিপাত হইতে লাগিল।

একদিন মতিলাল শুনিতে পাইলেন আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষগণ মতিলাল এম, এ, নন বলিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখিত। কারণ, পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঐ পদে এম, এ, কাজ করিয়া গিয়াছেন। তবে মতিলাল নিম্ন উনবিংশ শ্রেণী হইতে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সেই জন্য বিশেষ আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। মতিলাল তাঁহাদের মনের ক্ষোভ নিবারণ করিবার জন্য গৃহে স্বয়ং এম, এ পড়িতে লাগিলেন ও এম, এ পরীক্ষা দিবার সময় অল্পদিন ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পরীক্ষা দিলেন ও তাহাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। তিনি যখন এম, এ পড়েন, তখন কোনও ছেলে তাঁহার ঘাড়ে, কোনও ছেলে তাঁহার কোলে, অথচ মতিলাল পাঠে তন্ময়।

আগ্রা কলেজে তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি হইল যে উদয়পুরের মহারাণার কর্ণে তাঁহার গুণাবলীর সংবাদ পৌঁছিল। মহারাণা তাঁহাকে নিজরাজ্যে লইয়া গিয়া শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Public Instruction) ও যুবরাজের উপাধ্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন।

শ্রদ্ধার্হের প্রতি সম্মান।

(৪৪)

পূর্ব্বে চৌকিদারেরা অনেক সময়ে নিজেরাই চুরি করিত। একদিন নিমাই সর্দ্দার নামে এক চৌকিদার তাহার সহচর চোরের সন্ধান না পাইয়া পল্লীস্থ এক সবলকায় রামজয়নামক বৈরাগী যুবককে অর্থের লোভ দেখাইয়া তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। সর্দ্দার গ্রামমধ্যে

বাঁড়ুযো মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া বৈরাগীকে বলিল "তুই এই স্থানে দাঁড়াইয়া টিকিল দে।" চৌর্য্যভাষায় চৌকি দেওয়াকে 'টিকিল' দেওয়া বলে। "কেহ সজাগ হইলে আমাকে সংবাদ দিস্, আমি ঘরের পশ্চাৎ দিকে সিঁদ কাটিতে থাকি।" এই বলিয়া নিমাই সর্দ্দার ঘরের পশ্চাৎ-ভাগে সিঁদ কাটিতে লাগিল, রামজয় টিকিল দিতে লাগিল।

সিঁদ প্রায় ফুটান হইয়াছে এমন সময়ে বাঁড়ুযো মহাশয় বাহিরে কি এক কাজে আসিলেন। রামজয় বাঁড়ুযো মহাশয়কে দেখিয়া "বাঁড়ুযো মহাশয়, প্রাতঃপ্রণাম!" বলিয়া প্রণাম করিল।

বাঁড়ুযো মহাশয় 'এত রাত্রে প্রাতঃপ্রণাম কে করে' জানিবার নিমিত্ত মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে তুমি?"

বৈরাগী কহিল, "ঠাকুর মহাশয়, আমি রামজয়।"

"তুমি এখানে কেন?"

"আজ্ঞে, আমি টিকিল দিতেছি, নিমাই সর্দ্দার এসেছেন, সিঁদ হচ্চেন।"

নিমাই সর্দ্দার শুনিবামাত্র উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। বাঁড়ুযো মহাশয় আসিয়া দেখেন সত্য সত্যই সিঁদ ফুটাইয়াছে। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া রামজয়কেই বলিলেন, "বাবা, তুমি টিকিল দিয়া আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে যাহাতে সিঁদটা বুজাইতে পারা যায় তাহার উপায় কর।" রামজয়, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কোদাল চাহিয়া লইল ও জল আনিয়া মাটি কাটিয়া তাহাতে কাদা করিয়া সিঁদ বুজাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিল। পরদিন নিমাই সর্দ্দার রামজয়কে দেখিয়া বলিল, "তুইত আচ্ছা লোক!" রামজয় বলিল, "সর্দ্দার মহাশয়, বাঁড়ুযো মহাশয় যে ব্রাহ্মণ। রাত্রিতে ব্রাহ্মণ দেখিয়া প্রাতঃপ্রণাম না করিয়া ও তাঁহার নিকট সত্য কথা না কহিয়া কি থাকা যায়? এতে রাগ করিলে চলিবে কেন?"

মানুষের মাহাত্ম্য।

(৪৫)

কর্ত্তাভজাদিগের যে দল আছে সেই দলের লোকেরা সাধু ব্যক্তিকে 'মানুষ' বলেন। তাঁহাদের মতে 'মানুষের' ক্ষমতার সীমা নাই। দেবতা যেরূপ অসাধ্য সাধন করেন, যিনি যথার্থ মানুষ তিনিও তদ্রূপ করিতে পারেন।

একদিন একটী দরিদ্রা স্ত্রী কর্ত্তাভজাদিগের দলে গিয়া আপনার দুরবস্থা-মোচনার্থ শরণ লন। কর্ত্তাভজাগণ তাঁহাকে বলিলেন. 'মানুষ ধর' অর্থাৎ যথার্থ সাধুব্যক্তি বাছিয়া তাহার শরণ লও, তোমার দুঃখ দূর হইবে।

রমণী এই বাক্যে নিজের বাটীর সম্মুখে পথে দাঁড়াইয়া সাধু ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যায়, কোনও লোককে সাধু বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় না। কিছু দিন অন্বেষণান্তে একদিন রমণী দেখিলেন, একটী ভদ্র ব্যক্তি আপিসে যাইতেছেন। তাঁহার গায়ে চাপ্‌কান্‌, মাথায় পাগ্‌ড়ি, কপালে ঠাকুর পূজার চিহ্ন আছে। তাঁহার মুখের প্রশান্ত ভাব দেখিলে ভক্তির উদয় হয়। ইঁহাকে দেখিয়াই রমণী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া প্রণাম করিলেন ও করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মা তুমি?" রমণী বলিলেন, "আমি অনাথা রমণী, মহাজনের মুখে শুনিয়াছি সাধু ব্যক্তির শরণাগত হইলে আমার দুঃখ ঘুচিবে। তাই আপনার শরণাগত হ ইলাম।"

ভদ্রব্যক্তি চকিত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি ভ্রান্ত হইয়া আমাকে ধরিয়াছ। আমি ত সাধু নহি। আমি আপিসের একজন সামান্য

কেরাণী, তুমি যথার্থ সাধুর অন্বেষণ কর।" এই বলিয়া আপিসে চলিয়া যাইলেন। রমণী ভদ্র ব্যক্তির প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র আবার পূর্ব্ববৎ ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ভদ্র ব্যক্তি সেবারেও বলিলেন, "মা, তুমি ভ্রান্ত হইয়াছ। যথার্থ সাধু বাছিতে পার নাই।"

পরদিন আপিসে যাইবার ও আসিবার সময়ে রমণী তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন ও করযোড়ে তাঁহার পশ্চাৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। ভদ্র ব্যক্তি বিষম বিপদে পড়িলেন। তিনি আপিসে যাইবার পথ পরিবর্ত্তিত করিলেন।

রমণী দুই তিন দিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, কোন্ পথে তিনি আপিসে যান তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে রমণী অন্য পথে ভদ্র ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া পূর্ব্ববৎ ভক্তিভাবে গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। ভদ্রব্যক্তি রমণীকে অশেষ বুঝাইয়া বলিলেন, "মা, তুমি এত ভ্রান্ত কেন হইলে, তুমি আমার মত লোককে সাধু সম্ভাষণে পাপে লিপ্ত করিতেছ কেন?" রমণী কিছুতেই তাঁহার ধারণার অন্যথা করিতে চাহিতেছেন না ভাবিয়া ভদ্র ব্যক্তি শেষে গাড়ি করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপিসে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

বহুদিন রমণী উক্ত ভদ্র ব্যক্তির আর সন্ধান পাইলেন না। শেষে অনেক কষ্টে তাঁহার আপিসের ও শেষে তাঁহার বাটীর সন্ধান পাইয়া একদিন তাঁহার বাটী উপস্থিত হইয়া বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভদ্র ব্যক্তি আপিসে যাইবার জন্য যেমন গাড়িতে উঠিতে যাইবেন, অমনি রমণী গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভদ্রব্যক্তি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া আপিসে প্রস্থান করিলেন ও ভাবিলেন "রমণীর দুঃখ বিমোচনই যখন প্রার্থনীয় তখন উঁহাকে কিছু

অর্থ দিলেই ত সমস্ত চুকিয়া যায়, আচ্ছা আমি উহাকে কিছু অর্থ দিয়া উহার দুঃখের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিব।" এই স্থির করিয়া তিনি আপিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উহার বাটীতে কিছু টাকা দিতে গিয়া শুনিলেন, নারীর গৃহে কে অজস্র অর্থ রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে।

নারী তাঁহাকে নিজ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন, ও ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, আমার দুঃখ বিমোচন হইয়াছে। আপনি বোধ হয় আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাহা না হইলে আপনি এ নারকার গৃহে আসিতেন না। আপনি যেমনি আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন অমনি আমার দুঃখ দূর হইয়াছে।"

মানুষ দেবস্বভাব হইলে তাহার যে ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, বর্ত্তমান কালে পরমহংস রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ স্বামী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিপদি ধৈর্য্যম্।

(৪৬)

১। বাঙ্গালার শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ের বিচারক নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে যখন মুর্শিদাবাদে ব্যবহার-সচিবের কার্য্য করিতেন, তখন এক সময়ে তাঁহার এক আত্মীয়ের একটী পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া হয়। পুত্রটী দেখিতে যেমন সুশ্রী তেমনি গুণবান্। তাঁহার পীড়া শ্রবণে সকলেই কাতর হইয়াছিলেন। যাঁহার পুত্রের পীড়া তিনি কার্য্যানুরোধে অধিক দিন দেশে থাকিতে পারিলেন না, চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া মুর্শিদাবাদে আসিলেন। আসিবার কালে বলিয়া আসিলেন "যেন প্রতিদিন তাঁহাকে একখানি পত্র লেখা হয়।"

তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়া তিন চারি দিন কোনও পত্র পাইলেন না। ইহাতে সকলেরই মনে হইল, নিশ্চয়ই বিপদ্ ঘটিয়াছে। "এমন অমঙ্গল সংবাদ কিরূপে দিব" ভাবিয়া বোধ হয় পত্র লেখা হইতেছে না। চতুর্থ দিবস রবিবারে পত্র আসিল, কিন্তু যে সময়ে পত্র আসিল তাহা স্নান আহারাদির সময়। যদি বিপদের সংবাদ আসিয়া থাকে তাহা হইলে বাসার সমস্ত লোকের স্নানাহার বন্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি পত্র উদ্ঘাটন করিলেন না। সকলেই পত্রার্থ অবগত হইবার জন্য ব্যস্ত হইল, তিনি পত্র তুলিয়া রাখিলেন ও সকলকে স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি স্নানাহার না করিলে অপরে করিবে না, জানিয়া তিনিও স্বয়ং স্নানাহার সম্পন্ন করিলেন, এবং যখন দেখিলেন বাসায় কেহই আর অভুক্ত নাই, তখন তিনি বিশেষ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া পত্রখানি উদ্ঘাটন করিলেন ও পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন "পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে। অদ্য চিকিৎসক বলিয়া গিয়াছেন আর ভয় নাই, এই কয়দিন কি হয় স্থিরতা ছিল না, সুতরাং কি লিখিব ভাবিয়া পত্র লিখিতে পারি নাই।"

এই সংবাদে সকলেরই বিষণ্ণ মুখ আনন্দে বিকসিত হইল। সকলে তাঁহার বিপদে ধৈর্য্য দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

২। ২৪পরগণা নিবাসী কোন এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ একদিন রাত্রিতে পুত্র-কলত্র সহিত এক শয্যায় এক মশারির মধ্যে নিদ্রিত আছেন, মধ্যরাত্রে কি যেন তাঁহার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি শীর্ষপ্রদেশস্থিত প্রদীপ জ্বালিয়া মশারির মধ্যে আনিয়া দেখেন, তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় শিশুসন্তানের পার্শ্বে একটি বিষাক্ত সর্প রহিয়াছে। দেখিবামাত্র তাঁহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল, তিনি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কিসে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পান তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভগবৎকৃপায় হঠাৎ তাঁহার মনে উদিত হইল 'সর্প আলোক দেখিয়া ভয় পায়।' মনে উদিত হইবামাত্র তিনি সর্পের দিকে এমন ভাবে প্রদীপটী লইয়া যাইতে লাগিলেন যাহাতে নিদ্রিত পুত্রের বিপরীত দিকে সর্পের গতি হয়। ক্রমে সর্প পাছু হটিয়া মশারির পার্শ্বে আসিলে তিনি আর এক হস্ত দিয়া মশারিটী তুলিয়া ধরিলেন।

সর্প মশারির বাহিরে যাইবামাত্র তিনি মশারি ফেলিয়া দিয়া পুত্রকলত্র প্রভৃতিকে যখন নিরাপদ্ দেখিলেন তখন তিনি বাটীর সকলকে জাগাইয়া তাহাদের আনীত লগুড়াদি দ্বারা সর্পকে নিহত করিলেন।

৩। ২৪ পরগণায় সোণারপুর থানার অন্তর্গত কোন এক গ্রামে এক দিন রাত্রিকালে কোন্ এক কৃষক-রমণী শিশুসন্তান কোলে লইয়া নিজের পর্ণকুটীরে নিদ্রিতা আছে, হঠাৎ তাহার পুত্র চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমায় কি কামড়াইল।" জননী ব্যাকুল হইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখেন ভয়ানক এক কৃষ্ণ সর্প রহিয়াছে: তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে কোলে লইয়া বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় কামড়াইয়াছে?" শেষে দেখিতে পাইলেন, বাম হস্তের তর্জ্জনীর মাথায় কামড়াইয়াছে। দেখিবামাত্র বাহিরে যে খড় কাটিবার ধারাল বঁটি ছিল পুত্রকে কিছু না জানাইয়া এক পোঁচেই তাহার ঐ অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেন এবং নিকটস্থ বনচালতার পাতা আনিয়া তাহা হইতে রস বাহির করিয়া চুণের সহিত মিশ্রিত করিলেন। যেমনি উহা আটার মত হইল অমনি তাহা ছিন্ন অঙ্গুলির কর্ত্তিত অংশে লাগাইয়া দিয়া রক্তস্রাব রোধ করিলেন। উহা এমন কামড়াইয়া ধরিয়া রহিল যে যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষত আরোগ্য না হইয়াছিল ততদিন উহা অপসৃত হয় নাই। এক্ষণে জননী সন্তানকে নির্ব্বিপদ্ দেখিয়া বাটীর সকলকে ডাকিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ যাহারা শিশুর ক্রন্দনে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া

বিরক্ত হইতেছিল তাহারা এক্ষণে উঠিয়া রমণীর বিপদে অদ্ভুত ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। রমণী এদিকে ঘরের বাহিরে আসিয়া শিকলটী টানিয়া দিয়াছিল সুতরাং সর্প গৃহ হইতে পলাইতে পারে নাই। এক্ষণে সমস্ত লোক মশাল জ্বালিয়া ও সড়কী, লগুড় আনিয়া প্রকাণ্ড কাল সর্প নিধন করিল। পল্লীস্থ অন্যান্য রমণীগণ আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "হাঁরে, মা হইয়া সন্তানের অঙ্গুলি কি করিয়া কাটিলি ?" রমণী উত্তর করিল "মরা ছেলে কোলে করিয়া কাঁদা অপেক্ষা কি একাজ সহজ নয় ? ”

স্বদোষপরিহার।

(৪৭)

কলিকাতা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে স্বরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধনবান্ ছিলেন। টিটেগড়ে তাঁহার একটী সুদৃশ্য উদ্যান ছিল। তিনি সেই বাগানে যাইয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর ছিল। তিনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাৎকালিকী প্রথা অনুসারে মদ্যপানকে ঘৃণাজনক মনে করিতেন না। যখনি বাগানে যাইতেন অনেক বোতল অধিক দামের মদ্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন, ও বাগানে বসিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পান করিতেন।

বাগানের একটী পর্ণকুটীর পুরাতন চওয়াতে তিনি একদিন এক ঘরামীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে বলিলেন, "শম্ভু, আমার এই

ঘরখানি তোমারে সংস্কার করিতে হইবে। তোমার পারিশ্রমিক যাহাই চাহিবে তাহাই দিব।"

ঘরামী বিনীত ভাবে বলিল, "মহাশয়, আমি পরশ্বঃ এই কাজে হস্তক্ষেপ করিব, এ দুই দিন পারিব না, বিশেষ প্রয়োজন আছে " স্বরূপ চন্দ্র বলিলেন, "শম্ভু, পরশ্বঃ যে তুমি এ কাজে লাগিবে তাহা ঠিক ত ?"

শম্ভু বলিল, "মহাশয়, আমাদের কথার ত বেঠিক হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ আমরা ত মাতাল নহি ?"

স্বরূপচন্দ্র বলিলেন, "শম্ভু, মাতাল কাহাকে বল ?"

শম্ভু বলিল, "যিনি মদ খান তিনিই মাতাল।"

স্বরূপচন্দ্র শম্ভুর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "শম্ভু, যে মদ খায় তাহার কথা ঠিক থাকে না ?"

শম্ভু বলিল, "আজ্ঞে না, যে মাতাল হয় তাহাতে কোনও পদার্থ থাকে না, সুতরাং তাহার কথা কিরূপে ঠিক থাকিবে !"

স্বরূপচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শম্ভুকে বিদায় দিলেন ও নিজ ভৃত্যকে সমুদায় মদের বোতল তাহার নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। "শম্ভু, তুমি আমার আজ শিক্ষাগুরু হইলে, তুমি নীচ বংশের হইলেও আমি ব্রাহ্মণ হইয়া তোমার শিষ্যকল্প হইলাম, তুমি আমারে আজ চৈতন্য দান করিলে," এই কথা বলিতে বলিতে স্বরূপচন্দ্র নিজের হাতে সমুদয় বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এত বহু মূল্যের মদ্য নষ্ট না করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিলে অনেক টাকা বাঁচিতে পারে, এই কথা সাহস করিয়া কেহই বলিতে পারিল না, সকলেই তাঁহার মনের দৃঢ়তা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বরূপচন্দ্র মদ্য পরিত্যাগ করিয়া পরোপকারে যে স্বর্গীয় আনন্দ পাওয়া যায়, সেই আনন্দেই চিত্ত নিবেশ করিলেন। বহু দিনের অভ্যস্ত মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করাতে তাঁহার সাময়িক পীড়া হইল।

ডাক্তারে তাঁহার জন্য অল্প পরিমাণে মদ্যের ব্যবস্থা করিলে তিনি বলিলেন "যাহাতে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হারায় তাহা দ্বারা আমার মনুষ্যত্ব কিরূপে রক্ষা করিবে? আমি মদ্যের সাহায্যে যদি প্রাণে বাঁচি সে বাঁচাত মানুষের বাঁচা নয়, তবে সে বাঁচায় লাভ কি?" তিনি বিনা মদ্যে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন ও সাধুদিগের অশেষ সম্মানের পাত্র হইলেন।

ভগবৎপূজা।

(৪৮)

কলিকাতার উত্তর গঙ্গার তীরে কোনও এক গণ্ডগ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু গোস্বামীর বাটী। গৃহস্বামী যেমন ধনবান্ তেমনি সাধু-প্রকৃতি। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ও একটী কন্যা। কন্যাটীর রূপ অতুলনীয়। নাম সারদা। একটী নিখুঁত কুলীনের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা হওয়াতে অনেক অন্বেষণান্তে একটী সুরূপ মেধাবী পাত্র মিলিল। গোস্বামী কালবিলম্ব না করিয়া বহু সমৃদ্ধির সহিত শুভদিনে কন্যাকে পাত্রস্থ করিলেন। কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষে সহসা বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বরের পিতা বরের হাত ধরিয়া সেই রাত্রিতেই অলক্ষিত ভাবে নৌকাযোগে স্বগ্রামে প্রস্থান করিলেন ও বরকে বলিলেন, "তুমি কখনও শ্বশুর বাটীতে যাইতে পারিবে না।"

বরকে এই আদেশ করিয়া বরের পিতা তাহাকে আর একটী সুরূপা কন্যার সহিত বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু বর কিছুতেই স্বীকার পাইল না।

চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল, বিবাদ মিটিল না। বর সারদাকে একপ্রকার বিস্মৃত হইয়া গেল।

ক্রমে সারদা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। তিনি স্বামিধনে বঞ্চিতা হইয়া ব্রহ্মচর্য্যে মনোনিবেশ করিয়া শিবপূজাতেই অধিক সময় যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া সারদা শিবপূজায় নিমগ্না আছেন, নিকটে কেহই নাই, গঙ্গার ঘাটটী তাঁহাদেরই খিড়গির ঘাট সুতরাং আশঙ্কাও নাই। সারদা শিবপূজায় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন :যুগল হইতে জলধারা গণ্ডদ্বয়কে প্লাবিত করিতেছে, এই অবস্থায় তাঁহাকে দেবীমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না।

সারদা শিবপূজা করিতেছেন, একখানি নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। নৌকায় একটী সুপুরুষ যুবা। যুবা সারদাকে দেখিয়া একেবারে নিশ্চল। কোনও দেবী পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি নির্নিমেষ লোচনে সারদাকে দেখিত লাগিলেন, অন্যত্র চলিয়া যাইবার সামর্থ্য রহিল না।

সারদা ধ্যানে নিমগ্না আছেন, হঠাৎ তাঁহার পিতা কোনও কার্য্যো-পলক্ষে আসিয়া দেখেন, কন্যা ধ্যাননিমগ্না, গণ্ডে ভক্তিজলধারা। সারদার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইয়া একেবারে নিশ্চল হইল, অশ্রুতে তাঁহার গণ্ডও ভাসিয়া গেল। এই অবস্থায় হঠাৎ নৌকাস্থ যুবকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। যুবক যে ভাবে সারদার দিকে তাকাইয়াছিল, তাহাতে গোস্বামীর মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল না। যুবকের মোহন মূর্ত্তি, সরল দৃষ্টি, সৌম্যভাব তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল।

গোস্বামী যুবককে সম্বোধন করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক আত্মনাম নিবেদন করিবামাত্র গোস্বামীর অঙ্গ সিহরিয়া উঠিল। তিনি

ভাবতে লাগিলেন "এ নাম ত আমার জামাতার। ইনি কি আমার জামাতা হইবেন? ভগবান্ এমন দিন কি আনিয়া দিবেন?" তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার পিতার নাম?" পিতার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র গোস্বামী কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, কারণ তাঁহার বৈবাহিকেরও ঐ নাম। "হা ভগবন্ তুমি, কি এ অভাগার উপর এত কৃপা করিবে?" "জাতি?" উত্তর হইল "বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।"

গোস্বামী অত্যন্ত আশান্বিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "সমস্তই ত মিলিয়া যাইতেছে। কেবল নিবাস জানিতে পারিলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ভগবন্, এত আশা দিয়া নিরাশ করিও না। নিবাস যদি না মিলিয়া যায় তবে হাতের মাণিক উবিয়া যাইবে!!" নিবাস?"

এই সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসায় সারদার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি নয়নোৎপল উন্মীলিত করিবামাত্র যুবকের ও তাঁহার চারিচক্ষু একত্র হইল। যুবক নিজ গ্রামের নাম উল্লেখ করিবামাত্র, গোস্বামী যেমন বুঝিলেন ইনি সত্য সত্যই জামাতা, সারদাও জানিলেন "আজি ভগবান্ আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার প্রার্থিত বর সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন।" সারদার পিপাসিত চক্ষু সতৃষ্ণভাবে বরের মুখসৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল, তাঁহার চক্ষে পলক নাই।

গোস্বামী ভাবিলেন "যদি সহসা বলা যায় তুমি আমার জামাতা, তোমার এই বনিতা, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা অবহেলার ভয়ে হয়ত ইনি না আসিতেও পারেন।" সুতরাং মনের আনন্দ মনে চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "বৎস অনেকটা বেলা হইয়াছে, তা চল আমার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ কর।"

যুবকও দেখিলেন, এত বেলায় কোনও দোকানে রন্ধনাদি করিতে

বিশেষ কষ্ট হইবে। নিজগ্রামে জোয়ার ঠেলিয়া যাইতেও বিলম্ব হইবে। ইহাঁর যত্নও অগ্রাহ্য করা অসভ্যতায় পরিণত হইবে।

যুবক গোস্বামীর গৃহে আতিথ্য-গ্রহণে স্বীকার পাইলেন। সারদা অগ্রে অগ্রে চলিলেন, মধ্যে জামাতা, শেষে সারদার পিতা। আনন্দে সারদা ও সারদার পিতা উভয়েরই গণ্ডদ্বয় আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, উভয়েরই গীতি ভঙ্গ হইতে লাগিল।

গোস্বামী কন্যা ও জামাতা সহ গৃহে উপস্থিত হইয়া গৃহিণীকে দূর হইতে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "গৃহিণি, কি ধন আনিয়াছি দেখ। ভগবান্ আজ সারদাকে পূজার কি ফল দিয়াছেন দেখ। উলু দেও, শঙ্খধ্বনি কর, দাঁড়া পান-গো দিয়া কন্যা সহ জামাতার অর্চ্চন কর।"

গৃহিণী ও পুত্রবধূগণ আনন্দে ছুটিয়া আসিলেন, শঙ্খধ্বনিতে ও উলু-ধ্বনিতে প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পল্লীস্থ কন্যাগণ ছুটিয়া আসিয়া সেই আনন্দে যোগ দিল। যুবক একেবারে নিস্পন্দ। তিনি শ্বশুরবাটী বিবাহের রাত্রিতে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। গ্রাম পর্য্যন্ত আর কখন দেখেন নাই।

শ্বশ্রূদেবী আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে কন্যাসহ জামাতার অর্চ্চন করিলেন ও এক সুসজ্জিত গৃহে উভয়কে মহার্হ শয্যায় উপবেশন করা-ইয়া ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও নয়ন ভরিয়া স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের বেগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে, ইতিমধ্যে পুত্রবধূগণ যে সমস্ত আহারার্থ ফল মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়াছিলেন তাহা জামাতার সম্মুখে ধরিলেন ও স্বয়ং ব্যজন করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী বুঝিলেন জামাতা পিতৃআজ্ঞার অভাবে কিছুতেই যেন মিশিতে পারিতেছেন না। তখন তিনি জামাতাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! পিতা তোমাকে শ্বশুরবাটী সম্বন্ধে কি আদেশ করিয়াছেন?"

জামাতা শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করিবার অবসর পাইয়া প্রণাম করিলেন ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "পিতা আমাকে শ্বশুর-বাটী আসিতে একেবারেই বারণ করিয়াছিলেন।"

গোস্বামী বলিলেন, "বৎস, তুমি ত আইস নাই, ভগবান্ তোমাকে আনিয়াছেন। এখানে আহারাদি করিতে কি পিতা বারণ করিয়াছেন?"

জামাতা বলিলেন, "আর অন্য কোনও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, তবে ঐ বাক্যের ভিতর এ সমস্ত বুঝায়।"

গোস্বামী কালবিলম্ব না করিয়া ষোলদেঁড়ে এক ছোট্ট নৌকা সজ্জিত করিতে অনুমতি দিয়া জামাতাকে বলিলেন, "তোমার পিতৃ-ভক্তির হন্তা হইতে চাহি না, তুমি সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া তোমার পিতাকে এক পত্র লিখ, আমি তাঁহার অনুমতি আনাইয়া দিতেছি। আমি তাঁহাকে যেরূপ জানি তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে তিনি অনুমতি দিবেন।"

পত্র প্রস্তুত হইল, পত্র লইয়া ছোট্‌নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিল। পিতার উত্তর আসিতে বিশেষ কালবিলম্ব হইল না। পিতা লিখিয়া-ছেন, "বৎস! শ্বশুরালয়ে থাকিয়া কয়েক দিন শ্বশুর শ্বশ্রূর নয়নের তৃপ্তি সাধন কর, পরে শুভ দিন দেখিয়া বধূমাতাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমার চক্ষু সার্থক কর। যে সংসারে এমন পুত্রবধূ সে সংসার স্বর্গ। আমি এতদিন স্বর্গে বঞ্চিত আছি।"

পত্র পাঠের সহিত আনন্দধ্বনি উঠিল। চারিদিকে উৎসব পড়িয়া গেল। যে কয়দিন জামাতা রহিলেন গোস্বামীর সংসার অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

(৪৯)

"আমি যাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি, ভক্তি করি, পূজা করি, আমার বিপদে নিশ্চয়ই তাঁর নিজের বিপদ্।"

যাঁহারা ঈশ্বরে অনুরাগী, ঈশ্বরপূজায় যাঁহারা অধিকাংশ সময় নিযুক্ত, তাঁহাদের প্রতি ভগবান্ যে উদাসীন থাকিতে পারেন না, ভক্তদিগের জীবনীতে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা নিবাসী কালিদাস ভট্টাচার্য্য যোগ শিক্ষা করেন। তিনি অধিক সময় ঈশ্বর পূজায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন প্রভাতে তিনি স্নানাদির অন্তে ভগবৎপূজায় নিযুক্ত হইতে যাইতেছেন, তাঁহার পত্নী বলিলেন, "অদ্য গৃহে আহারের কোনও সামগ্রী নাই।" কালিদাস বলিলেন, "ও চিন্তা আমার নয়, আমাকে যিনি প্রতিদিন আহার যোগান এ ভাবনা তাঁহার।" এই বলিয়া তিনি পূজান্তে যোগে নিমগ্ন হইলেন। যথাসময়ে যোগসমাপনান্তে তিনি উঠিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত। তিনি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কোথায় পাইলে?" তিনি বলিলেন, "যজমান একটা প্রকাণ্ড সিদা পাঠাইয়া দিয়াছেন।" 'আজি কোনও পর্ব্বদিন নয়, অথচ সিদা কেন আসিল,' ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, কালিদাস ভট্টাচার্য্য যজমানের বাটী গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগো, আজ তোমাদের বাটীতে কি কাজ ছিল, সিদা পাঠাইলে কেন?"

যজমান বলিল, "তুমিত প্রভাতে আমার বাটীতে আসিয়া বলিয়া গেলে 'আমার বাটীতে আজ কোনও আহারের দ্রব্য নাই!' আমি আজ একটু বেলা অবধি ঘুমাইয়াছিলাম, ঘুমের ঘোরে তোমার ঐ কথা শুনিতে পাইয়া পরিবারকে বলিলাম কালিদাস ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে একটা সিদা পাঠাইয়া দেও।"

কালিদাস এই বাক্যে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। ভক্তি জলে তাহার চক্ষুদুইটী ভরিয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্‌ তুমি আমার জন্য আজ এবাটীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলে?"

২য়। একটী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বর দর্শন ও পূজা করিবার বাসনায় সস্ত্রীক কাশীবাসী হন। তিনি কাশী গমন কালে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। যতদিন অর্থের ভাবনা ছিল না ততদিন তিনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বেশ্বরের দর্শন পূজা ও ধর্ম্মালোচনা করেন। ক্রমে অর্থের শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশ্বেশ্বর দর্শন পূজা প্রভৃতিতে তাঁহার এত সময় যাইত, যে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইত না। পূজা ও ধ্যানের সময় সংক্ষিপ্ত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, কাজেই অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া একদিন সস্ত্রীক উপবাস করিলেন। পরদিনও পূজা সংক্ষেপ করিতে পারিলেন না, সুতরাং সে দিনও উপবাস যাইবার উপক্রম হইল। ব্রাহ্মণ তন্ময় হইয়া ভগবৎপূজায় নিমগ্ন আছেন, পত্নী 'স্বামীকে আজিও উপোষিত কিরূপে দেখিব' ভাবিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন ও আকুল হইয়া জগন্মাতাকে ডাকিতেছেন, এমন সময়ে 'এই বাড়ীতে' এই সুমিষ্ট শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণী দেখিলেন একটী ভারে করিয়া একব্যক্তি চাউল, ডাউল, ঘৃত, তৈল, প্রভৃতি ও নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, 'মাঠাকুরাণি' এ সব সামগ্রী কোথায় রাখিব?"

ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার বাটী হইতে আনিয়াছ?" ভারবাহক বলিল, "আমাদের রাণী মা প্রতিদিন একটী করিয়া সিদা ব্রাহ্মণের বাটীতে দিতেছেন। একটী কন্যা রাণীর নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমার মা বাপ অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, আজিকার

সিদাটা যদি তাঁহাদিগকে দেন, ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যা নিবারিত হয়।' রাণী মা সেই মেয়েটীর কথায় আমাকে এই সমস্ত দ্রব্য আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বলিয়াছেন ; মাঠাকুরাণি বলুন এ সব কোথায় রাখিব।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "বাপু এ বাড়ী নয়। আমাদের মেয়েও নাই ছেলেও নাই। আমাদের এই পাশের বাড়ী জিজ্ঞাসা কর।"

ভারবাহক বলিল, "সে কি মাঠাকুরাণি, মেয়েটী আমাকে পথ দেখাইয়া সঙ্গে আনিয়া এই বাড়ী দেখাইয়া দিল। আপনি কি তাঁহার কথা শুনিতে পান নাই ?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন "কথা শুনিতে পাইয়াছি। তবে পাশের বাটী ত হইতে পারে ?" ভারবাহক বলিল, আপনারা উপবাসী কি না বলুন ?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন উপবাসী সত্য, তবে পাশের বাটীর লোক উপবাসী কি না সেটাও দেখ। পার্শ্বের বাটীর অনুসন্ধানে যখন দেখা গেল তাঁহারা ধনশালী, উপবাস করিবার কোন কারণ নাই, তখন ভারবাহক বলিল, "মেয়েটী যখন আপনাদের জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন, তখন এ সব দ্রব্য আপনাদের, রাণী মা আপনাদিগকেই এই সমস্ত দ্রব্য দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন, এই সমস্ত দ্রব্য ফুরাইতে না ফুরাইতে আবার আপনার বাটীতে এই মত সিদা আসিবে।" এই কথা বলিতে বলিতে ভারবাহক সমস্ত দ্রব্য গৃহমধ্যে তুলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

ব্রাহ্মণ পূজান্তে পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন গৃহ আহারীয় দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। কোথা হইতে ঐ সব আসিল, কে আনিল, তাহার মীমাংসা করিবেন কি, যেই শুনিলেন একটী মেয়ে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অমনি তিনি ভক্তিতে গদগদ হইয়া জগন্মাতার পূজায় নিবিষ্ট হইলেন, ভক্তিজলে গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল, পরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "মা, যে ছেলে তোমার জন্য পাগল তুমি তার ভাবনা না ভাবিয়া কিরূপে থাকিবে ?"

সম্প্রতি সাঁওতাল পরগণায় একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে এক ললনা একটী পুত্র কোলে লইয়া একাকিনী পথ দিয়া যাইতেছিল। পথে জনমানব ছিল না। ললনার গাত্রে কিঞ্চিৎ অলঙ্কারাদি ছিল। হঠাৎ সে একটী লোককে আসিতে দেখিল। ঐ ব্যক্তি নিকটে আসিয়াই রমণীর যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিল। রমণী অনন্যোপায় হইয়া চারিদিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত অলঙ্কারাদি খুলিয়া দিল। দস্যু সমস্ত অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল। কিয়ৎ পথ অতি-ক্রম করিয়া রমণী দেখিল সেই দস্যু কুঠারহস্তে আবার তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ললনার প্রাণ উড়িয়া গেল, এবিপদে বিপত্তারিণী ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে ভাবিয়া জগদম্বার শরণ লইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "মা তুমি ভিন্ন এ বিপদে আর কে রক্ষা করিবে?" দস্যু যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ললনা ততই আকুল হইয়া ভগবান্‌কে এক মনে ডাকিতে লাগিল। "কোথায় হে বিপদ্‌ভঞ্জন হরি, এ বিপদে তুমি আসিয়া রক্ষা কর। দস্যু যখন কুঠার হস্তে আসিতেছে, তখন আমাকে ও আমার পুত্র উভয়কেই বিনাশ করিবে। হরি হে! তুমি মা, তুমি বাপ, তুমি তোমার সন্তানদিগকে বিপদে রক্ষা কর।"

এই কথা বলিতে বলিতে ললনা নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিল, অশ্রুজলে তাহার গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দস্যু কুঠার লইয়া রমণীকে আক্রমণ করিতে গিয়া কুঠার উত্তোলন করিল। রমণী নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া কেবল মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। দস্যু কুঠার তুলিয়া যেমন রমণীর উপর পাতিত

করিবে অমনি কুঠারখানি দণ্ডভ্রষ্ট হইয়া সমীপস্থ একটী ছুপ (ঝোপ) মধ্যে পতিত হইল।

দস্যু অশ্রুবর্ষিণী নিমীলিতনয়না ললনাকে একটা বৃক্ষে বন্ধন করিয়া, ছুপের মধ্যে কুঠার অন্বেষণ করিতে লাগিল, এবং কুঠার দেখিতে পাইয়া যেমন উহা গ্রহণ করিতে যাইবে অমনি একটা কালসর্প তাহার বাহু বেষ্টন করিয়া তাহার কপাল দেশে দংশন করিল। দস্যু সত্বর হইয়া কুঠারখানি দণ্ডে সংলগ্ন করিল ও আবার নারীকে আঘাত করিবার জন্য কুঠার যেমন উত্তোলন করিবে অমনি অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

রমণী একমনে ভগবান্‌কে ডাকিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত ছিল, তিনি কেবল মাত্র কুঠারের আঘাতের অপেক্ষা করিতেছিলেন! শিশু সন্তান ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া চীৎকার করিতেছিল।

সন্তানের চীৎকারে রমণীর চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইল। তখন তিনি দেখেন, দস্যু অচেতন হইয়া সম্মুখে পতিত রহিয়াছে, তাহার হস্তের কুঠার করভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আছে।

রমণী এই দৃশ্য দেখিবামাত্র "মা জগদম্বা, তুমি কি সত্য সত্যই এই নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলে!!" বলিতে বলিতে নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। নেত্র হইতে আনন্দ ও ভক্তি বারির স্রোত বহিতে লাগিল। রমণী কথা কহিবেন কি, আনন্দে নির্ব্বাক্ হইয়া তাড়িতাহতার ন্যায় একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কলিকাতা ৯১-২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, "নববিভাকর যন্ত্রে"
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত